✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

৪৯ বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা

মঙ্গলবার, ৫ মাঘ, ১৩৭৭ (২৯ পৌষ, ১৮৯২ শক) Tuesday, January 19, 1971

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

এন্টিফ্লোজিস্টিন
কার্বাঙ্কল, ফোঁড়া, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

REAFER PAINT for BOILER
যাবতীয় বয়লারের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য রং।
বি.কে.দত্ত এণ্ড কোং
৫২, নেতাজী সুভাষ রোড • কলিকাতা-১ • ফোন: ২২-৩৮৯১

নির্বাচনী

১। কেন্দ্র অত পুলিশ দিতে পারবেন না। মুখ্যসচিব দিল্লি যাচ্ছেন।
২। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ১০ ফেব্রুয়ারি।
৩। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ফেব্রুয়ারিতে পঃ বঙ্গে আসছেন।
৪। আদি কংগ্রেস আজ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছে।
৫। তিন কংগ্রেসের ঐক্যের দাবিতে যুব মিছিল।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে কেন্দ্র অত পুলিশ দিতে পারবে না

মুখ্যসচিব প্রমুখকে দিল্লিতে তলব

স্টাফ রিপোরটার

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের জন্য প্রার্থিত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ দিতে পারবেন না বলে রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এই রাজ্যের নিজস্ব ৬০ হাজার পুলিশ ছাড়া কেন্দ্র থেকে দেড় লক্ষ অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ চেয়েছিলেন। কেন্দ্রের এই নেতিবাচক উত্তরে রাজ্য সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

রাজ্য সরকার সোমবার এই ব্যাপার নিয়ে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জরুরী আলোচনার জন্য ডাকেন। এজন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত, আই জি শ্রীপ্রসাদ বসুকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লি রওনা হচ্ছেন।

দিল্লি থেকে বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, দেশের সমগ্র আইন শৃংখলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য রাজধানীতে ২২ জানুয়ারি সকল রাজ্যের মুখ্যসচিবদের বৈঠক হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই বৈঠক ডেকেছেন। এখন যা পরিস্থিতি, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। নির্বাচনী কমিশনের প্রতিনিধিগণও বৈঠকে থাকবেন। গত কয় দিনে পঃ বঙ্গে খুনখারাপি যে হারে বাড়ছে, তাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও স্বভাবতঃই উদ্বেগ বোধ করছেন।

কলকাতায় স্টাফ রিপোরটার আরও জানিয়েছেন : সোমবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র এক প্রশ্নোত্তরে জানান, ২৯ হাজার পোলিং স্টেশনে একজন করে গেজেটেড অফিসার নিয়োগ করা হবে। রাজ্য সরকারের মাত্র ১২ হাজার গেজেটেড অফিসার আছেন। এর মধ্যে আবার বেশ কিছু সংখ্যক গেজেটেড অফিসার বিশেষ করে ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নির্বাচনের কাজে যেতে গররাজি হচ্ছেন। মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রীরাঘবন জানান, অফিসারগণ নির্বাচনের কাজে না যেতে চাইলে কীভাবে তাঁদের রাজি করানো যায় তা' ভেবে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথাও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের ওই মুখপাত্র বলেন, আসন্ন দিল্লি বৈঠকে অন্য রাজ্য থেকে গেজেটেড অফিসার আনার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের সংগে তাঁরা কথা বলবেন। এছাড়া পুলিশ যদি না পাওয়া যায় তবে এন-ভি-এফ এবং হোম গারড কাজে লাগানো হবে। সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ওই দুটি বাহিনীর লোকদের হাতে অস্ত্র নেই। রাজ্য সরকার চান, প্রতিটি

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

দিল্লির দেয়ালে নির্বাচনী পোসটার। উপরে নব কংগ্রেসের—তাতে ছবি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। নীচে আদি কংগ্রেসের—তাতে ছবি নিজলিংগাপ্পা, বল্লভভাই ও কামরাজের। দুটি পোসটারেরই বক্তব্যের লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কংগ্রেস পক্ষ।

শহরতলিতে, শিল্পাঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প বসবে

স্টাফ রিপোরটার

শহরতলিতে, বিশেষ করে যাদবপুর থানা, দমদম থানা, এবং ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলা শিল্পাঞ্চলে প্রতিটি 'গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়' বিশেষ পুলিশ ক্যামপ স্থাপন করা হবে। এছাড়া ইনটেলিজেনস বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ আরও জোরদার করা হবে।

রবিবার দলীয় সংঘর্ষে ১৪ জন নিহত হওয়ার পর সোমবার মহাকরণে মুখ্য উপদেষ্টার ঘরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রী বি বি ঘোষ ছাড়া মুখ্য সচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত ও আই জি শ্রীপ্রসাদ বসু উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে গিয়ে আই জি গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি ও সংশ্লিষ্ট এস পি-দের যথারীতি নির্দেশ দেন।

স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীগুপ্ত বলেন, ওই ঘটনায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে নকশাল ত আছেই, অন্তর্দলীয় সংঘর্ষও বেড়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রবিবারের ঘটনার বিস্তারিত রিপোরট চেয়েছেন। এইদিন সন্ধ্যায় দিল্লিতে রিপোরট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব আরও জানান, ওইসব হাঙ্গামা এবং প্রাণহানি বন্ধ করার জন্য পুলিশ যাতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয় এবং হাঙ্গামা সম্পর্কে আগেই যাতে খবর পায়, সেজন্য মঙ্গলবার থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, রবিবার ব্যারাকপুর মহকুমার এস ডি ও এবং এস ডি পি-ও যখন গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, তখন দমদম এলাকায় তাদের জিপ গাড়ির উপর একটি বাড়ি থেকে বোমা মারা হয়। ফলে এই দুজন অফিসার আহত হয়েছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনারায়ণ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—লোকসভার আগামী নির্বাচনে রায়বেরেলি কেন্দ্রে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীরাজনারায়ণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র এবং এস এস পি'র সংহতি কমিটি আজ সকালে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, শ্রীরাজনারায়ণকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে।

শ্রীরাজনারায়ণ বর্তমানে রাজ্যসভার একজন সদস্য।

আদি কংগ্রেস জোট তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর শ্রীরাজনারায়ণ সাংবাদিকদের জানান যে, তিনি ভারতীয় ক্রান্তিদলের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিও পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, চৌধুরী চরণ সিং তার জন্য প্রচার অভিযান চালাবেন বলে কথা দিয়েছেন।

সোমবার কলকাতায় ইলেকটোরাল ভোটার তালিকায় নাম লেখাবার লাইন। —নিজস্ব-চিত্র

ফেব্রুয়ারি মাসে দুধের ডিপোয় টাকা জমা দেওয়া যাবে

স্টাফ রিপোরটার

দুধের ডিপোতে পুরোনো রীতিতেই ফেব্রুয়ারি মাসে টাকা জমা দেওয়া চলবে। সোমবার বৃহত্তর কলকাতার দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনার তিনটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সংগে সরকারী মুখপাত্রদের এক বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়।

পরলোকে পি এস পি নেতা শ্রীনাথ পাই

বেলগাঁও, ১৮ জানুয়ারি—পি এস পি নেতা শ্রীনাথ পাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রবিবার রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর।

লোকসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীপাই গতকাল সকালে বোমবাই থেকে এখানে তাঁর বন্ধু ডাঃ এ জি ইয়ালাগির বাড়িতে এসেছিলেন।

মধ্যরাত্রে শ্রীপাই হঠাৎ বলে ওঠেন তাঁর বুকে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাঃ ইয়ালগি সংগে সংগে তাঁকে পরীক্ষা

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দমদমের পৌরপতি গ্রেফতার / তিন জায়গায় ৪ জন খুন

স্টাফ রিপোরটার

সোমবার ২৪ পরগনার মহেশতলায় একটি, হাবড়া অশোকনগরে একটি, হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থানার গ্রামে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া রবিবারের ঘটনায় আহতদের দুজন সোমবার মারা যান। যাদবপুরে একজন, মহেশতলায় একজন।

শনিবার জলপাইগুড়ির জঙ্গল থেকে দুজন এস এস পি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এদিন গড়িয়াহাটার উষা ফ্যান কোমপানির প্রোডাকসান ম্যানেজার শ্রী ও পি কপিলা বোমার আক্রমণে গুরুতর আহত হন।

রবিবার মাঝ রাতে দমদমে পুলিশের জিপে বোমা পড়লে ব্যারাকপুরের এস ডি ও ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সামান্য জখম। ওই ঘটনা সম্পর্কে দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সি পি এম নেতা শ্রীসুধীর ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বোমার আঘাতে প্রডাকসান ম্যানেজার আহত

গড়িয়াহাট পুলের কাছে আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে সকাল ৯টা বরাবর। ওই একই গাড়িতে শ্রী কপিলার সঙ্গে শ্রী এ সুপা নামে আর একজন সিনিয়র অফিসারও ছিলেন। তিনিও আহত হন। তাঁদের শুকলাল কারনানি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ওই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সূত্রে বলা হয়, শ্রী কপিলা গাড়িতে অফিসে আসছিলেন। গড়িয়াহাট পুলের কাছে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে ছোরা এবং লোহার রডও ছিল।

কলেজ গ্রন্থাগারে আগুন

এদিন বেলা একটা নাগাদ কিছু লোক পেটরল ছিটিয়ে নিউ আলিপুর কলেজ গ্রন্থাগারে আগুন লাগায়।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আজ স্টেট বাস, ট্রাম চলবে না

স্টাফ রিপোরটার

সোমবার সন্ধ্যা থেকে স্টেট বাস কর্মীরা আবার ধর্মঘট করেন। আজ মঙ্গলবার সম্ভবত স্টেট বাস এবং ট্রাম কিছুই চলবে না।

একজন সহকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে কারণ দেখিয়ে সোমবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে স্টেট বাস কর্মীরা বাস তুলে নিতে শুরু করেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যেই কলকাতার সমস্ত রাস্তায় স্টেট বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

অফিস ফেরত বহু যাত্রীই তখনও বাসস্ট্যানডে দাঁড়িয়ে স্টেট বাসের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা জানেনও না হঠাৎ স্টেট বাসের কী হল? তাঁদের দুর্ভোগের একশেষ হয়।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

১০ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করার শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচন কমিশনার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যায়।

নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সমস্ত ভোটারকে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের নামে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে। তারপর নির্বাচন সংক্রান্ত তারিখগুলি হবে এই :

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন—১০ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার দিন—১১ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন—১৩ ফেব্রুয়ারি। এবং ভোট গ্রহণ—৯ মারচ।

অন্যান্যবারের তুলনায় এবার মনোনয়নপত্র দাখিল, পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের দিনগুলির মধ্যে ব্যবধান খুব কম করা হচ্ছে। তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, এতে নির্বাচনী অফিসারদের উপর অপেক্ষাকৃত

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

আজ শীত বাড়তে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ মঙ্গলবার রাতের তাপমাত্রা একটু কমতে পারে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছেন। আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

সোমবার কলকাতা ও শহরতলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও ছিল স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগরি সেনটিগ্রেড বেশি—১৬·৬ ডিঃ সেঃ বা ৬১·৮ ডিগরি ফারেনহাইট। সব থেকে বেশি তাপ ছিল স্বাভাবিক অপেক্ষা ১ ডিঃ সেঃ বেশি—২৮·২ ডিঃ সেঃ বা ৮২·৭ ডিঃ ফারেনহাইট।

'লুনোখোদ' আবার 'লুনার' কাছে

মসকো, ১৮ জানুয়ারি—সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা 'তাস' জানাচ্ছেন, সোভিয়েটের 'চাঁদের গাড়ি' 'লুনোখোদ'কে মহাকাশ-যান 'লুনা-১৭'-এর কাছে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ওর যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা, এবং ওর চলবার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে কিনা, তা যাচাই করে দেখবার জন্যই তাকে 'লুনা'র কাছে চলে যেতে বলা হয়।

'তাস' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'লুনা-১৭' গত ১৭ নবেমবর "লুনোখোদকে" চাঁদের বুকে ছেড়ে দেয় এবং তারপর থেকেই স্বয়ংক্রিয় গাড়িখানা পৃথিবীর নির্দেশ অনুযায়ী চাঁদের বুকে চলতে থাকে,—অবশ্য, চান্দ্র রাত্রিতে তার চলনশক্তি ছিল না।

'লুনোখোদ' এ পর্যন্ত চাঁদের দেশে এক মাইলেরও বেশী পরিক্রমা করেছে এবং সেখান থেকে নানা তথ্য ও ছবি পাঠিয়েছে। —এ পি

সাম্প্রতিক হাঙ্গামাগুলি মূলত নির্বাচন সংক্রান্ত

কেন্দ্রের কাছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের রিপোরট

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর দিল্লিকে জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি যে সব হাঙ্গামা হচ্ছে সেগুলি মূলত নির্বাচনী হাঙ্গামা—ও গুলির সংগে নকশালপন্থী ক্রিয়াকলাপের যোগাযোগ কম।

রাজ্য সরকার এই রিপোরটে এইসব হাঙ্গামার জন্য প্রধানত সি পি এমকে দায়ি করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে নির্বাচন এসে পড়ায় সি পি এম এখন তাঁদের 'হৃত এলাকাগুলি' পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন এবং দলবদ্ধভাবে অস্ত্রশস্ত্র সহ সেই সব এলাকা আক্রমণ করছেন। তাই, হঠাৎ বৃহত্তর কলকাতায় হাঙ্গামা ও খুন-জখম বেড়ে গিয়েছে।

অভিযোগ অস্বীকার

সি পি এম নেতারা অবশ্য এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। সোমবার দলের একজন মুখপাত্র বলেন : আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়া মাত্র নব কংগ্রেস পুলিশ ও নকশালদের সহযোগিতায় আমাদের সভা সমিতির উপর ব্যাপক হামলা শুরু করেছে। পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেই কংগ্রেস গোষ্ঠী মারপিট, হাঙ্গামা, নরহত্যার পথে যাবার পরিকল্পনা করেছে।

স্বরাষ্ট্র দফতরের রিপোরটে কিন্তু সি পি এমের বিভিন্ন এলাকার কতকগুলি গোপন মিটিং-এর বিবরণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ও'রা এই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্রও সংগ্রহ করেছেন। স্বরাষ্ট্র দফতর বলছেন, সি পি এম গত পাঁচ ছয় মাসে বৃহত্তর কলকাতার বহু অঞ্চল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওই এলাকাগুলিতে সি পি এম

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

আওয়ামী লীগ বিজয়ী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—গতকাল বাত্যাবিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের এলাকাগুলিতে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ এ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের ৯টি আসনের মধ্যে ৫টি এবং প্রাদেশিক বিধানসভার ২১টি আসনের মধ্যে ১২টি আসন দখল করেছে।

এই দল জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক বিধানসভা অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলির ভোট গণনাতেও এগিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের উপনির্বাচনে ভুট্টোর দলের জয়

করাচি, ১৮ জানুয়ারি—গতকাল রাত্রে একটি বেসরকারী ঘোষণায় জানা যায় পশ্চিম পাকিস্তান ও সিন্ধুতে জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে শ্রী জেড এ ভুট্টোর পিপলস পারটি পূর্বে অধিকৃত চারটি আসনই দখলে রেখেছে।

পিপলস পারটি এখন পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৭টি আসনের অধিকারী হল। —এ পি

তিন কংগ্রেসের ঐক্যের দাবিতে যুব মিছিল

স্টাফ রিপোরটার

আদি, নব ও বাংলা—এই তিন কংগ্রেসের ঐক্যের দাবিতে সোমবার একটি মিছিল কলকাতায় আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হয়।

মিছিলে দেড়শতাধিক যুবক ছিলেন। উদ্যোক্তা—কংগ্রেস ঐক্য পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তি। নেতৃত্ব করেন প্রাক্তন এম এল এ শ্রীপ্রশান্ত গায়েন। শ্রীকমল মুখরজি ও শ্রীনির্মল মজুমদার।

মিছিলে শ্লোগান ছিল 'আদি নয়, নব নয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ'। বিভেদ নয়, বিভেদ নয়, ঐক্য চাই, ঐক্য চাই। বন্দেমাতরম ইত্যাদি।

মিছিলটি প্রথমে যায় হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে নব কংগ্রেস কার্যালয়ে। মিছিলের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি নব কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেওয়া হয়। ওই স্মারকলিপিটি ছিল কংগ্রেস ঐক্য পরিষদের একটি প্রস্তাব। ১৭ জানুয়ারি কলকাতায় এক বৈঠকে তারা ওই প্রস্তাবটি নেন—প্রস্তাবে তিন কংগ্রেসের ঐক্যের দাবি জানানো হয়েছে।

নব কংগ্রেসের অফিসের সামনে যখন মিছিলের পক্ষ থেকে ঐক্যের দাবিতে নানা শ্লোগান দেওয়া হচ্ছিল তখন যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে কয়েকজন যুব ও ছাত্র তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পালটা শ্লোগান দেন। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, কলকাতা ও ঢাকার এক আওয়াজ ইন্দিরা—মুজিবর জিন্দাবাদ।

এদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রিয়দাস মুনসি মিছিলের সামনে বলেন—ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস তাই প্রকৃত কংগ্রেস। অন্য

পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

বিধানসভার নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি দেবার সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে সুপারিশ করেছেন।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, তামিলনাড়ুর নির্বাচনের নোটিশ ২৭ জানুয়ারি এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের নোটিশ ৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করতে হবে। —পি টি আই

শ্রীএস এম সিকরি ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে, বিচারপতি এস এম সিকরি ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমান প্রধান বিচারপতি জে সি শা-এর অবসর গ্রহণের পর ২২ জানুয়ারি থেকে বিচারপতি সিকরির কার্যকাল আরম্ভ হবে। —ইউ এন আই

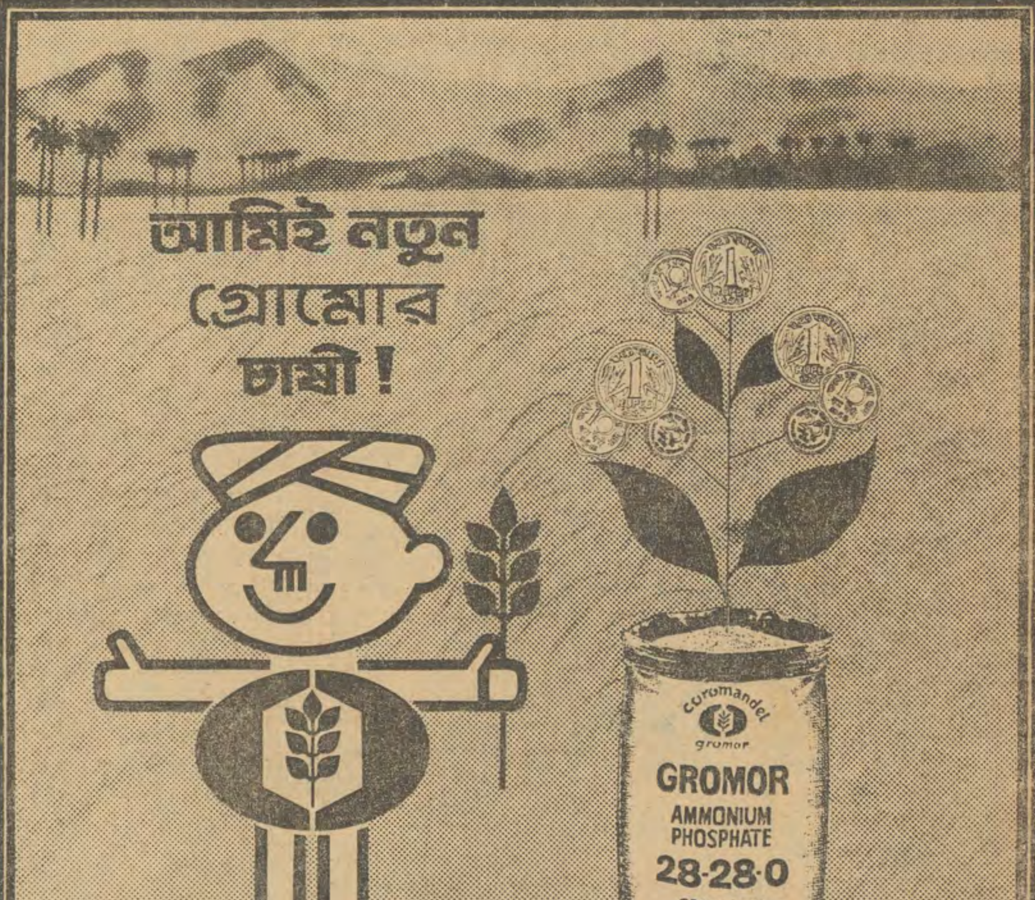

ক্ষেতের উর্বরতা আর কৃষকের বেশি মুনাফা—এই হল আমার কামনা!

আপনি তো জানেন—আমিই করোম্যাণ্ডেল ফার্টিলাইজারস্-এর গ্রোমোর চাষী! হাজার হাজার সফল চাষীভাইরা জানেন আমি তাঁদেরই মত একজন চাষী—তাঁদের বন্ধু। তাঁরা যে ফসলই ফলান আর যেখানেই থাকুন—আমি তাঁদের মঙ্গল চাই।

মনে রাখবেন, আমি এসেছি—আপনি যখন জোরালো গ্রোমোর সার ব্যবহার করবেন তখন আপনার ক্ষেত আরো উর্বর করে, আপনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে!

তাই এখন থেকে, যখনই আপনি উৎকৃষ্ট সার গ্রোমোর খুঁজবেন, আমারও খোঁজ নেবেন!

ক্ষেতকে উর্বর, আর চাষীকে ধনবান করে তোলবার জন্যে—গ্রোমোর

করোম্যাণ্ডেল ফার্টিলাইজারস্ লিঃ

AIYARS-CF. 162 BN

আনন্দবাজার পত্রিকা
(বিমান মাশুল অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি .. .. ২ পয়সা

Tele — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

কর্মখালি

২৪ পরগণার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একজন হেলথ অফিসার আবশ্যক। যোগ্যতাঃ এম-বি, ডি-পি-এইচ। জনস্বাস্থ্যের কাজে (বিশেষ করিয়া জনবহুল শহরে), পূর্ব অভিজ্ঞতা। বয়সঃ ১-১-৭১ তারিখে অনধিক ৪০ বৎসর। বেতনক্রমঃ ২৬০,—৩৫/২—৪০০,—২০/২—৪২০, টাকা, তদুপরি প্রদেয় অন্যান্য ভাতা (সংশোধিত হওয়ার সম্ভাবনা)। নির্বাচিত প্রার্থীকে এই মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা মধ্যে অবশ্যই বাস করিতে হইবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া হইবে। বয়স, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিবরণ উল্লেখে দরখাস্ত ৩১-১-৭১ তারিখ মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছান চাই।
শ্রীবিদ্যুৎ গঙ্গুলী,
চেয়ারম্যান,
ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি। (৬২৭০)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

"অর্থনীতিতে একজন এবং দর্শনশাস্ত্রে একজন বি-এ, অনার্স/এম-এ শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজন। আবেদনপত্র ৩০।১।৭১ পর্যন্ত গৃহীত হবে। সম্পাদক, রবীন্দ্রনগর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যামন্দির, কলিকাতা-৬০। (সি ৬৮০২)

একজন অভিজ্ঞ বি এ, বি টি ইংরাজী শিক্ষক আবশ্যক। ৩১শে জানুয়ারী, ৭১এর মধ্যে আবেদন করুন। সম্পাদক, হাজরাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ শিবনারায়ণপুর, জেলা নদীয়া। (সি ৬৫৮১)

হারাণ-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

অর্জুন মাইতি (১৬।১৭) ফর্সা পরনে সাদা প্যান্ট হলুদে হাওয়াই শার্ট হাতে লোহার বালা, চুল ছোট, একটু ছিটগ্রস্ত, হাওড়া স্টেশন থেকে নিরুদ্দেশ—সন্ধানপ্রার্থী—গজেন্দ্রনাথ গাঁতাইৎ, ৩, নিমতলা স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৬৫৬৬)

শ্রীভোলানাথ ভূঞ্যা (১২), ফর্সা, গত দুই সপ্তাহ যাবত ২৪ পরগণার ডানলপ পাড়া হইতে নিখোঁজ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দিলে ১০০, পুরস্কার দিব। শ্রীশ্রীহরিপ্রসাদ পাঁজা, গ্রাঃ ও পোঃ সজিনাগাছিয়া, ... মেদিনীপুর, ভায়া কোলাঘাট। (সি ৬৫৯১)

আমার স্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, বয়স ৫৫/৫৬ গত ৯-১১-৬৯ হইতে নিরুদ্দেশ। কিছু দিন হইতে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। কেহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় সন্ধান দিলে খুব উপকৃত হইব। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ অধিকারী ১৪, নবীন সেন রোড, পোঃ নবগ্রাম (কোন্নগর), হুগলী। (সি ৬৫৫৫)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

শ্রীপাঁচুগোপাল সাহু ৩১শে ডিসেম্বর না বলিয়া চলিয়া গিয়াছ। তোমার বাবা আসিয়াছিল। সত্বর বাড়ী যাও। কোন ভয় নাই। শ্রীপ্যারীমোহন ভট্টাচার্য। (সি ৬৫৭১)

প্রীতমকুমার ঘোষ (১৪) টুলটুল তোমার মা শয্যাশায়ী ঘরে ফিরে এস। আজই তোমার বাবাকে টাকা চেয়ে পত্র দাও, তোমার কোন ভয় নাই। —শুভেন্দু কুমার ঘোষ, সুজাগঞ্জ, মেদিনীপুর। (সি ৬৭২০)

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

হাওড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গত প্রভাতকিরণ দত্ত (হারুবাবু) মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ২১ জানুয়ারি ১২ যদু মুখার্জি লেনে অনুষ্ঠিত হবে। বিদেহীর শোকসন্তপ্ত ছাত্র ও পরিচিত সকলের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ব্যক্তিগতভাবে সকলকে জানানোর অক্ষমতা মার্জনীয়। (সি ৬৫৯৭)

ক্যাটারিং

ক্যালকাটা কেটারারস্ বিবাহাদিতে একমাত্র সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশক। যোগাযোগ করুন—৪৪বি, লেক প্লেস (৪৬-২০৯২) শাখা—১, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট (৫৫-৪৪৩২)। (সি ৫৭৬৭)

লটারী

শিক্ষাবীথি স্কুল লটারী

১ম—৪২৯৩ ২য়—৩৫২৪ ৩য়—৩৫২০ সান্ত্বনা—৪২২৩, ১৬৯৬, ৩৯৮১, ৪০৩৬, ৩৩১২। ২৮-১-৭১-এর মধ্যে টিকিট জমা দিতে হইবে। ৯৮ বিডন স্ট্রীট—৬ সকাল ৭টা—১০টা। (সি ৬৫৯২)

ঋণ ও লগ্নী

আর্থিক নিরাপত্তায় নগদ লেনদেনের চুক্তিতে উল্লেখযোগ্য লাভে কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মালপত্র সরবরাহের জন্য ৩/৪ হাজার টাকা খাটাতে ইচ্ছুক একজন প্রকৃত আগ্রহী অংশীদার আবশ্যক। বক্স নং ৬৩৮০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৫৪৯)

ব্যক্তিগত

ম্যাকস্, বেলপটম্, কুর্তা, ফ্রক ও ব্লাউজের অর্ডার নেওয়া হয়। হরলালকা স্টোর্স, ব্রাবোর্ণ রোড ব্রাঞ্চ। ৩৩-৮৭৪৯। (৬০৮১ এ)

ম্যাক্স মুলার ভবনের নিবেদন ঃ ২৩ জানুয়ারী, ৭১ শনিবার সন্ধ্যা ৭-৩০টায় প্রফেসর সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতার পরিবেশন—সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ। ম্যাক্স মুলার ভবনে পাস পাওয়া যাবে। (৬৩৭২)

হঠাৎ বিয়ের ঠিক হলেও ভাববেন না, ২/৩ ঘণ্টা আগে অর্ডার দিয়ে চন্দন পরে ঠিক সময়ে চলে আসুন। আপনার অর্ডার মত যোধপুরী, হায়দ্রাবাদী পাঞ্জাবী রেডি, সাদা ও ক্রীম সার্জ, ভায়লা, গরদ ও টেরিসিল্কের প্রচুর স্টক। 'কোহিনুর', আমহার্স্ট স্ট্রীট ও গাড়িয়াহাট ব্রিজ। (৬৩১০ এ)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭, ফোন ঃ ৩৪-৩৮৫৮। (৩৫৯০ এ)

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন ? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইন্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন ঃ ৩৪-৩৯৪০। (৩২৬২ এ)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বাংলার সাহায্যে ইংরেজী শিখুন, পড়ুন ঃ "ইউজফুল ওয়ার্ডস" ৩·৫০; "নিজে শিখুন" ৩; "পকেট বুক অব লেটার্স" ৩। ডাকব্যয় ঃ ১টি ১·২৫; ২/৩টি ১·৫০। পিকোব পাবলিকেসন্স, ২১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। (সি ৬৫৬৫)

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

॥ চলতি ট্রেনে চড়ুইভাতি ॥ ২৩/১ ভ্রমণচক্র। ১০/১১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, (শিয়ালদহ) তিনতলা, কলি-৯। (সি ৬৫৯৩)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য কলেজের দিবা ও সান্ধ্যবিভাগ ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। —অধ্যক্ষ। (সি ৬৫৯০)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস ট্রাফিকের বুকিং পুনরারম্ভ

কেবল শালিমার হইতে পূর্ণ গুডস শেডের জন্য স্মলস সহ সকল গুডস ট্রাফিকের বুকিং-এর উপর আরোপিত বিধিনিষেধ বলবৎ অন্যান্য বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে এতদ্দ্বারা এখন হইতে প্রত্যাহার করা হইল।
—চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
পি আর।এস ই।পি এ।১।কপস-৭৬ (৬৪৬১)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

নিম্নোক্তগুলির জন্য কাঠের দরজা ও কাঠের পাল্লা প্রস্তুত সরবরাহ ও লাগাইবার নিমিত্ত পৃথক পৃথক টেন্ডার (১৯৭১ সালের ১নং) আহ্বান করা যাইতেছে (১) দক্ষিণেশ্বরে ৪৮ ইউনিট টাইপ ২ কোয়ার্টার্স (বহুতলবিশিষ্ট)-এর জন্য। বায়নার পরিমাণ ১,২৭৫, টাকা এবং (২) বর্ধমানে ৪৬ ইউনিট টাইপ ২ কোয়ার্টার্স (বহুতলবিশিষ্ট)-এর জন্য। বায়নার পরিমাণ ১,২২৫, টাকা। টেন্ডার ১৯-২-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। টেন্ডার ফরম নির্দিষ্ট টেন্ডার খোলার তারিখের পূর্বে শেষ কাজের দিন পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ অফেরৎযোগ্য ১০, টাকা (ডাকে পাঠাইতে হইলে আরও ৩, টাকা) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া টেন্ডার খোলার তারিখের এক পক্ষকাল পূর্বে ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড (৫ম তল), কলিকাতা ঠিকানায় নিম্নবর্ণিতের নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।
চীফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)
জি ১০।৯এ।পি আর ও।কনস-৫৭ (৬৪৫০)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

১০-৪-৭১ তারিখ হইতে এক বৎসরকালের জন্য (ক) হাওড়া কার শেডের অভ্যন্তরে ইন্সপেকশন পিট পরিষ্কার করা, (খ) ছাউনিযুক্ত শেডের মেঝে পরিষ্কার করা এবং (গ) প্রাচীরযুক্ত ইয়ার্ড ও কার শেডের অভ্যন্তরে রেলওয়ে প্রেমিসেস পরিষ্কার করা কাজের জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। টেন্ডারদাতাগণকে একটি টেন্ডার পেপারেই উপরোক্ত কাজের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথকভাবে দর উল্লেখ করিতে হইবে। বায়নার পরিমাণ ২২০, টাকা ও জামীন জমার অংশ হিসাবে ৫৫, টাকা। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটির জন্য অফেরতযোগ্য ৫, টাকা জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইলে সমস্ত কাজের দিন ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার (টি আর এস), হাওড়া ঠিকানায় টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেন্ডারের কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠানো হইবে না। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২-২-৭১ বেলা ১১টা। টেন্ডার সেই দিনই বেলা ৩টায় খোলা হইবে।
—ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/হাওড়া
জি ১০।২।পি আর ও।এইচ ডব্লিউ এইচ-৬৭ (৬৩৪৭)

টেন্ডার

"সুন্দরবন ডেল্টা প্রজেক্টের (ফেজ-১) জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে ভাড়ার ভিত্তিতে একটি মোটর লঞ্চ সরবরাহ"-এর জন্য এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুন্দরবনস ডেল্টা প্রজেক্ট, রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পি-১২ সি আই টি রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-১৪ কর্তৃক লঞ্চ মালিকদের নিকট হইতে কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা দরপত্র (সাধারণ কাগজে) আহ্বান করা হইতেছে। লঞ্চটির দৈর্ঘ্য পঁয়তাল্লিশ ফুটের কম ও চওড়া দশ ফুটের কম হইলে চলিবে না। ভাড়ার সময় কাল প্রায় দশ দিন। প্রয়োজনানুসারে এই সময় একই শর্তাবলী অধীনে বাড়ানো যাইতে পারে। বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ও ঠিকার শর্তাবলী যে-কোন কাজের দিন অফিস চলাকালে এই অফিসে দেখা যাইতে পারে। লঞ্চটির ভাড়ার হার দিন পিছু দশমিক মুদ্রায় কথায় ও অঙ্কে উল্লেখ করিতে হইবে। দর দুই অংশে, যথা (১) জ্বালানীর খরচ বাদে লঞ্চের জন্য প্রতি দিনের ভাড়া, এবং (২) প্রতি রানিং ঘণ্টায় এঞ্জিনের জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্টের ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে। জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট, আবশ্যক বোঝাই ও খালাশ করা সহ লঞ্চ মালিক কর্তৃক লঞ্চে সরবরাহ দিতে হইবে। লঞ্চটি নামখানা জেটিতে ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবস্থায় ডেলিভারি দিতে হইবে। টেন্ডার শেষ হইয়া যাওয়ার পর লঞ্চটি উপরোক্ত স্থানেই মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। লঞ্চের মালিককে দরপত্র খোলার সময় মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ ফিটনেস সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে। দরপত্র আহ্বান করিয়া নোটিসের কপি এবং স্পেসিফিকেশন ও শর্তাবলীর কপি সহ দরপত্র ২১শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিনই ইহার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত দরপত্রদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। সফলকাম দরপত্রদাতাকে রুল অনুযায়ী আবশ্যক বায়না জমা সহ ডবলিউ বি এফ নং ২৯০৮'তে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে। দরপত্র গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন দরপত্র অগ্রাহ্য করিবার অধিকার তিনি রাখেন।
২৪৭(২) আই পি আর/এ/৭১ (৬৩৪৫)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

টিডব্লু্এস-১-এর জন্য প্রেমিসেস নং ৮৫ তপসিয়া রোডে একটি এবং টিডব্লুএস-২-এর জন্য প্রেমিসেস নং ৩৭ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোডে আর একটি আর সি সি ওভারহেড রিজারভয়ারের নিমিত্ত আর সি সি কাস্ট ইন সিটু পাইল ফাউন্ডেশনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।
২৭-১-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে বায়না বাবদ ৩,৮৫০, টাকা অবশ্যই জমা দিতে হইবে।
প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা আদায় দিলে কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থ ট্রাস্টের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।
অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া যে সকল ঠিকাদার কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চিফ এঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিয়া অনুমোদন লাভ করিবেন কেবলমাত্র সেই সকল ঠিকাদারকে টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।
দুই প্রস্থে টেন্ডার খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে কাজের নাম লিখিয়া ২৮-১-৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট টেন্ডার অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।
ডি এস সি বনার্জি
চেয়ারম্যান
(৩৮৪৬)

টেন্ডার

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড

দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট
র-মেটিরিয়ালস ডিপার্টমেন্ট
টেন্ডার নোটিস

প্ল্যান্টের যে কোন স্থান হইতে কোন স্টাকিং বেডে "কয়লা (ধৌত/অধৌত) পরিবহণ" কাজের জন্য হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট কর্তৃক প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।
সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলী ও কাজের বিস্তারিত বিবরণসহ টেন্ডার ফরম প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদ ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে ২-২-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন চীফ ক্যাশিয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট, পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৩, জেলা বর্ধমান অথবা ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ৬, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
নির্ধারিত বায়না জমাসহ সীলকরা টেন্ডার ৩-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত র-মেটিরিয়ালস ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিঃ সুপার কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং সেই সময়ই উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সমক্ষে তৎকর্তৃক খোলা হইবে। (৬২৫৬)

সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার, সেন্ট্রাল সার্কেল, পি এইচ এঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট, পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেঃ (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-১২ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, বরানগর-কামারহাটি জয়েন্ট ওয়াটার সাপ্লাই অগমেন্টেশন স্কীম অধীনে ওয়েস্ট লেক সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান ব্রিক ফিল্ড বরোপিটগুলি গভীর করার নিমিত্ত খননে মাটির কাজ—এর জন্য টেন্ডার খোলার তারিখ ৫ জানুয়ারী ১৯৭১ হইতে ২০ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ (বেলা ৩টা) পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকিবে।
২৫৭(২)আইপিআর/এ/৭১ (৬৪৫২)

নোটিস

বিষয়ঃ কলিকাতার ৫৫/৩বি নং বালিগঞ্জ-সার্কুলার রোড প্রেমিসেসের চিহ্নিত অংশ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে, পিতা মৃত ফণীন্দ্রনাথ দে, সাং ১/বি নং দেওদার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ তারিখে ১ম পক্ষে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ২য় পক্ষে বিনোদকিশোর রায়চৌধুরী ও ৩য় পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারী ভূপেন্দ্রনাথ দে'র মধ্যে সম্পাদিত এবং ১৯৬৮ সালের বুক নং ১ ভলুম নং ১৭৫ পৃষ্ঠা ১৬৮ হইতে ১৮৯ বিয়িং নং ৫৮৬২ অধীনে কলিকাতা রেজিস্ট্রেশন অফিসে রেজিস্ট্রী-করা সম্পত্তি হস্তান্তরের এক দলিল বলে ৫৫/৩বি নং বালিগঞ্জ-সার্কুলার রোডের কমবেশী ৮ কাঠা ০ ছটাক ৮ বর্গফুট পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট চিহ্নিত অংশ ক্রয়ের ফলে উহার একমাত্র ও একক মালিক। ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ তারিখের মূল দলিল নিম্নস্বাক্ষরকারীর হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে এবং/বা খোয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তির কাছে যদি উক্ত মূল দলিলটি থাকে, তবে উক্ত মূল দলিলটি নিম্নোক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কেহ যদি ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ তারিখের উক্ত মূল দলিলটি লইয়া কোন কাজকারবার করেন, তবে তাহা নিজ ঝুঁকি ও দায়িত্বেই করিবেন।
ভূপেন্দ্রনাথ দে,
১/বি দেওদার স্ট্রীট কলিকাতা
(৬৪৪৮ এ)

পঃ বঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নে মতভেদ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—১৯৭১-৭২ সালে রাজ্যে পরিকল্পনা বাবদ অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে আজ এখানে পশ্চিম বাংলার অফিসারদের সঙ্গে যোজনা কমিশনের সদস্যদের আলোচনা শুরু হয়েছে। ৬ কোটি টাকা নিয়ে দু পক্ষে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে। যোজনা কমিশন পশ্চিম বাংলার জন্য ১৯৭০-৭১ সালে যে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছেন, পশ্চিম বাংলার অফিসাররা তার চেয়ে ৬ কোটি টাকা বেশি চান।

যোজনা কমিশন মনে করেন, পশ্চিম বাংলা আরও ৩ কোটি টাকা তুলতে পারবে। রাজ্যের প্রতিনিধিরা কিন্তু তা মনে করেন না।

পশ্চিম বাংলা থেকে ৬৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। যোজনা কমিশন ৫৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দিতে চাইছেন।

মহাজোট কোঅরডিনেশান কমিটির বৈঠক

তিনটি রাজ্যের আসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও এস এস পি এই চার দলের কো-অরডিনেশান কমিটির আজ এখানে আবার বৈঠক বসলে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে লোকসভার ৮৫টি আসনের মধ্যে ৫৫টিতে সমঝোতা চূড়ান্ত করা হয়। কমিটি উত্তর প্রদেশে লোকসভা আসনে বি কে ডি নেতা শ্রীচরন সিং, শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী ও শ্রীরঘুবীর শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী না দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। উত্তর প্রদেশের অবশিষ্ট আসন সম্পর্কে আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কমিটি আজ মধ্যপ্রদেশে ৩৭টি লোকসভার আসনের মধ্যে ৩৫টি এবং মহীশূরে ২৭টির মধ্যে ২৩টি আসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০ জানুয়ারি পশ্চিমবাংলা ও তামিলনাড়ুর আসন নিয়ে আলোচনা হবে।

মেদিনীপুর নব কং কর্মসমিতির পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর, ১৮ জানুয়ারি—আজ এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলা নব কংগ্রেস কমিটির দুজন সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন যে, দলের কর্মসমিতি পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন। তাঁরা বলেন প্রদেশ নব কংগ্রেস যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাংলা কংগ্রেস ও অন্যদের সঙ্গে সমঝোতা করছেন তারই প্রতিবাদে এই পদত্যাগ।

ওই দুজন সাধারণ সম্পাদক হলেন ঃ শ্রীরাজকুমার মিশ্র ও শ্রীসুভাষ দত্তরায়। তাঁরা ইতিপূর্বে কলকাতায় জেলা নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুবোধ হাঁসদারের কাছে গতকাল সমঝোতা আলোচনার সময় পদত্যাগ করেছেন।

শ্রীমিশ্র ও শ্রীদত্তরায় বলেন, ইতিপূর্বে ঘাটালের মাত্র একটি লোকসভা আসন ও ৮টি বিধানসভা আসন এই জেলায় নব কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। পরে শ্রীমতী পূরবী মুখার্জির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী চান, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীঅমিয় কিসকুকে দাঁড়াতে দেওয়া হোক। বাংলা কংগ্রেস তাতে রাজি হয়। তারপর অনেক আলোচনার পর, মাত্র ২টি লোকসভা আসন ও ১১টি বিধানসভা আসন নব কংগ্রেসকে দেওয়া হয়েছে।

জেলা নেতৃত্ব মনে করেন, এইভাবে আসন রফায় তাদের সংগঠনকে বাস্তব প্রতিফলিত হয়নি। একটি প্রস্তাব নিয়ে বলা হয়েছে, নব কংগ্রেসকেই ন্যায্য সংখ্যক আসন দিয়ে নতুন করে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হোক। তা না হলে প্রদেশ নেতৃত্বকে লংঘন করে নব কংগ্রেস একাই নির্বাচনে লড়বে।

জেলা যুব কংগ্রেস ও জেলা ছাত্র পরিষদের মনোভাবও তাই। তাঁরা কোন নির্বাচনী সমঝোতা চান না। জেলা নব কংগ্রেস সভাপতি প্রদেশ নব কংগ্রেস সম্পাদককে সব জানিয়েছেন।

তিন জায়গায় ৪ জন খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগুনে কিছু বই ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

মহেশতলায় মৃতদেহ প্রাপ্তি

২৪ পরগণা জেলা পুলিশের একজন মুখপাত্র জানান, সোমবার সকালে মহেশতলায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

তাঁর নাম শ্রীকাঞ্চনকুমার। বয়স ১৭। সকালে কিসমতনুঙ্গিতে তাঁর ছুরিকাহত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

দুপুরে শ্রীমৃনালকান্তি বসু রায় নামে আরও একজন ২১ বছরের যুবক পাইগানের গুলিতে আহত হন। পুলিশের মতে, তাঁরা দুজনই নকশালপন্থী।

রবিবার যাদবপুর থানা এলাকায় একটি কলোনী অঞ্চলে ৪টি মৃতদেহ প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

দমদমের ঘটনা

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান ঃ রবিবার রাত্রে দমদম ক্যানটমেন্ট এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর পিছু ধাওয়া করার সময় পুলিশ জিপের উপর ওই বোমাগুলি ছোঁড়া হয় বলে পুলিসসূত্রে বলা হয়। এ ঘটনা সম্পর্কে দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রীভট্টাচার্য ছাড়া আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার দমদম ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে আবার সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়।

এদিন দমদম এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও অবস্থা মোটামুটি শান্ত ছিল।

পুলিশসূত্রে জানা যায়, রবিবার মধ্যরাত্রে দমদম থানার কাছে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর পরই ব্যারাকপুরের এস ডি ও শ্রীমানাভালান ও অতিরিক্ত পুলিশ শ্রী কে রায় একটি পুলিশ জিপে যাওয়ার সময় দুটি বোমা পড়ে। পুলিশের অভিযোগ, স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যানের বাড়ির ছাদ থেকে বোমাগুলি ছোঁড়া হয়। পুলিশ এরপর ওই বাড়িতে তল্লাসি চালায়। শ্রীভট্টাচার্য ও তার দুজন ভাইপোকে এ সম্পর্কে গ্রেফতার করা হয়।

দমদম বন্ধ

শ্রীভট্টাচার্যের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সোমবার সকালে সি পি এম-এর ডাকে নাগেরবাজার, গোরাবাজার অঞ্চলে বন্ধ পালন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট বন্ধ থাকে। দমদম রোড ও যশোহর রোডের একাংশে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। সন্ধ্যের দিকে গোরাবাজার অঞ্চলে কয়েকটি বাসের গতিরোধ ও যাত্রীদে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ আসে।

কারফু ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ ২০ জনকে গ্রেফতার করে।

সন্ধ্যার দিকে দমদমের সুভাষনগর, গ্রীন পারক, জপুর রোডে বোমাবাজি চলে। রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

নোয়াপাড়ায় আহত যুবক ফরওয়ারড ব্লক কর্মী

নোয়াপাড়া আঞ্চলিক ফরওয়ারড ব্লক থেকে জানানো হয় যে, রবিবার ছুরিকাহত দুজন যুবকই তাদের সমর্থক।

সি পি এম সমর্থক ছুরিকাহত

শনিবার রাতে নোয়াপাড়ায় শ্রীবেণু মজুমদার নামে জনৈক সি পি এম সমর্থক ছুরিকাহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সোমবার সকালে শ্রীজওহর সিং যাদব (২৮) নামে এক ছুরিকাহত ব্যবসায়ীকে ইছাপুর থেকে আর জি কর মেডিকেল কলেজে আনা হয়।

এদিন সন্ধ্যায় কানু চক্রবর্তী (২১) নামে এক যুবক বরানগর নেতাজী কলোনীতে ভোজালি দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে নেওয়া হয়। আক্রমণকারীরা নকশাল বলে অভিযোগ।

হাবড়া-অশোকনগরে খুন, যুবক গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

সোমবার দুপুরে হাবড়ার অশোক নগরে একজন যুবক খুন হন। নৈহাটি রোডের কাছে তার রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদিন এখানকার আর একজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

রক্তাপ্লুত যে যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায় তার পরিচয় জানা যায়নি। তার পরনে ছিল বিসকুট রঙের সোয়েটার, সাদা টেরিলিনের শারট ও ছাই রঙের প্যান্ট। পায়ের চপ্পল কাছেই পড়েছিল। রক্তে জায়গাটা ভেসে যায়। যুবকের বয়স অনুমান পঁচিশ।

গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে

এদিন দুপুরে অশোকনগরে আর একজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি হন। নাম শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস। বয়স তেইশ। তাঁর অবস্থা গুরুতর। দুটি ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যান।

পাঁচটি স্কুলে আগুন

গত দুদিনে অশোকনগর ও কল্যাণগড়ে পাঁচ স্কুলে আগুন দেওয়া হয়। আগুনে স্কুলগুলির দারুণ ক্ষতি হয়েছে। যে পাঁচটি স্কুলে আগুন দেওয়া হয় সেগুলি হল অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুল, আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, কমলা নেহরু বিদ্যামন্দির, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ও কল্যাণগড় বিধানচন্দ্র বিদ্যাপীঠ। এর আগে এর অধিকাংশ স্কুলে দুবার করে আগুন দেওয়ার ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। আগুনে দেওয়ার ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। আগুনে লেবরেটারি, মূল্যবান কাগজ, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয় ভবনে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

উত্তরপাড়ার গ্রামে দুজন যুবকের মৃতদেহ

চন্দননগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ সোমবার সকালে উত্তরপাড়া থানা এলাকার ছোট বয়রা গ্রামের এক জলা জমিতে ১৮ এবং ২০ বছর বয়সের ২ জন যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁদের দেহে ছোরার আঘাতের চিহ্ন এবং গলাকাটা ছিল। তদন্তে একটি পুলিশ কুকুরকে লাগানো হয়েছিল, কিন্তু এই জোড়া খুনের কোন হদিশ মেলেনি। পুলিশের অনুমান, যুবকদ্বয়কে অন্যত্র খুন করা হয় এবং তদন্তে জটিলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মৃতদেহগুলি ওই গ্রামে রবিবার রাত্রে অথবা সোমবার ভোরে ফেলে দেওয়া হয়।

উত্তরপাড়ার একটি মোটর কারখানার ২৫ বছর বয়সের একজন কর্মী সোমবার সকালে হিন্দ মোটর স্টেশনের কাছে রেল লাইন পার হয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় ঘায়েল হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের সংবাদদাতা আরও জানান, সোমবার খানাকুলে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে একজন যুবককে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইনে গ্রেফতার করা হয়।

ছুরিকাঘাতে আহতের মৃত্যু

ছুরিকাঘাতে আহত শ্রীঅনাথ খামরুই (২০) সোমবার হাওড়া হসপাতালে মারা গিয়েছেন। আহত অবস্থায় শনিবার ভোরে শ্যামপুর থানার চন্দনপুর থেকে তাঁকে এখানে আনা হয়েছিল।

উপস্থিত বুদ্ধির ফলে হাবিলদার পুলিশ হামলার হাত থেকে রেহাই পেল

উপস্থিত বুদ্ধির ফলে হাওড়ার লিচুবাগান পুলিশ কোয়ারটারের বাসিন্দা রাজ্য পুলিশের একজন হাবিলদার আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পান বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

এই হাবিলদারের নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে। রবিবার অধিক রাতে কয়েকজন যুবক মুখে চাদর মুড়ি দিয়ে কোয়ারটারে গিয়ে শ্রীদের নাম ধরে ডাকে। ডাক শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন। আগন্তুকদের দেখে ওঁর সন্দেহ হওয়ায় তিনি কয়েকজন প্রতিবেশীকে ডাকেন। ইতিমধ্যে যুবকেরা সরে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় একজন ধরা পড়ে যায়।

পুলিশ পরে ওই বাড়ির একতলা থেকে কাগজে জড়ানো একটি ভোজালি উদ্ধার করে বলে পুলিশসূত্রে জানা যায়।

জলপাইগুড়িতে জঙ্গল থেকে ২ জন এস এস পি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধূপগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি—জলপাইগুড়ি জেলার বাঁধাপানি জঙ্গল থেকে পুলিশ শনিবার সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের ২ জন কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। দুজনের নাম ঃ রমেশ ওরাং এবং মংলু ওরাং।

পুলিশসূত্রে অভিযোগ, গত ১৪ জানুয়ারি এক সংঘর্ষের সময় সি পি এম সমর্থকরা নাকি এস এস পির ওই দুজন কর্মীকে অপহরণ করে। পরে পুলিশ কর্তৃক মৃতদেহ দুটি উদ্ধারের পর দেখা যায়, তাঁদের দেহে নানা আঘাতের চিহ্ন।

তিনজন সি পি এম সমর্থককে পুলিশ ওই ঘটনায় গ্রেফতার করেছে।

জলপাইগুড়ি পুলিশ নতুন আটক আইনে আরও ২ জনকে গ্রেফতার করায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯।

কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা হাইস্কুল ও প্রাথমিক শিক্ষণ কেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দিলে কাগজ ও নথিপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। 'নকশাল হামলা'র ফলে জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব ইনসটিটিউশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

রবিবারের ঘটনায় আহতদের দুজনের সোমবারে মৃত্যু

যাদবপুরের বিজয়গড়ে রবিবারের হাঙ্গামায় আহতদের একজন যুবক সোমবার মারা যান।

তাঁর নাম শ্রীপুলক মুখার্জি। ছুরিকাহত অবস্থায় তাঁকে রবিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ নিয়ে রবিবার রাতের ঘটনায় যাদবপুরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়।

মহেশতলায়

রবিবার মহেশতলায় জগতলায় শ্রীহরিপদ মুখার্জির বাড়ি আক্রান্ত হলে বোমার ঘায়ে যে বৃদ্ধা আহত হয়েছিলেন, সোমবার তিনিও মারা গিয়েছেন বলে রাতে সি পি আইসূত্রে জানা যায়। রবিবার ঐ বাড়িতেই সি পি আই কর্মী শ্রীপ্রদীপ মুখার্জি নিহত হন।

যাদবপুরে যুবক ছুরিকাহত

দেওয়ালে নির্বাচনী শ্লোগান লেখার সময় সোমবার রাতে যাদবপুরে একজন সি পি আই কর্মী ছুরিকাহত হন। তাঁর নাম শ্রীকাজল দত্ত।

হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমন আইনে

এ পর্যন্ত ১০২৫ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমন আইন চালু হওয়ার পর থেকে সোমবার পর্যন্ত ১০২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত একমাত্র কলকাতাতেই আটক করা হয়েছে ৫১০ জন। তারপর ২৪ পরগণায় ১২৬ জন।

স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র ওই তথ্য জানিয়ে বলেন, নির্বাচনের আগে ওই আইনে আটক ব্যক্তিদের ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। কোন রাজনৈতিক নেতাকে এই আইনে গ্রেফতার করা হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের গ্রেফতার করা দরকার —পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান ঃ কলকাতায় নির্বাচন যাতে নির্বিঘ্নে হয় পুলিশ সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সোমবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, ওই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করা প্রয়োজন।

তাঁর দৃঢ় ধারণা পুলিশ নির্বাচনের আগে ওই কাজ করতে পারবে। আটক আইন এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক বলে তিনি মনে করেন। এ পর্যন্ত কলকাতায় ওই আইনে ৬০০ জন আটক হয়েছে।

নির্বাচন উপলক্ষে কলকাতায় অতিরিক্ত পুলিশ প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীগুপ্ত বলেন, অতিরিক্ত পুলিশ চাই। তবে কত—সে হিসাব এখনও কষা হয়নি।

জোর করে চাঁদা আদায় চলবে না

কলকাতা পুলিশ কমিশনার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন থানায় নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, জোর করে চাঁদা আদায় বরদাস্ত করা হবে না। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশে বলেছেন, ওইরকম কোন ঘটনা ঘটলে তাঁরা যেন অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় খবর দেন।

পৌর পাম্পিং স্টেশন প্রকল্প নিয়ে দিল্লিতে দরবার

স্টাফ রিপোর্টার

পামার বাজার পাম্পিং স্টেশন পুনর্বিন্যাস প্রকল্প দ্রুত রূপায়নের জন্য কেন্দ্রে তদ্বির করতে পৌর কমিশনার শ্রী এম জি কুটি রবিবার দিল্লি গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, প্রোজেক্ট ইনজিনিয়ার ও নিকাশী বিভাগীয় ইনজিনিয়ারও গিয়েছেন।

সোমবার কলকাতা পৌর সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন, পামার বাজার পাম্পিং স্টেশনের পুরানো পাম্প বদলিয়ে নতুন পাম্প বসানো ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সাফাইয়ের জন্য প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প সরকার মঞ্জুর করেন। ওই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে দুবার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই বিদেশ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। কমিশনার এ সম্পর্কে কেন্দ্রের সাহায্য চাইবেন। প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার জন্য এবং কারিগরি বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজনে চীফ ইনজিনিয়ারও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। এবার সকলেরই কলকাতা ফিরে আসার কথা।

পৌর ভবনে কর্মী বিক্ষোভ

এদিন কেন্দ্রীয় পৌর ভবনে বাজেট কমিটির বৈঠক চলার সময় পামার বাজার পাম্পিং স্টেশনের একদল কর্মী বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি ঃ ওই পাম্পিং স্টেশন কর্মীদের জন্য পুনর্বিন্যাস প্রকল্প এবারের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নানা ধ্বনি দিয়ে বিক্ষোভকারী কর্মিগণ কমিটির বৈঠক শেষ হতে চলে যান।

পুজোয় বিজ্ঞাপনের আয় কমেছে

গত পুজোয় কলকাতায় সাময়িক বিজ্ঞাপন বাবদে পৌর সংস্থার আয় ৭৫ শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছে।

এদিন পৌর বাজেট কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে কোন কোন সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে পৌরসভার এক মুখপাত্র বলেন পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন সংস্থা পুজো মণ্ডপের আলোক সজ্জা বিশেষ তোরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আকর্ষণীয় প্রচার অভিযান চালিয়ে থাকেন। গত পুজোয় ওই ধরণের বিজ্ঞাপন অন্যান্যবারের তুলনায় প্রায় সিকি ভাগ হয়েছিল। তাই পৌর আয়ও কমেছে। তাঁর মতে শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনিশ্চয়তাই এর প্রধান কারণ।

অনন্ত সিংহের বিচার ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন

—হাকিম

কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতি সংক্রান্ত অভিযোগে অনন্ত সিংহ এবং আরও ২০ জনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে সোমবার আলিপুর চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে জজ শ্রী এস এন দাসের আদালতে আবার তার শুনানী ওঠে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অনন্ত সিংহ আদালতে হাজির হন।

জজ শ্রী এস এন দাস এই মামলার বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য হাইকোর্টের পরামর্শের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, ১৬ জন আসামী এই আদালতে হাজির হতে অসম্মত হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে এই বিচার ত্বরান্বিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, পরওয়ানা জারি ইত্যাদির ব্যাপারে যেসবর দেওয়া হয়েছে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিচার ব্যবস্থা ভাগ করে দেওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনা করা হবে। ইত্যবসরে সরকার পক্ষ অথবা আসামীপক্ষ এই ব্যাপারে নির্দেশের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করতে পারেন।

২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানী মুলতুবি আছে। ওই দিন আসামীদের আদালতে হাজির করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার চেষ্টা

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅরুণকুমার মিত্রকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত সিদ্ধার্থ সেন ওরফে নিমাই এবং পার্থ সেন ওরফে নিতাইকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আসামী দুজনকে আবার হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট দুজনকেই আরও তদন্ত সাপেক্ষে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

১৮ জানুয়ারি—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজাভাব চলছে। আজ মাঝারি ধরনের লেনদেন চলছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল ঃ—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি—বিড়লা জুট ২০।৯০; বরাকর কোল ১১।৬৯ ১১।৬০; ডানলপ ইন্ডিয়া ৩৭।০৫ ৩৭।২৫ হিন্দ মোটর ১৫।৯০ ১৬।০৫; ইনড অ্যালুঃ ৩৬।২০ ৩৬।২৫; জে কে কটন ১১।৪০ ১১।৪৫; জয়পুর উদ্যোগ ৯।৪০ ৯।২৫; ন্যাশনাল রবার ৮।৯৪ ৯।০৬; কেশোরাম ইনড ১৫। ১৬।১০; রোটাস ইনড ৬।৭৫; টেক্সম্যাকো ১০।৮৫ ১০।৯৫; ইন্ডিয়া কেবল ১৩।৮৪ ১৩।৯০; ইনড কপার ৩।৯৫ ৪।০২; ইন্ডিয়ান আয়রণ ১৩।২০ ১৩।২৫; গেস্ট কিন ৩০।২০ ৩০।৬০।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ১৮ জানুয়ারি—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

চট ও থলের বাজার নিষ্ক্রিয়

১৮ জানুয়ারি—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজার মন্দা ও নিষ্ক্রিয় ছিল। উল্লেখযোগ্য লেনদেন হয়নি। বিদেশী ক্রেতারা বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। নিচে দর দেওয়া গেল ঃ—

	জানুঃ	জুঃ-মাঃ	এঃ-জুঃ
৪০—৭½	৬৭।২৫	৬৭।২৫	৬৬।৭৫
৪০—১০	৮৭	৮৮	৮৮
বি টুইল	২৭৮।৫০	২৮০	২৭৪

টালিগঞ্জে শোকমিছিল আক্রান্ত, ৫ জন আহত

স্টাফ রিপোর্টার

সোমবার রাতে টালিগঞ্জে চারু মারকেটের কাছে একটি শোকমিছিল আক্রান্ত হয়। ৫ জন আহত হয়েছেন। তিনজনের অবস্থা গুরুতর। ওই রুটে ট্রাম চলাচলও আধঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে নানা সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলোনীতে রবিবার নিহত সি পি এম কর্মী মাড শালের মৃতদেহ নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় একটি শোক মিছিল বের হয়। রাত সওয়া আটটা নাগাদ মিছিলটি চারু মারকেটের কাছে এলে সংঘর্ষ বাধে।

বারো জুলাই কমিটির নেতা শ্রী কে জি বসু অভিযোগ করেন, ওই এলাকার রাস্তার আলো আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মিছিল আসতেই তার উপর বোমা পড়তে শুরু করে। এটা নকশালপন্থীদের কাজ বলেই তাঁদের সন্দেহ। অন্ধকারের মধ্যে অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে মিছিল কিছুক্ষণের জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাঁদের আশংকা হয় মিছিলের কয়েকজনকে গুম করা হয়েছে। ওই এলাকায় ব্যাপক তল্লাসী চালানোর জন্য তিনি ... অনুরোধ জানান। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তিনি 'এই পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করছেন।'

নিহত শ্রীশালি বিজি প্রেসের কর্মী এবং সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটির নেতা ছিলেন বলেও শ্রীবসু জানান।

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

মাঘোৎসবের উদ্বোধন—২১১ বিধান সরণিস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে মাঘোৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে ৫৷৷টার কীর্তন ও ৬টায় উপাসনা, আচার্য অধ্যক্ষ অমিয়কুমার সেন। **ওস্তাদ বাহাদুর খানের জন্মোৎসব**—৫টায় ১২।২।১ পাম এভিনিউতে অনুষ্ঠান। **মঞ্চশিখা**—৫৷৷টায় রঙ্গমহল মঞ্চে 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটক। **সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি**—(২৩।১ বালীগঞ্জ স্টেসন রোড) সকাল ১১টায় প্রার্থনা সভা, ২টায় মহিলা সমিতির প্রতিনিধি সম্মেলন, ৪টায় সরোজনলিনী বক্তৃতা। **বিবেকানন্দ সোসাইটি**—(১৫১ বিবেকানন্দ রোড) ৬৷৷টায় স্বামী জীবানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা। **ডি এস ও**—৩টায় ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশ। **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**—৩টায় আশুতোষ হলে শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর 'বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রে শ্রীরাধা' সম্পর্কে বক্তৃতা। **বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালা**—৯৷৷টায় ১৯এ গুরুসদয় রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শন। **দক্ষিণ কলকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি**—৬টায় ১১২ কালীঘাট রোডে জরুরী সভা।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ফেবরুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন

স্টাফ রিপোরটার

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার জন্য মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন বর্মা ফেবরুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন।

শ্রীসেন বর্মা কলকাতায় অবস্থানকালে রাজ্যের ৩১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসবেন।

এ ছাড়া রাজ্যে যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে জন্য তিনি ভোটদাতা ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি আবেদন প্রচার করবেন।

রাজ্যের নির্বাচনী অফিসার শ্রীরাঘবন বুধবার মহাকরণে সব রাজনৈতিক দলের বৈঠক ডেকেছেন। এই বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হ[illegible] বুধবারের বৈঠকে দলের আদ[illegible] মতবিরোধ না দেখা দে[illegible] তিনি প্রতিটি দলকে [illegible]ছেন।

বাঙ্গালোরের নূতন মেয়র

বাঙ্গালোর ১৮ জানুয়ারি—নব কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী জে লিঙ্গায়া আজ বাঙ্গালোর সিটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের [illegible]য়র নির্বাচিত হয়েছেন —পি টি আই

মাত্র ৯৭৲ টাকায়
Tenor
রেডিও

৬ ভাল্ব ৪ ব্যাণ্ড
নগদ মূল্য ৩৯০ + ট্যাকস
নগদ ও সহজ কিস্তিতে
Ashoka
হেড অফিস ও সেলস্ঃ
৬৮ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিঃ-১
ফোন ৩৪৩৮৪৪
সেলস্ঃ
১৭৩/৩, বিধান সরনী, কলিঃ-৬
১১, জগন্নাথ তেওয়াড়ি রোড,
দমদম ক্যান্টনমেন্ট কলিঃ-২৮

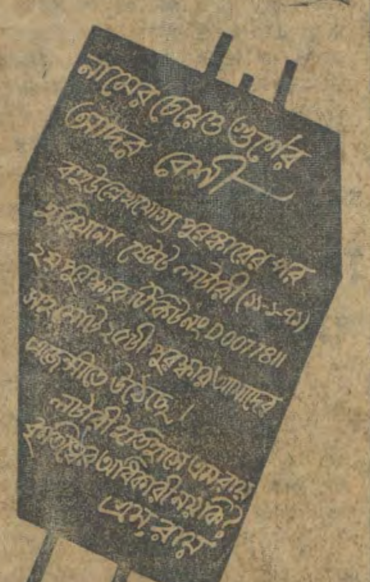

এম. রায়
অল ইণ্ডিয়া লটারী ডিস্ট্রিবিউটার্স
১/১ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

কবে কোন্ দলের প্রার্থী তালিকা বেরোবে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের আদি কংগ্রেস আজ, মঙ্গলবার আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবেন।

এদিন নির্বাচনী কমিটির বৈঠকের পর প্রার্থী তালিকার প্রথম কিস্তি কেন্দ্রীয় পারলামেনটারি বোরডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবেন।

নব কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস এবং সমাজবাদী সংহতি কমিটির প্রার্থী তালিকা ২০ জানুয়ারি প্রকাশ করার কথা।

সি পি এম-এর নেতৃত্বে গঠিত ইউ এল এফ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবেন ২৩ জানুয়ারি। আট পারটি জোটের তালিকাও এই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হতে পারে।

সি পি এম-এর নেতৃত্বে ইউ এল এফ-এর প্রার্থী মনোনয়ন ২২ জানুয়ারির আগেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে ফ্রনটের একজন মুখপাত্র সোমবার জানান। ছয় দলের ওই ফ্রনটের সি পি এম ছাড়া অন্য কোন শরিকের লোকসভায় প্রার্থী থাকছে না।

ইতিমধ্যে সৈয়দ বদরুদ্দোজার সঙ্গে ইউ এল এফ-এর এক দফা কথা হয়ে গিয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে আসন বণ্টনের প্রশ্ন মীমাংসা হতে পারে।

ইউ এল এফ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘের বিরুদ্ধে বিধানসভার চারটি এবং লোকসভার একটি আসনে প্রার্থী দেবেন না।

লুপ্ত যুক্তফ্রন্টের আহ্বায়ক আর সি পি আই নেতা শ্রীসুধীনকুমার দাঁড়াচ্ছেন পালটা আর সি পি আই-এর নেতা শ্রীঅনাদি দাসের বিরুদ্ধে বিধানসভা আসনে হাওড়া মধ্য কেন্দ্রে। তাঁর দলের আর এক নেতা শ্রীবিমলানন্দ মুখারজি লড়বেন নদীয়া শান্তিপুরে শ্রীমকসেদ আলির বিরুদ্ধে।

ইউ এল এফ-এর কোন কোন শরিক আশা করছেন, আট পারটি ভেঙ্গে দু' তিনটি দল তাঁদের ফ্রনটে যোগ দেবেন।

২৪ জানুয়ারির গোরখা লীগের সিদ্ধান্ত

গোরখা লীগ আট পারটির জোটে থাকবে কি থাকবে না সে বিষয়ে তাঁরা ২৪ জানুয়ারির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এর আগে লীগ আট পারটির বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না।

লীগ আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাঁরা আসন্ন লোকসভার দারজিলিং কেন্দ্রের নির্বাচনে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুকে সমর্থন করবেন না।

গোরখা লীগ এবার দারজিলিং ছাড়াও জলপাইগুড়ির কালচিনি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার এবং ধূপগুড়ি কেন্দ্রেও প্রার্থী দিতে চান।

এস এস পি সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের এস এস পি-র একদল চাইছেন, যে করেই হোক আট পারটি জোটে থাকতেই হবে। আর একদল বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়িয়ে বসে আছেন। দলের রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান শ্রীদেবেন সরকার কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীজরজ ফারনানডেজকে সোমবার টেলিগ্রাম করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁদের যেন আট পারটিতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়।

রাজ্য এস এস পি এই ব্যাপারে ২১ জানুয়ারি তাঁদের কর্মসমিতির বৈঠকে আবার আলোচনা করবেন।

হাওড়ায় নির্বাচনী তৎপরতা

ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াতে পারেন। আটদল জোটের মধ্যে আসন-রফার ফলে এই কেন্দ্রটি ফরওয়ারড ব্লকের ভাগে পড়েছে।

এই কেন্দ্র থেকে নব-বাংলা কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হচ্ছেন অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানারজি। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের পক্ষে সি পি এম নেতা শ্রীসমর মুখারজির দাঁড়াবার সম্ভাবনা। আদি কংগ্রেস এই কেন্দ্রে জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ ব্যানারজিকে দাঁড় করাতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে নব-বাংলা কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হলেন শ্রীমুরারীমোহন মান্না। আর আদি কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন শ্রীযুগোলকিশোর মণ্ডল। এ'রা সম্পর্কে বেয়াই। সংযুক্ত ফ্রনটের পক্ষে শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (বাম কমু্য) এবং আটদল জোটের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল অথবা শ্রীশশবিন্দু বেরার নাম শোনা যাচ্ছে। গত নির্বাচনে এই দুই লোকসভা কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণকুমার চাটারজি (কং) এবং শ্রীযুগোলকিশোর মণ্ডল নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ষোল। এর মধ্যে বালি কেন্দ্রে সর্বশ্রী তারক ব্যানারজি (আঃ কং), পতিতপাবন পাঠক (বাম কমু্য) হাওড়া উত্তর—সর্বশ্রী চিত্তব্রত মজুমদার (বাম কমু্য), বিমল মুখারজি (নঃ কং); হাওড়া মধ্য—ডাঃ সত্যেন্দু কুণ্ডু (বাং কং), সুধীনকুমার অথবা বিমলানন্দ মুখারজি (উভয়েই আর সি পি), শরদিন্দুশেখর শেঠ (আঃ কং), অনাদি দাস (আর সি পি—দাস গ্রুপ); শিবপুরে—সর্বশ্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (এফ বি), হরিসাধন মিত্র (বাম কমু্য), অশোককুমার মল্লিক (নঃ কং); হাওড়া দক্ষিণ—সর্বশ্রী প্রলয় তালুকদার (বাম কমু্য), সুপ্রভাত মুখারজি (ডান কমু্য), ডাঃ বিভূতি মণ্ডল (বাং কং) অথবা অমিয় দত্ত (নঃ কং), ডাঃ সুশীলকুমার ঘোষ (আঃ কং); শ্যামপুরে—শ্রীশিশির সেন (নঃ কং); বাগনান—সর্বশ্রী নিরুপমা চাটারজি (বাম কমু্য), সুকুমার মিত্র (বাং কং); কল্যাণপুরে—ডাঃ সুনীল মিত্র (বাং কং), সর্বশ্রী শরৎ চৌধুরী (ডান কমু্য), অরবিন্দ রায় (আঃ কং) প্রসাদ চক্রবর্তী (জনসংঘ), সন্তোষ ভৌমিক (এফ বি); আমতা—সর্বশ্রী গোবিন্দ মাঝি (পি এস পি), ডাঃ তারাপদ প্রামাণিক (আঃ কং); উদয়নারায়ণপুরে— সর্বশ্রী পান্নালাল মাঝি (বাম কমু্য), মাধব বিশ্বাস (এফ বি), আবদুল করিম (নঃ কং); উলুবেড়িয়া উত্তর—সর্বশ্রী কালিপদ মণ্ডল (এফ বি), গোবিন্দ সিং (নঃ কং); উলুবেড়িয়া দক্ষিণ—শ্রীবিশ্বনাথ দাস ঘোষ (এফ বি), শ্রীঅলক সান্যাল (আঃ কং); পাঁচলা—সর্বশ্রী বিভূতি ঘোষ (এফ বি), হাজি মহীউদ্দিন; জগৎবল্লভপুরে—শ্রীগণেশ পাত্র (এফ বি) ডাঃ দুলাল দে (বাং কং), শ্রীচিত্ত খাঁড়া (আঃ কং), শ্রীতারাপদ দে (বাম কমু্য) ও সাঁকরাইলে—শ্রীদুলাল মণ্ডল (ডান কমু্য) দাঁড়াতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

এখনও এখানে কোন জোট বা দলই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন নি। এ সপ্তাহে তা প্রকাশিত হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯ তম জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে উৎসব—আজ, মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯তম জন্মতিথি। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানসূচী ঃ স্বামীজীর মন্দিরে ভোর ৫টায় মঙ্গলারতি ও ৫টা ১৫ মিনিটে বেদ পাঠ; স্বামীজীর ঘরে—সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ভজন সংগীত; স্বামীজীর মন্দিরে সকাল ৭টা বিশেষ পূজা ও চণ্ডী পাঠ; নাটমন্দিরে—সকাল ৯টা থেকে কঠোপনিষৎ পাঠ, কালীকীর্তন (দীন সংঘ, হাতীবাগান) ও বেলা ১২টায় প্রসাদ বিতরণ; মঠ প্রাঙ্গণে—বিকাল ৩৷৷টায় সাধারণ সভা। বিষয় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী। সভাপতি—স্বামী গম্ভীরানন্দ, বক্তা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার; স্বামীজীর মন্দিরে—সন্ধ্যা ৬৷৷টায় সন্ধ্যারতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ—(১০নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব এবং সন্ধ্যা ৬৷৷টায় শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্যের ভক্তি সংগীত।

শ্রীসারদা মঠ—দক্ষিণেশ্বর—স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও কঠোপনিষৎ পাঠ। বিকাল ৩টায় মহিলা সভা। বিষয় বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী। সভানেত্রী-প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা। বক্তা—প্রব্রাজিকা বরদাপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা—অমিতাপ্রাণা। বিকাল ৫৷৷টায় আরতি ও ভজনানুষ্ঠান।

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি—আজাদ হিন্দ বাগে সারাদিনব্যাপী উৎসব, সকাল ৭টায় প্রভাত ফেরী ও ৮টা স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান। সকাল ৯টা থেকে ধর্মগ্রন্থ ও স্বামীজীর বাণী পাঠ এবং ভক্তি-সংগীত। বিকাল ৪৷৷টায় সাধারণ সভা। সভাপতি—বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। এছাড়া সন্ধ্যায় আজাদ হিন্দ বাগে আলোকসজ্জা ও প্রদীপ প্রজ্বালন।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া ঃ সকাল ৮টায় অনুষ্ঠান। সভাপতি—স্বামী চেতনানন্দ মহারাজ। **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, কালীঘাট ঃ** পূজা, পাঠ হোম ও বাণী আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। **পাঁচালী ভারতী ঃ** সকাল সাড়ে ৯টায় আজাদ হিন্দ বাগে 'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মলীলা পাঁচালী গান। **বউবাজার মিলনচক্র ঃ** সকাল সাড়ে ৮টায় আজাদ হিন্দ বাগে 'মাতৃনাম কীর্তন।' **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ** (১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট) সকালে পূজা ও সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সভা। **রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি ঃ** সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ জন্মোৎসব পালন।

জনসংঘ পঃ বঙ্গে ছটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের জনসংঘ সোমবার কলকাতায় তাঁদের পারলামেনটারি বোরডের বৈঠকে ছয়টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিন তাঁরা বিধানসভার ৩৫টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেন। বিধান সভায় আরও দু তিনটি আসনে প্রার্থী দেওয়া হতে পারে।

লোকসভার যে ছয়টি আসনে জনসংঘের প্রার্থী থাকছে সেগুলি হল ঃ কলকাতার উত্তর-পশ্চিম, মুরশিদাবাদ, বহরমপুর, জঙ্গীপুর, বসিরহাট এবং বারাকপুর।

জীপের দাম তিন গুণ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—দেশের বিভিন্ন স্থানে লোকসভার নির্বাচন অভিযান আরম্ভ হবার পর রাজধানীতে সামরিক ও অসামরিক জীপের দাম তিন গুণ বেড়ে গেছে।

নির্বাচন ঘোষণার পূর্বে সামরিক বাহিনীর পুরোণ একখানি জীপ মেরামতের পর চার পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হত। সেই জীপ এখন ১২০০০ টাকা কি তার চেয়েও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

—পি টি আই

দুর্গাপুরে স্টীল মেলটিং শপে কর্মবিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর, ১৮ জানুয়ারি—স্টিল মেলটিংশপ ব্লুমিং অ্যানড বিলেট মিলের ক্রেন ড্রাইভারদের কর্মবিরতির ফলে সোমবার ইসপাত পিণ্ড উৎপাদন কার্যত বন্ধ থাকে।

আই এন টি ইউ সি নেতা শ্রীআনন্দগোপাল মুখারজি বলেন, সম্প্রতি দুর্গাপুরে ইসপাত কর্তৃপক্ষ এবং সিটু পরিচালিত অনুমোদিত কর্মী ইউনিয়নের মধ্যে ইনসেনটিভ বোনাস চালু সম্পর্কে যে চুক্তি হয়, তাতে তাঁদের সঙ্গে কোন চুটি হয়নি। তাঁরা যোগ্যতা বাধ্য বিরোধী।

আপত্তি সত্ত্বেও সোমবার থেকে ইনটারভিউ শুরু করায় ওয়ারকারস ইউনিয়ন সংগ্রামে পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পরলোকে শ্রীনাথ পাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন এবং হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ জি আর কুলকারনিকেও ডেকে পাঠান। কিন্তু তবু কোন ফল হয়নি।

রবিবার সন্ধ্যাতেও শ্রীপাই এখানে এক জনসভায় এক ঘণ্টা ধরে ভাষণ দেন। শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্যের শোকবার্তা

শ্রীপাইয়ের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ নয়াদিল্লিতে এক শোকবার্তায় বলেছেন যে, শ্রীপাই ছিলেন তাঁর "সুহৃদ" ও "কুশলী পারলামেনটারিয়ান।" তাঁর অকাল-মৃত্যুতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হল।

বোমবাইয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও শ্রীপাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—শ্রীপাই ছিলেন সামাজিক ন্যায় বিচারের এক সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা।

পুণায় পি এস পি-র চেয়ারম্যান শ্রী এন জি গোরে এক শোকবার্তায় শ্রীপাইয়ের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করে বলেন, তাঁর মৃত্যুতে দলের যথেষ্ট ক্ষতি হল, দেশ হারাল এক সুসন্তানকে।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, শ্রীনাথ পাই অকালে পরলোকগমন করেছেন। তিনি শ্রীপাই-এর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরির এক স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সন্তান, শ্রীনাথ পাই ১৯২২ সালে বেলগাঁও-এর ভেঙ্গুরলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শ্রীঅনন্ত পাই। তিনি ভেঙ্গুরলা এবং পুণায় পড়াশুনা শেষ করে ১৯৪৭ সালে লনডন যান। সেখানে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

চল্লিশ দশকের গোড়ায় তিনি রাষ্ট্র সেবা দল এবং কংগ্রেস সোসালিসট পারটিতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে শ্রীপাই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তাঁর ১১ মাস জেল হয়।

শ্রীপাই ১৯৪৬ সালে প্রথম গোয়া-মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি লনডনে ইনডিয়ান সোসালিসট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে তিনি লনডন মজলিস-এর প্রেসিডেনট হন। শ্রীনাথ পাই ১৯৫৪ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছ বছর ওই পদে ছিলেন এবং এই সংস্থার পক্ষে তিনি বহু দেশ সফর করেন।

তিনি গোয়া বিমোচন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় গোয়া মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের একজন গোঁড়া সমর্থক।

১৯৫৭ সাল থেকে শ্রীনাথ পাই লোকসভার সদস্য। ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের যে ধর্মঘট হয়, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীনাথ পাই। ১৯৫৭ সালে তিনি পি এস পি-র জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে যোগ দেন।

১৯৫৯ সালে শ্রীনাথ পাই শ্রীমতী ক্রিসটালের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীমতী ক্রিসটাল ভিয়েনার মেয়ে। ভারতে ফিরে তাঁরা হিন্দুপ্রথা অনুসারে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। পাই দম্পতির দুটি ছেলে। দ্বিতীয় ছেলেটির বয়স প্রায় ৪ বছর।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

মুরারী স্মৃতি সঙ্গীত সম্মিলনী

মুরারী স্মৃতি সঙ্গীত সম্মিলনীর অষ্টবিংশ নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ২৩ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে। চলবে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। সম্মিলনীর দফতর ৯সি দ্বারকানাথ ঘোষ লেন, কলকাতা-২৭।

হিন্দুস্থান জেনারেল ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড
সেবা এবং নিরাপত্তার জন্য
সভাপতি :
শ্রী পি, এন, তালুকদার, এম. এ. (ক্যান্টাব)
শাখা—ভারতের সর্বত্র
রেজিষ্টার্ড ও হেড অফিস
"এভারেষ্ট হাউস"
৪৬সি চৌরঙ্গী, কলিকাতা-১৬
টেলিফোন : ৪৪-২৬৫১ (৫টি লাইন)
ম্যানেজার
শ্রী এস, কে, সেন
অগ্নি • নৌ • মোটর • বিভিন্ন রকমের দুর্ঘটনা

ফ্লোরিডার সমুদ্র সৈকতে ওদের পায়ে কী?

বাটা-ইণ্ডিয়ার তৈরি রকমারি জুতো

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের কাছে বাটা-ইণ্ডিয়ার তৈরি ক্যানভাসের জুতোর খুব কদর। ১৯৬৯ সালে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই বাটা-ইণ্ডিয়া প্রায় ১০ লক্ষ জোড়া ক্যানভাসের জুতো রপ্তানি করেছে। এছাড়া আরও ২০ লক্ষ জোড়া বিভিন্ন ধরনের স্যাণ্ডেল তো আছেই। ভাবতেও ভালো লাগে, এর ওপরে যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো ৪০ লক্ষ জোড়া জুতোর হিসেবটাও রয়েছে। এইসব জায়গা হ'ল "দুর্লভ" বৈদেশিক মুদ্রার, কাজেই এই রপ্তানির ফলে ভারতের হাতে এসেছে ৪কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা।

একেবারে শুরু থেকেই বাটা-ইণ্ডিয়া রপ্তানিমুখী মন নিয়ে কাজ করে চলেছে। যার জন্যে তাদের সব সময় বিদেশী সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়েছে, জুতোর জগতে হাল-ফ্যাশানের ডিজাইনের খবরাখবর রাখতে হয়েছে। ক্রেতাদের মর্জিমাফিক চাহিদা মেটানোও সম্ভব হয়েছে এসব কারণেই।

এসবের ফল সব দিক থেকেই শুভ হয়েছে। প্রথমত, গত ১৫ বছরে বিদেশী মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫৫০ ভাগ। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ভারতে তৈরি জুতো আর তার ফ্যাশানের কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবং তৃতীয়ত, বাটা-ইণ্ডিয়ার এই রপ্তানি-প্রচেষ্টার ফলে এদেশে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ ঘটেছে।

Bata
export 1971 india
সারা বিশ্বে জুতোর যোগানদার—বাটা-ইণ্ডিয়া

বন্দে মাতরম্
আনন্দ বাজার পত্রিকা
মঙ্গলবার, ৫ মাঘ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জল-ভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো, রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। —রবীন্দ্রনাথ

স্বামীজীর আহ্বান

যে অমিততেজা মহাপুরুষের আবির্ভাবে ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে, যাঁহার প্রজ্ঞালোক আজিও দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দিতে সমর্থ, যিনি ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমার নবভাষ্যকার, পৌরুষের সেই দৃপ্ত বিগ্রহ, মহাশক্তির আধার স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথিতে সমগ্র জাতির সঙ্গে হিমাদ্রিসদৃশ সমুন্নত তাঁহার জীবন-মাহাত্ম্য স্মরণ করিব ও তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিবিনম্র প্রণাম নিবেদন করিব।

স্মরণের সঙ্গে সকলকে একথা ভাবিয়াও দেখিতে হইবে লোকোত্তর প্রতিভাধর এই মানুষটিকে স্মরণ করিবার যোগ্যতা, অধিকার ও ইচ্ছা জাতিগতভাবে আমরা দ্রুত হারাইয়া ফেলিতেছি কি না। কারণ, তিনি চাহিয়াছিলেন ভারত 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা' পরিহার করিয়া আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক। আত্মনির্ভর হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। আত্ম-মর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া ভিখারী হইবার আগে নিজের যাহা কিছু সম্বল আছে, তাহার সহায়তায় নিজেকে বাঁচাইয়া রাখুক। 'হে ভারত ভুলিও না' বলিয়া তিনি উদাত্তকণ্ঠে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইবার আহ্বান জানাইলেও ভারত আজ তাঁহার সে দীক্ষামন্ত্র ভুলিতে বসিয়াছে। শুধু ঐহিক ব্যাপারে নহে, অনন্ত ভাব-সম্পদের অধিকারী হইয়া সে ভাবের ক্ষেত্রেও দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে। ঘরে সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাজি ধুলায় লুটাইতেছে। সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই পরদত্ত রঙিন কাচখণ্ডগুলি হাতে লইয়া বিকৃত উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে মত্ততা এমনই যে, পরানুসরণের এই মৃগ-তৃষ্ণিকা দেশকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে কি না, একটু থামিয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবারও যেন তাহার অবসর নাই। কিন্তু এই মত্ততার মধ্যেও একথা বলা প্রয়োজন যে, জাতিকে বাঁচিতে হইলে বিবেকানন্দকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেই হইবে। শিকাগো ধর্ম মহা-সভাতে তাঁহার অভিভাবী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ বাগ্মিতা ও সুদুর্লভ জ্ঞানজ্যোতি শুধু পরশাসনে অবনত ভারতের মস্তক সমুন্নত কিংবা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পন্ন করে নাই, অদ্বৈত-বাদের সমুদার ভিত্তির উপরে সর্বধর্ম-মিলনের সূত্র রচনা করিয়াছে, সকল ধর্মের উপরে বিজ্ঞানের উদ্ধত আঘাত বলিষ্ঠ যুক্তিবাদের দ্বারা প্রতিহত করিয়াছে, বিশ্ব-কল্যাণের পথনির্দেশ করিয়াছে। কলিকাতার সিমলা-পল্লীর নরেন্দ্রনাথ যেমন ভারতের বিবেকানন্দ হইয়াছেন—এই ধর্মমহাসভার অন্তে ভারতের বিবেকানন্দ তেমনই হইয়াছেন বিশ্ব-বন্দ্য বিবেকানন্দ।

জগদ্বরেণ্য বিবেকানন্দের বিশ্ব-মানবের কল্যাণ চিন্তনীয় হইলেও ভারতই ছিল তাঁহার সবিশেষ ধ্যান জ্ঞান ও ভাবনার বিষয়। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির ইহাই তাৎপর্য। ভারতের চিন্তা অর্থে শুধু ভারতের আধ্যাত্মিক সমুন্নতির চিন্তাই তিনি করেন নাই, ভারতের সর্বাত্মক অভ্যুদয়ই ছিল তাঁহার ধ্যানের বিষয়। এক দিকে সম্প্রদায় ও শ্রেণী-নির্বিশেষে নীচ, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, ছোট বড় সকল ভারতবাসীকেই তিনি যেমন তাঁহার ভাই, তাঁহার রক্ত, তাঁহার প্রাণ বলিয়া মনে করিতেন, তেমনই ভারতের সমাজ ভারতের মৃত্তিকা ছিল তাঁহার নিকট স্বর্গ, ভারতের দেব দেবী তাঁহার ঈশ্বর, ভারতের কল্যাণ তাঁহার কল্যাণ। ভারতের সর্বৈশ্বর্যময়ী মূর্তি গঠন করার জন্য, তাহার সর্বাত্মক সমুন্নতি সাধনের জন্য তিনি নিজেকে যেমন নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন, ভারত-সন্তানমাত্রকেই মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া, দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করিয়া, অকুতোভয়ে দেশজননীর সেবায় ব্রতী হইবার তেমনই আহ্বান জানাইয়াছেন।

ভারতের শিক্ষা রাজনীতি অর্থ-নীতি, সমাজবিদ্যা, এক কথায় ভারতীয় সমস্যার এমন কোন দিক নাই, যে-সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তা এবং সেগুলি সমাধানের কার্যকর উপায়-নির্দেশ না করিয়াছেন। আজ তাঁহার শুভ জন্মতিথিতে ভবিষ্যৎ ভারতের যাঁহারা সংগঠক, সেই তরুণ সমাজের কাছে আমাদের নিবেদন তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের আলোকে তাঁহার চিন্তারাশির পর্যা-লোচনা করুন, তাঁহার উপদিষ্ট পথে জননী জন্মভূমির সেবায় ব্রতী হউন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, দেশের প্রকৃত কল্যাণের ইহাই পথ। ভারতীয় যুবকগণের কল্যাণশক্তির ও কর্ম-ক্ষমতার উপরে তাঁহার অবিচল বিশ্বাস ছিল। ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিয়া দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিয়াছিলেন—'আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষত আমার দেশের যুবক দলের উপর।' তাঁহার এই বিশ্বাস ভারতীয় তরুণ সমাজের কল্যাণকর্ম ও দেশসেবার মধ্য দিয়া সার্থক হইয়া উঠুক। স্বামীজীর আহ্বান সার্থক হউক। স্বামীজীর জীবনালোকে জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসুক, স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

ব্যর্থতার মূল

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে তাঁহারা নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রসার ঘটা সত্ত্বেও এ দেশে প্রয়োগ-বিদ্যার তেমন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ না হইলে বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রগতি সম্ভব নয়, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করিয়া তোলা যায় না। ক্যাপিটালিস্ট হউক আর সোস্যালিস্ট হউক বিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়া কোনও দেশই বৈষয়িক উন্নতি করিতে পারে না, সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাও গড়িয়া তুলিতে পারে না। তবে সে বিজ্ঞান মুখ্যত ফলিত বিজ্ঞান, কেবল তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নয়। অবশ্য তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই ফলিত বিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলকে কাজে লাগান প্রয়োগবিদ্যায় নিপুণ বিজ্ঞানী। কিন্তু সে গবেষণা অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ্যা হইয়া দাঁড়ায় যদি তাহাকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ না করা যায়। গবেষণার ফল তাই ল্যাবোরেটারিতে বন্দী করিয়া রাখার বস্তু নয়। তাহার সার্থকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাকে কাজে লাগাইয়া মানুষের জীবনযাত্রা পূর্ণতর করিয়া তোলার চেষ্টায়।

সে চেষ্টা এ দেশে তেমন ব্যাপক-ভাবে কেন হইতেছে না বিজ্ঞানীদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও? অন্য দেশে যদি এ দেশের মতো এত কৃতী বিজ্ঞানী থাকিতেন তাহা হইলে সে সব দেশে প্রয়োগবিদ্যা কখনই পিছাইয়া পড়িয়া থাকিত না, তাহার অসামান্য উন্নতি ঘটিত। ভিন্ন দেশে যাহা ঘটিতে পারে, যাহা সাধারণ নিয়ম বলিয়া গণ্য ভারতবর্ষে কেন তাহা ব্যতিক্রম? তা ছাড়া ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পিছাইয়া পড়িলে বিজ্ঞান-সাধনায়ও তো আমরা পিছু হটিতে থাকিব। আমাদের গবেষকদের বিজ্ঞান-তপস্যা তখন বিঘ্নিত হইবে গবেষণার উপকরণের অভাবে, মেধার অভাবে নয়। সে উপকরণ অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্র—সাধারণ যন্ত্র বাজারে যাহার দর্শন দর্শনী দিলেই মেলে সে যন্ত্র নয়। গবেষণার উপজীব্য যন্ত্র সূক্ষ্ম ও জটিল তো বটেই, তাহাদের তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। কারিগরী বিদ্যায় কুশলতা লাভ করিতে না পারিলে ওই সব বিশেষ ধরনের যন্ত্র ছক আঁকিয়া দিলেও তৈয়ারি করিতে পারা যায় না। বিদেশে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় নিজেরাই সে সব যন্ত্র উদ্ভাবন তো বটেই, নির্মাণও করেন।

আর এ দেশে? ব্যবহারিক বিজ্ঞান অবজ্ঞাত ও নিন্দিত। কাজেই যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আমরা পর-নির্ভর, এমন কী গবেষণা সংক্রান্ত যন্ত্রের বেলায়ও। ভারতীয় বিজ্ঞানের এই সমস্যার উল্লেখ করিয়া ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যতদিন না এ দেশ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম, জটিল ও মূল্যবান যন্ত্র তৈয়ারি করিবে ততদিন বিজ্ঞানে প্রথম সারিতে স্থান পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারিগরী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইতে পারিলে বিজ্ঞান-সাধনার পথে আমরা চিরদিনই খোঁড়াইয়া চলিব, দৌড়াইবার সাধ্য আমাদের হইবে না। কথাটা অপ্রিয় হইলেও সত্য। কিন্তু প্রয়োগ-বিদ্যাচর্চার যে অন্তরায় এ দেশে আছে সেটা দূর না হইলে অরণ্যে রোদনই সার হইবে, ব্যবহারিক বিদ্যার উপর আমাদের যে অপ্রীতি আছে সেটা রহিয়াই যাইবে। প্রয়োগবিদ্যায় আমরা যে অনগ্রসর সেটা কিছু নূতন আবিষ্কার নয়। আমাদের—বিশেষ করিয়া বাঙালীদের এ ত্রুটি অনেকের নজরেই পড়িয়াছে, তিক্ত সমালোচনাও এ লইয়া অনেক হইয়াছে। তবুও অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। কিন্তু কেন এ রোগ আমাদের সারিতেছে না?

রোগটা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজও হাতে-কলমে কাজ করিতে নারাজ। শুধু তাই নয়, যাহারা সে কাজ করে তাহাদের মিস্ত্রী বলিয়া তাচ্ছিল্য করে। ইংরাজীতে যাহাকে হোয়াইট কলার জব বলে আমরা তাহারই একনিষ্ঠ ভক্ত। আমাদের কাছে তাহারই সমাদর। সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর নয়, কাজের সম্ভ্রমের উপর। যে কেদারায় বসিয়া কলম পেষে তাহার আদর যত বেশী তত যে হাতুড়ি পেটে কিংবা ছোটখাটো দোকান চালায়, ব্যবসা করে তাহার নয় যদিও হাতুড়ি পিটাইয়া কিংবা দোকান আর ব্যবসা চালাইয়া অনেক বেশী উপার্জন করা যায়। এ মর্যাদা সামাজিক ব্যবহার ও আচরণে পরিস্ফুট, এমন কী বিবাহে পাত্র-নির্বাচনেও। কারিগরী বিদ্যায় কুশলতা লাভ করিলে অর্থ জুটিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী জোটে না। কাজেই বিজ্ঞানী এ দেশে বিজ্ঞানচর্চার এমন শাখা বাছিয়া লন যেখানে হাতের কাজে কিছু করার দরকার হয় না, মাথা খাটাইলেই চলে। যতদিন না আমাদের এই বিচিত্র মধ্যযুগীয় মনোভাব দূর হইতেছে ততদিন শ্রমের মর্যাদা আমাদের কাছে নীতিশাস্ত্রেই লেখা থাকিবে, আমাদের আচারে ফুটিয়া উঠিবে না, আর প্রয়োগবিদ্যায় নৈপুণ্যলাভও আমাদের সাধ্যের বাহিরেই থাকিয়া যাইবে।

মায়ের কাজ

এই যে হিংসা আর অশান্তির শিখা রাবণের চিতার মতো জ্বলিয়াই চলিয়াছে, তাহার নির্বাণ কিসে, নির্বাপণ করবে—কেহ জানে না। নির্বাচনী ভোজবাজিতে সব স্থির আর ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, এ-কথা যাঁহারা বলেন বা বিশ্বাস করেন তাঁহারা রাজনীতি-সর্বস্ব। মূর্খের স্বর্গ হইতে খসিয়া পড়িতে তাঁহাদের বিলম্ব নাই। গত কয়েক বৎসরের ঘটনা শালীনতা এবং আচরণবিধিকে এমনভাবে ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়াছে যে, চট করিয়া সব-কিছু আবার জুড়িয়া গিয়া আস্ত হইবার আশা অল্প। জনমত-মন্থনে ক্ষমতার সুধা যাহাদের মিলিবে না, তাহারাই অসুর হইয়া উঠিতে চাহিবে। যে যেখানে পারে, সুস্থতার টুঁটি টিপিয়া ধরিবে। প্রতি-দিনের রাজনৈতিক রোজনামচা তাহারই চিহ্নে চিহ্নে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে রাজনীতিজীবীরাই কথা বলার একচেটিয়া অধিকার গ্রাস করিয়া বসিতে পারেন নাই। গ্রহণ-বলয়ের বাহিরে এখনও একটু স্নিগ্ধ দীপ্তি বাকী আছে। সেখানে আছেন সমাজসেবী, আছেন মনীষিকুল, গঠন-মূলক কর্মব্রতী—যাঁহারা স্বচ্ছ চিন্তা, কল্যাণ এবং বিবেক একেবারে বিকাইয়া দেন নাই। কেহ খুঁজিতেছেন প্রধূমিত অনলের মূল কোথায়। ঐতিহাসিক, আর্থনীতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেহ-বা কর্ম-কাণ্ডে সমাধান আর প্রতিকার আছে কি না ভাবিতেছেন।

একটি নারী মঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসবে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি.বি. ঘোষের ভাষণ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন নারী জাতির দায়িত্বের কথা; অর্থাৎ একেবারে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করিয়াছেন। প্রতি পরিবারে জননী, কন্যা, বধূরাই স্নেহ আর মমতার বন্ধন। একেবারে গোড়ায় তাঁহারাই আপনজনকে বাঁধিয়া রাখেন। সেই বাঁধন আলগা হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই কি বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তাহার প্রতিফলন দেখা দিয়াছে? ঘরের শ্যামলিমা নাই বলিয়াই টান-ছুট মন বাহিরের দিকেও শুষ্ক আক্রোশে ছুটিয়া যায়? সেখানেও প্রত্যক্ষ করে একই রুক্ষতা এবং কল্পনা করে রাস্তা রুদ্ধ? শুধু হতাশা নহে, ভাঙনের নেশার মধ্যে অন্য মনস্তত্ত্বও নিহিত আছে—স্নেহহীন, যত্নহীন গৃহের পরিবেশে যে মনস্তত্ত্বের জন্ম।

ব্যাপারটা এক দিনে ঘটে নাই, বছরের পর বছর জুড়িয়া বড়রাই অহেতুক এক প্রতিশোধস্পৃহা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ছোটদের মনেও। নিজের যোগ্যতা আর প্রাপ্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণার সঙ্গে মিশিয়াছে অলীক স্বর্গরাজ্যের কল্পনা। ইহার চেয়ে সবই ভালো নিরন্তর এই প্রচারে প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে ঢালাও ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতা প্রশ্রয় পাইয়াছে। তুচ্ছ ঈর্ষা আর উচ্চাশা পরিবেশকে তো দূষিত করিয়াছেই, তাহাতে তপ্ত হাওয়া লাগাইয়াছে সমালোচনার নিরঙ্কুশ অধিকার। কেননা কথার উপর কোনও ট্যাক্সো নাই বা ছিল না। সব অধিকারের সব হিসাব সকলে লইয়াছেন, কেবল কতটুকু অধিকার অর্জন করিতে হইলে কতটুকু কাজও করা চাই, এই হিসাবটা আমরা লই নাই। আলস্যের আর কর্মবিমুখতার একমাত্র চরিতার্থতা বড় বড় বুলিতে আর রসনায় লালায়িত বিষে।

একালের অনেক পরিবারে একালে দাম্পত্য-সম্পর্কের তিক্ততা শিশু-দের চিত্তও তিক্ত করিয়া দেয়। কোনও প্রকার শ্রদ্ধা, প্রীতি বা মূল্যবোধ লইয়া তাহারা বাড়িয়া ওঠে না। ফলে পরিবারের প্রতিফলন দেখে অন্যত্র—সর্বত্র। আবার প্রতিদিন বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রত্যেকে গালগল্প প্রসঙ্গে এত-কাল অপরকে বলিয়াছেন "চোর"। যিনি ব্যক্তিগত জীবনে এমন-কিছু সাধু নন কিংবা ফাঁকিবাজ, তিনিও বলিয়াছেন। "চোর" শব্দটিও উচ্চারিত হইয়াছে অশ্রদ্ধার সঙ্গে, কতকটা ইংরাজী SORE-এর ধরনে। এবং শিশুরা সব শুনিয়াছে। তাহাদের এক সর্বময় অশ্রদ্ধার উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছি আমরাই। পারিবারিক টান ভালবাসা তো বটেই, সামাজিক দায়দায়িত্ব—এমন-কী রাষ্ট্রিক আনুগত্য-বোধও ফলে উবিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে আসিয়াছে উন্মাদনা।

বয়স্ক ফিকে-লালিমা পুঙ্গবেরা আজ সেই উন্মাদনার রূপ দেখিয়া বিচলিত। অনেকের রুজিরোজগার বন্ধ, অতএব আতঙ্কিত। ঘূর্ণিঝড়ের সর্বনাশা ফসল উঠিয়াছে। এক দিনে চৌদ্দটি প্রাণ বলি—দিনগুলির এক-একটি যেন নৃমুণ্ডমালিনী। কোনও রাজনীতি, কোন আদর্শবাদের দোহাই দিয়া ইহার সাফাই নাই।

হয়তো নানা পথে ইহার প্রতিকার সম্ভব, কেননা কাজ সকলের। তবু সংগতভাবেই একটি অন্তিম, আর্ত আপীল মাতৃজাতির প্রতি—ঘরের দরবারে। যেখান হইতে ভাঙন ধরিয়াছে, সেখানেই জোড়া দিতে হইবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে মমত্ব, সতর্ক দৃষ্টি, স্নেহ। ভালবাসা দিলেই তবে ভালবাসা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে। এ-কাজ প্রথমত মায়েদের। মায়ের ভালবাসা আর মাকে ভালবাসা দুইটাই ফিরাইয়া আনা চাই। যদি আসে, তবে জননী আবার জন্মভূমিশ্চ হইবে, মাকে ভালবাসা মাতৃভূমিকে ভালবাসায় রূপান্তরিত হইতে আর কতক্ষণ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

আগেকার নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক পঁচিশ মাসের মাথায় আবার নির্বাচন হচ্ছে—দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী নির্বাচন। প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনের—১৯৬৯ সালের ৯ ফেবরুয়ারি—পর ফলাফল দেখে মোটামুটি সবাই নিশ্চিত হয়েছিলেন অন্তত ১৯৭২ সালের আগে কোন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন নেই।

যুক্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে না গেলে আসন্ন নির্বাচনের প্রয়োজন হয়ত হত না। পশ্চিমবঙ্গে এর পর রাষ্ট্রপতির শাসনও প্রায় এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। এবারের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের গুরুত্ব আগের তুলনায় বেড়েছে বই কমেনি।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, তৃতীয় (১৯৬২) সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছে কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস বিরোধীদের মধ্যে। চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির অধিকাংশ দুটি ফ্রনটে ভাগ হয়। প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোট ভাগাভাগি হয় মূলত কংগ্রেস এবং যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে।

তবে গত তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেস বা কংগ্রেস বিরোধীদের ভূমিকা ছাড়াও মুসলমানদের একটা ভূমিকা ছিল। শিল্পাঞ্চল, কৃষক অঞ্চল, মধ্যবিত্ত অঞ্চলে নির্বাচনী ফলাফলের অনেক বদল হয়েছে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ২৫২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৫৭টি আসন লাভ করে। ওই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল শতকরা ৫৫·৩ ভাগ। কংগ্রেস পায় মোট ৪৪,৮৮,৫১৫ ভোট অর্থাৎ ৪৭·৪ ভাগ। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের আগের তুলনায় প্রধানতঃ চারটি জেলায় আসন বৃদ্ধি পায়—২৪ পরগণায় ২০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩, কলকাতায় ৮ থেকে ১৪, হাওড়ায় ৫ থেকে ৯ এবং মেদিনীপুরে ২২ থেকে ২৭।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ২৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয় ১২৭। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে মেদিনীপুরে আসন বাড়িয়েছিল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সে তুলনায় ২৫টি কমে দাঁড়ায় ১২টিতে। এছাড়া আসন সংখ্যা আগের তুলনায় কমে যায় কলকাতায় ৩, ২৪ পরগণায় ১১, নদীয়ায় ৪, হুগলিতে ৩, পুরুলিয়ায় ২, জলপাইগুলিতে ১ এবং কোচবিহারে ৪টি আসন। একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুরে এবং বাঁকুড়ায় আসন সংখ্যা একই থাকে—যথাক্রমে ৬ এবং ৯।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ভোট পায় ৫১,৯৮,৭৪৩ অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪১·৩ ভাগ।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস ২৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে ৫৫টি আসনে। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে একমাত্র কোচ-বিহার, জলপাইগুড়ি এবং নদীয়ায় ১টি করে আসন বেশি পায়। এ-ছাড়া প্রতিটি জেলায় আসন সংখ্যা কমে যায়। সবচেয়ে বেশি হ্রাস পায় বর্ধমানে— ১৪ থেকে ২। বাঁকুড়া এবং বীরভূমে কংগ্রেস একটি আসনও লাভ করতে পারে নি।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১২৭ থেকে ৫৫ হলেও মোট ভোট বা শতকরা প্রাপ্ত ভোটের হার কমে নি। আগের তুলনায় মোট ভোট বৃদ্ধি পায় ৩,৩৯,৮৭৯ অর্থাৎ ৫৫,৩৮,৬২২। শতকরা হার ৪১·৫৫।

*

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন আর চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের নানা ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছিল। যেমন, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সি পি আই-এর নেতৃত্বে গঠিত ছয় বাম জোট—সি পি আই, ফঃ বঃ, ফঃ বঃ (মাঃ), আর এস পি, আর সি পি আই এবং বলশেভিক পারটি। এর পর সি পি আই ১৯৬৪ সালে ভেঙ্গে আর একটি দল সি পি এম হয়। প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী অজয়কুমার মুখারজির নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে গঠিত হয় বাংলা কংগ্রেস দল।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে সি পি আই ১৪৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয় ৫০টি আসনে। অর্থাৎ আগের তুলনায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪টি। মোট ভোট পায় ২৩,৭৯,৯৫৩। শতকরা হার ২৪·৯৪ ভাগ। তৃতীয় নির্বাচনে সি পি আই পশ্চিম দিনাজপুরে ১, বাঁকুড়ায় ৪, নদীয়ায় ২, হুগলি ১, বর্ধমান ৭, মুরশিদাবাদে ২ এবং কোচবিহারে ১টি আসন আগের তুলনায় বেশি পায়। কিন্তু আসন কমে যায় দারজিলিঙে ১, জলপাইগুড়িতে ১, মালদহে ৩, বীরভূমে ১, মেদিনীপুরে ২, হাওড়ায় ২, ২৪ পরগণায় ৬ এবং কলকাতায় ২টি আসন।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল একাধিক। একদিকে সি পি এম এর নেতৃত্বে গঠিত ইউ এল এফ অন্যদিকে সি পি আই, বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত পি ইউ এল এফ। দুই ফ্রন্টের কোন ফ্রন্টই সব কয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। তবে কিছু কিছু আসনে দু পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ইউ এল এফ ১৯১টি আসনে প্রার্থী দেয়। জয়লাভ করে ৬৪টি আসনে। এর মধ্যে সি পি এম ১৩৫টি আসনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয় ৪৩টি আসনে। মোট ভোট পায় ২৩,১৭,২৪৬। শতকরা ১৮·৫ ভাগ। অন্যদিকে পি ইউ এল এফ এর বাংলা কংগ্রেস ৮১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩৪টি আসনে জয়ী হয়। ভোট পায় ১৩,২৫,০১৩—শতকরা ১০·৫ ভাগ। সি পি আই ৬২টি আসনের মধ্যে ১৬টি। মোট প্রদত্ত ভোট ৮,২২,০৫৩—শতকরা ৮·৫ এবং ফরোয়ারড ব্লক ৪২টির মধ্যে জয়ী হয় ১৩টি আসনে। ভোট পায় ৪,৯১,৭০৪—শতকরা ৪·০১।

*

সি পি এম সবচেয়ে বেশি আসন পায় ২৪ পরগণায়—১৮টি (প্রার্থী—৩০)। এই জেলাতে তাঁদের গড় ভোট সবচেয়ে বেশি — ২২,২৬১·৫৬। কংগ্রেসের গড় ভোট সবচেয়ে বেশি হাওড়ায়—৯টি (প্রার্থী—১৬) — ২২,৩৮১·৭৫। সি পি আই-এর মেদিনীপুরে—৮টি (প্রার্থী ১০)—২৫,৬৩২·৮০। বাংলা কংগ্রেসের নদীয়ায়—৫টি আসন (প্রার্থী—৬)—২৬,১৫৯·৫০ এবং ফরোয়ারড ব্লকের ২৪ পরগণায়—২টি আসন (প্রার্থী—২)—৩২,৫১৯·৫০।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সি পি এম, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস সহ ১৪টি দল যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে। যুক্ত ফ্রন্ট ২৮০টি আসনেই প্রার্থী দেয়। এর মধ্যে ৯৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সি পি এম জয়ী হয় ৮০টি আসনে। অর্থাৎ চতুর্থ নির্বাচনের আসন সংখ্যার তুলনায় ৩৭টি বেশি। মোট প্রদত্ত ভোট ২৬,৭৬,৯৮১—শতকরা ১৯·৯৭। বাংলা কংগ্রেস জয়ী হয় ৪৯টির মধ্যে ৩৩টি আসনে। প্রদত্ত ভোট ১০,৯৪,৬৫৪—শতকরা ৮·১৭। সি পি আই ৩৬টির মধ্যে ৩০টি আসনে জয়লাভ করে। প্রদত্ত ভোট ৯,৩৮,৪৭২—শতকরা ৭ ভাগ। ফরোয়ারড ব্লক ২৮টির মধ্যে ২১টিতে জয়লাভ করে মোট ভোট পায় ৬,৭১,৬৬৪ অর্থাৎ শতকরা ৫·০১ ভাগ।

সি পি এম অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করে ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি হাওড়া এবং কলকাতায়।

বাংলা কংগ্রেসের সাফল্য মুরশিদাবাদ, হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভূমে।

সি পি আই—মুরশিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলকাতা, মেদিনী-পুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূমে।

ফরোয়ারড ব্লক—পশ্চিম দিনাজ-পুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি বাঁকুড়া এবং বীরভূমে।

যে সব দলের প্রত্যেকটি প্রার্থী জয়লাভ করেছেন সেই দলগুলি হলঃ এস ইউ সি (৭), আর সি পি আই (২) ফঃ বঃ মাঃ (১), ওয়ারকারস্ পারটি (২) এবং গোর্খা লীগ (৪)

এ ছাড়া এস এস পি ১৪টির মধ্যে ৯, আর এস পি ১৭টির মধ্যে ১২, লোকসেবক সংঘ ৬টির মধ্যে ৪টি, যুক্ত ফ্রন্ট সমর্থিত ১৩ জন নির্দলের মধ্যে ৯ জন জয়ী হন। পি এস পি ২৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫টি (৪টি আসনে যুক্ত ফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা ছিল) আসন লাভ করে। প্রগতিশীল মুসলীম লীগ ৪০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩টি এবং আই এন ডি এফ ৯৮টির মধ্যে ১টি আসন লাভ করে। নির্দল প্রার্থী ছিলেন ৭৫ জন। এর মধ্যে ২ জন জয়ী হন। তবে পরে একজন নব কংগ্রেসে যোগ দেন।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রার্থী ছিল ২৯টি দলের। মোট প্রার্থী ১০১৯। তবে আসন লাভ করে ১৭টি দল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ১ জন জনসংঘ প্রার্থী এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এই দুটি দলের কোন প্রার্থী জয়ী হতে পারেন নি।

দ্বৈতবাদীদের ধারণায় ঈশ্বর

গত ১৩ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি বক্তৃতা করেন ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের বিবেকা-নন্দ হলে। সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি পি বি মুখার্জি।

ঈশ্বর আলোচনায় দ্বৈতবাদীদের ঈশ্বরের ধারণা, উপনিষদের সর্বব্যাপী ব্রহ্মণতত্ত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেন বক্তা। জ্ঞান-মার্গী বুদ্ধ, প্রেম-ধর্মী খৃষ্ট, ভক্তি-প্রেম-নিষ্ঠ শ্রীচৈতন্য প্রমুখ অবতারদের অলৌকিক জীবন, ধর্ম ও জীবনধারার ঐক্যের দিক থেকে তিনি আলোচনা করেন। এ-প্রসঙ্গে জীবের ঐশ্বরিকতা, জীব ও ঈশ্বর এক প্রভৃতির কথা তিনি বলেন।

খৃষ্ট ধর্মের মূল-সূত্র ও উপ-নিষদের মূল ধারণা—উভয়ের মধ্যে মিল-এর উল্লেখ তিনি করেন। অমরত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, এই ধারণা সর্বশাস্ত্রেই আছে—ঐশ্বরিক জীবন-ধারায় মৃত্যু-রূপ সমস্যার সমাধান ও অমরত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বাস ও স্বপ্রকাশ সম্পর্কে শ্রুতি, সত্যদ্রষ্টা ও অবতার—এই তিন উৎসের কথা তিনি বলেন। এ-ছাড়াও প্রার্থনা, ঈশ্বরানুগ্রহ ও উপাসনা প্রভৃতির বিষয় তিনি আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের উল্লেখ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধারায় সৃষ্টিক্রমের অভিব্যক্তির আলোচনায় সভাপতি মহাশয় বেদ, উপনিষদ ও গীতার উল্লেখ করেন এবং ক্রম-পরিণতির কথা বলেন। কিভাবে রূপ অরূপ, দেশ, কাল, দেশ-কালাতীতে লীন হয় তাঁরা উল্লেখ করেন তিনি এবং ধর্মনিষ্ঠ জীবন ও উপলব্ধ মনের বিষয় তিনি আলোচনা করেন।

দীনবন্ধু এনড্রুজ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

'আমি ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ এ দুয়েরই বিরুদ্ধে'—১৯২০ সালেই গান্ধীজীকে এ কথা জানিয়েছিলেন দীনবন্ধু এনড্রুজ। মঙ্গলবার চারুচন্দ্র কলেজের স্মরণ-সভায় বললেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এ প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর বলেন, গান্ধীজী ছিলেন তাঁর বন্ধু মোহন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গুরুদেব। এঁদের সংস্পর্শে এসে মিশনারী এনড্রুজ নতুন ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ক্রমে গিরজার নিয়মতান্ত্রিক আওতার বাইরে এসে তাঁর খৃষ্টদেবের কাছে আসার পথ আবিষ্কার করলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ১২ ফেবরুয়ারি শতবার্ষিকী কর্মসূচীতে সকলকে যোগদানের অনুরোধ করেন।

দক্ষিণ কলকাতা মহিলা সমিতি মিলন মেলা আয়োজিত সেদিনই আরেকটি সভায় দীনবন্ধু এনড্রুজ শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক সোমেন্দ্র-নাথ বসু বলেন, দক্ষিণ আফরিকায় ভারতীয় অধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে যখন তিনি ব্যাপৃত, সেই সময় দীন-বন্ধুর মা'র মৃত্যু হয়। মার কাছ থেকেই তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যেই তিনি তাঁর মাকে খুঁজে নেবেন।

অধ্যাপক বসু বলেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমাজসেবার কাজে এই মহান মানব-প্রেমিকের অবদান অপরিসীম। তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান জানানো প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর স্বর্ণালঙ্কার আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা

পলাশী, ১৬ জানুয়ারি—গতকাল শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা কৃষ্ণনগর শহরে সোনাপটী অঞ্চলে হানা দিয়ে জনৈক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে তল্লাসী চালিয়ে বার হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার আটক করেন।

দরদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে পুণ্য-তীর্থ কন্যাকুমারিকার শেষ প্রস্তর-খণ্ডের ওপর যোগাসনে সমাসীন নব্য-ভারতের মন্ত্রগুরু পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ। সম্মুখে বায়ুহিল্লোস তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সুনীল জলধি, আর পশ্চাতে গিরিকান্তার-শোভিতা শস্য-শ্যামলা জননী জন্মভূমি—ভারতবর্ষ, সমুদ্র-সৈকতে মন্দির মধ্যে দেবী কুমারীর নয়নাভিরাম বরাভয়াকরা শ্রীমূর্তি। কি অপূর্ব পরিবেশ—কি মহিমময় দৃশ্য!

ধ্যানস্থ যোগিবরের তপোমার্জিত নির্মল ও পবিত্র চিত্তদর্পণে প্রিয় মাতৃ-ভূমির ভূত/ভবিষ্যৎ বর্তমানের চিত্রসমূহ একে একে উদিত হতে লাগল। তিনি দেখলেন, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অজ্ঞ পদদলিত ও বুভুক্ষিত অবস্থায় পশুর মত জীবনযাপন করছে। তাদের পরণে নেই বস্ত্র, পেটে নেই অন্ন, দুঃখে নেই সান্ত্বনা, মুখে নেই হাসি—অবহেলিত, অসহায় ও অবজ্ঞাত অবস্থায় 'হা অন্ন হা অন্ন' স্বরে গগন বিদীর্ণ করছে। "এই আমার ভারতবর্ষ—এই আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি!"

দরিদ্রের প্রতি এই প্রাণঢালা দরদ,

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে রচনাটি প্রকাশিত হল।

তাদের প্রতি এই পরমাত্মীয়তাবোধ, তাদের কল্যাণ কামনায় আত্মত্যাগের সঙ্কল্প কোথা হতে তিনি পেলেন?

ভগবান লাভ করার ও তাঁকে দর্শন করার উদগ্র বাসনা তখন তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। সদগুরুর সন্ধানে তিনি পাগলের ন্যায় ইতস্তত অন্বেষণে ব্যস্ত। সন্ধান পেয়ে ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। দর্শনমাত্রেই সোজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল "হাঁ, দেখেছি, তোমাকে যেমন দেখছি, তাঁকেও স্পষ্টতররূপে দেখেছি, শুধু তাই নয়, যদি আমার কথা শুনে চল তাহলে তোমাকেও দেখাতে পারি।" উত্তর শুনে স্তম্ভিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। অপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ পরিবৃত অর্ধবাহ্যদশায় হঠাৎ বলে উঠলেন, "দয়া নয় সেবা, শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। তোর ক্ষমতা কতটুকু যে, তুই দয়া করবি?" ঘর হতে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের বলেছিলেন, "আজ এক নূতন বাণী শুনলাম, এক নূতন আলোকের সন্ধান পেলাম। জীবনে একে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব।"

অন্য একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুই কি চাস?" উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আমি অহরহ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে সমাধিসুখ অনুভব করতে চাই।" মৃদু ভর্ৎসনার সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুই এত ছোট যে, নিজের মুক্তি চাস, নিজের সুখ চাস? কোথায় হবি বিরাট বটবৃক্ষের মত, যার ছায়াতলে কত শত তাপিত প্রাণ শীতল হবে, পাবে তারা শান্তির আশ্রয়।"

এই দুই ঘটনা নরেন্দ্রনাথের জীবনে এনে দিয়েছিল আমূল পরিবর্তন। নিজের স্বার্থসুখকে, এমন কি মুক্তির বাসনাকে পর্যন্ত তিনি চিরতরে পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর যাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ সংসার পরিত্যাগ-পূর্বক "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়" পবিত্র সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়ে পরিণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দরূপে। কপর্দক-হীন সন্ন্যাসী পরিব্রাজক বেশে ভ্রমণ করলেন হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীকে যে নিদারুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়ে-ছিল, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে অবস্থায় মনের সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। কখনও বা রাজপ্রাসাদে রাজোচিত অভ্যর্থনা, আবার কখনও বা উন্মুক্ত আকাশ তলে নিরাহারে তৃণশয্যায় শয়ন। কিন্তু তাঁর চিত্তের প্রশান্তি সদা ছিল অবিকৃত। কোনও ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, অভিমান নেই। সম্মান, আদর, উপেক্ষা ও অবমাননা কিছুতেই তাঁর চিত্ত বিচলিত হয়নি।

দেশবাসীর কল্যাণের জন্য স্বামীজী যে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, তা অতুলনীয়। ঐ চিন্তা তাঁকে পাগলপ্রায় করে তুলেছিল। তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে এক স্থানে বলেছেন, "এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে লইয়া হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি। ধনী, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি, দরিদ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু কেবল মৌখিক সহানুভূতি লাভ করিয়াছি।" স্বামীজির যে অপূর্ব তিতিক্ষা, অসীম ধৈর্য, অলৌকিক ত্যাগ, অপার পরদুঃখকাতরতা, অকৃপণ ক্ষমা ও অনবদ্য মানসিক স্থৈর্য, মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নয়। মূর্তিমান সন্ন্যাস এই মহাপুরুষ স্বীয় যোগৈশ্বর্য গোপনপূর্বক মানব জাতির সমগ্র দুর্বলতা, সমগ্র পাপভার, সমগ্র দুঃখকষ্ট স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ-পূর্বক আমাদেরই মত মানুষ সেজে জগতের কল্যাণ কামনায় নবজাগরণের পুণ্যবারতা দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করে গেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, "স্বামীজী একজন প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার রানী ছিল এই ভারতবর্ষ। তিনি ভারতবাসীর সহিত সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনা করতেন।"

—স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

ষৎকিঞ্চিৎ

প্রতি বছর ভারতের নানা প্রান্ত হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী গঙ্গা-সাগরে সমবেত হন। সাগরসঙ্গম বাংলার অন্যতম পুণ্যতীর্থ। কিন্তু যুগ-যুগান্ত ধরিয়াই গৌরব তাহার বছরের মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য। মৌন, মৃত চর তখন হঠাৎ জাগিয়া ওঠে, ধূ-ধূ বালুবেলা পরিণত হয় কলরবমুখর মেলায়। চিরকালের প্রথা বলিয়া গঙ্গা-সাগরের ইহাই নিয়তি এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। অনায়াসে না হইলেও সামান্য চেষ্টায় এই দ্বীপকে অবশ্যই এক স্থায়ী তীর্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব। 'আর তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার'—এই বাসনার পিছনে অন্যতম কারণ পথের দুর্গমতা। গঙ্গাসাগরের পথ সত্যই এখনও দুর্গম, কষ্টসাধ্য। পথের ঝঞ্ঝাট কমাইতে পারিলে তীর্থযাত্রীরা তো বটেই, অন্যেরাও তখন সারা বছর ধরিয়া এখানে সহজেই যাতায়াত করিতে পারেন। 'কপাল-কুণ্ডলা'র নবকুমারের মতো রূপদর্শী সাগরযাত্রীও অবশ্যই আছেন। তবে কথা এই সব শ্রেণীর অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করিতে হইলে শুধু যোগা-যোগব্যবস্থার উন্নয়ন নয়, গঙ্গাসাগরে অন্যান্য আয়োজনও থাকা দরকার। শোনা যাইতেছে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে এক পরিকল্পনা রচনার কথা ভাবিতেছেন। যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য সরকারী নিবাস ছাড়া অন্যদের পরিচালনাধীনে ধর্মশালা ইত্যাদি স্থাপনের কথাও তাঁহাদের চিন্তায় আছে। যত তাড়াতাড়ি এই কল্পনা বাস্তব রূপ পায় ততই ভাল। কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি—সম্ভাব্য সব পর্যটন-কেন্দ্রগুলিই এখনও কার্যত সরকারের মনের মানচিত্রে। সেগুলির সঙ্গে সঙ্গে সাগরদ্বীপে রূপান্তর অবশ্যই এই রাজ্যের রূপান্তরকে সহায়তা করিবে। সমুদ্র, নদী দুইয়ের সংগম এবং তীর্থ—সব মিলাইয়া সাগরদ্বীপের সম্ভাবনা সমুদ্রের মতোই,—অনন্ত।

সাগরদ্বীপের রূপান্তর

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

হায় কলকাতা!

জারমানদের কাছে "কালকাট্টা" নামটা খুবই পরিচিত এবং অধি-কাংশ জারমানই জানে কালকাট্টা অর্থাৎ কোলকাতা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। তার কারণ হ'ল জারমানেরা একটি অতি জনপ্রিয় গানের সঙ্গে নামটি জড়িয়ে আছে। অনেকেই বোমবাই, দিল্লির নাম জানে না, কিন্তু কালকাট্টার নাম জানে, কোলকাতা সম্বন্ধে এদের কৌতূহল অনেক, তায় আমি কোলকাতা থেকে এসেছি শুনে এদের নানা রকম প্রশ্নের শেষ থাকে না, কেউ যদি ভারত বেড়াতে যায় এবং কালকাট্টা দেখে না আসে, তবে তার যেন ভারতের অর্ধেকটা দেখায় বাকী থেকে যায়।

আর অন্যদিকে যারা একবার কোলকাতা দেখে এসেছে তারা আর দ্বিতীয়বার যেতে চায়না এবং যারা যেতে চায় তাদের নিরুৎসাহ করে। আমার পরিচিত কয়েকজন ভারতীয়র জারমান স্ত্রী, যাঁরা কোলকাতায় থেকে এসেছেন তাঁদের তো দ্বিতীয়বার যাবার ইচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়, আমার পরিচিত কয়েকজন জারমান ছাত্রছাত্রী যাঁরা গাড়িতে করে এখান থেকে ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন এবং কোলকাতা ঘুরে এসেছেন এবং আবার ভারতবর্ষ যাবার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা তাঁদের পরবর্তী পরিকল্পনাতে কোলকাতাকে বাদ দিয়েছেন। এখানকার এক জারমান ট্যুরিসট-অফিসের প্রোগ্রামে দিল্লি, বোমবাই-এর নাম আছে, কোলকাতার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, এর কারণ কী কারণ কোলকাতাকে বিদেশীদের চোখে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা আর অপরিচ্ছন্নতা, দিনের দিন বিদেশী ভ্রমণকারীর সংখ্যা কোলকাতাতে কমবে বই বাড়বে না। এতে বাংলা দেশের আর্থিক লাভ হবার সম্ভাবনাও কমবে। তবে কি একদিন কোলকাতা সত্যিই মৃতনগরীতে পরিণত হবে? বোমবাই-এ অন্তত কয়েকটি পোসটার চোখে পড়েছে—

"Keep your city clean."

কলকাতায় সে রকম পোসটার আমার চোখে পড়েনি। তবে কলকাতাতে ট্রাফিক কনট্রোল-এর ব্যাপার লিখতে গেলে বোধহয় তার আর শেষ নেই। তাই কলকাতাবাসী এবং করপো-রেশনকে অনুরোধ তাঁরা যেন এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করেন।

—নবীন ঘোষ, এসেন, পশ্চিম জারমানি।

উপকারীর সন্ধান

একজন ট্যাক্সি-চালক ভদ্রলোকের সততার কথা না জানিয়ে পারছি না।

গত ১ জানুয়ারী, ফোর্ট-উইলিয়ামের সামনে গঙ্গার পার থেকে এক অবাঙালী বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে ফিরছিলুম। তখন দুপুরবেলা, ২-৩০ মিনিট হবে। প্রতাপাদিত্য রোডে ট্যাক্সি ছেড়ে আমরা নেমে পড়লুম। ভুলক্রমে ট্যাক্সিতে আমার একটি লাল-সবুজে ডোরাকাটা হ্যাণ্ড-ব্যাগ ছেড়ে এসেছি। তার ভেতরে ক্যামেরার একটি ক্লোজ-আপ্ লেন্স, একটি এক্সপোজার মিটার ও একটি অরেঞ্জ-ফিলটার কেস ছিল। আর ছিল একটি হাওয়া-বালিশ। ট্যাক্সি ছেড়ে গন্তব্যস্থলে গিয়েও আমার ব্যাগটির কথা মনে পড়েনি। সন্ধ্যার সময় যখন খোঁজ পড়ল তখন বুঝতে পারলাম যে ট্যাক্সিতেই তা ফেলে এসেছি। কিন্তু, তখন ট্যাক্সি কোথায়! ঐ পাড়ার কয়েকজন যুবক ও দোকানীর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে এক ট্যাক্সি-চালক ভদ্রলোক বিকেলের দিকে এসে আমাদের জিনিস ফিরিয়ে দেবার জন্য বিস্তর খোঁজা-খুঁজি করেছেন। কিন্তু আমাদের খোঁজ না পেয়ে শেষে ফিরে গিয়েছেন। তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম করেছেন এবং তিনি যে নিঃসন্দেহে একজন অতি সৎ ব্যক্তি জেনে বুক গর্বে ভরে উঠল। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেলাম না। তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাই।

—মৃণাল দত্ত, দি কুলজিয়ান কর্পো-রেশন, ২৪বি, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

পূঃ পাকিস্তানকে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য

লনডন অফিস

১৮ জানুয়ারি—ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকের ভারতীয় এক্‌জিকিউটিভ ডিরেকটর ডঃ সমররঞ্জন সেনের উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আড়াই কোটি ডলার পাঠানো হচ্ছে। এই অর্থ খাদ্যোৎপাদনের জন্য ব্যয় হবে। সেখানকার সাম্প্রতিক দুর্যোগের কথা ভেবেই এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ডঃ সেনের আদি বাড়ি ঢাকা। তিনি ইতিপূর্বে যোজনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব ছিলেন।

প্রতীক মামলায় নির্বাচন কমিশনের উপর নোটিশ জারি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—সুপ্রিম কোরট আজ প্রতীক মামলার আপিল শুনানীর জন্য গ্রহণ করেছেন; কিন্তু প্রতীক সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আদেশের প্রয়োগ স্থগিত রাখার জন্য আজ কোনও আদেশ দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোরট এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রতীক সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা স্থগিত রাখা হবে কিনা তা আগামী বুধবার স্থির করা হবে। কিন্তু তার পূর্বে এই সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য শোনা হবে।

সুপ্রিম কোরট আজ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মার উপর এই মর্মে এক নোটিশ জারি করেছেন যে, 'জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ'—এই নির্বাচনী প্রতীকটি শাসক কংগ্রেস দলকে দেওয়ার জন্য তিনি যে আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশের প্রয়োগ কেন স্থগিত রাখা হবে না—তাঁকে তার কারণ দেখাতে হবে।

নির্বাচন কমিশনারের এই আদেশের প্রয়োগ স্থগিত রাখার জন্য বিরোধী কংগ্রেস (আদি কংগ্রেস) দলের পক্ষ থেকে এই দলের দুই সাধারণ সম্পাদক—শ্রীসাদিক আলি ও শ্রী এস ডি মিশ্র সুপ্রিম কোরটে আবেদন করেছিলেন। আগামী বুধবার দিন সুপ্রিম কোরটে এই আবেদনের শুনানি হবে।

শ্রী সেনবর্মার ১২ জানুয়ারি তারিখের আদেশের বৈধতা চ্যালেনজ করে আদি কংগ্রেস দলের এই দুই নেতা সুপ্রিম কোরটে আপিল করার জন্য যে বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন কোরট তাও মনজুর করেছেন।

প্রধান বিচারপতি শ্রী জে সি শাহ, বিচারপতি শ্রী জে কে মিত্র, বিচারপতি শ্রী কে এস হেগড়ে, বিচারপতি শ্রী এ এন গ্রোভার এবং বিচারপতি শ্রী এ এন রায়কে নিয়ে গঠিত এক কনসটিটিউসনাল বেনচে আদি কংগ্রেস দলের এই দুই আবেদনের শুনানি হয়।

তামিলনাড় কংগ্রেসের আবেদন

তামিলনাড় কংগ্রেস কমিটির (আদি কংগ্রেস) কৌঁসুলি শ্রী আর গোপালকৃষ্ণান এই মামলায় তাঁদের বক্তব্য পেশ করার জন্য যে আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোরট সেই আবেদনও গ্রহণ করেছেন এবং এই নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী বুধবার দিনই এই আবেদনের শুনানি হবে।

আদি কংগ্রেস দলের কৌঁসুলি উত্তর প্রদেশের এডভোকেট জেনারেল শ্রীশান্তিভূষণ বলেন যে জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদের প্রতীকটি শাসক কংগ্রেস দলকে দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁর এক্তিয়ারের সীমা অতিক্রম করেছেন।

প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, এই বিষয় সম্পর্কে এইটিই প্রথম মামলা। এই মন্তব্য প্রকাশের পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই মামলা শুনানির জন্য গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের কোনও আপত্তি আছে কিনা?

উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল শ্রীকানাইয়ালাল মিশ্র নব কংগ্রেস দলের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু নির্বাচন কমিশন একটি ট্রাইবিউন্যাল নয়—সেইহেতু সংবিধানের ১৩৬ ধারা অনুসারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে আপিল করার জন্য কোনও বিশেষ আবেদন করা চলে না।

শ্রী মিশ্র আরও বলেন যে, প্রতীক বিলিবণ্টন সংক্রান্ত আদেশের পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

বিচারপতি শ্রী হেগড়ে ঃ সে যাইহোক না কেন এই বিষয়টিই এমন একটি বিষয় যে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে হবে।

এই সময়ে শ্রীশান্তিভূষণ নির্বাচন কমিশনারের ১২ জানুয়ারি তারিখের আদেশের প্রয়োগ স্থগিত রাখার জন্য তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

প্রধান বিচারপতি তখন এই মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ নির্বাচন কমিশনের আদেশের প্রয়োগ স্থগিত রাখার জন্য যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে যদি সেই যুক্তি অগ্রাহ্য করা হয় তাহলে আপিল অগ্রাহ্য করা হল বলে বোঝাতে পারে; আর যদি একই যুক্তি মেনে নেওয়া হয় তাহলে মনে হবে যে আপিল মঞ্জুর করা হল। আমরা নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য শুনতে চাই।

এর সব সুপ্রিম কোরট নির্বাচন কমিশনের উপর নোটিশ জারি করেন এবং নির্বাচন কমিশনের আদেশের প্রয়োগ স্থগিত রাখা হবে কিনা সে সম্বন্ধে আগামী ২০ জানুয়ারি আরও শুনানি হবে বলে নির্দেশ দেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

বোমবাই নব কংগ্রেস আদি কংগ্রেস অফিসের দখল নিতে যায়নি

বোমবাই, ১৮ জানুয়ারি—পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী বোমবাই নব কংগ্রেস আদি কংগ্রেসের অফিসের দখল নিতে দুইজন সদস্যের একটি দলকে পাঠায়নি।

বোমবাই নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ এন ত্রিবেদী বলেন, তাঁদের উকিল তাঁদের অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ আদি কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে আপীল করেছে।

বোমবাই নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী এ এন নামযোশী গত সপ্তাহে বোমবাই প্রদেশ আদি কংগ্রেস কমিটিকে অবিভক্ত কংগ্রেসের সম্পত্তি, ফাইলপত্র, ব্যাঙ্কের হিসাব আজ বেলা এগারটায় নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকদের নিকট হস্তান্তর করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

বোমবাই আদি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রী এ কে হাফিজকা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথা জানতেন না। তিনি ঐ দলের প্রতিনিধিদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

—ইউ এন আই

তিন কংগ্রেসের যৌথ মিছিল

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

যারা কংগ্রেস বলে পরিচয় দেয় তারা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের লোক।

এর পরে মিছিলটি চৌরঙ্গী রোডে আদি কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় —কংগ্রেস ভবনে যায়। সেখানে মিছিলের সকলেই শ্লোগান দিতে দিতে বিনাবাধায় তিনতলায় উঠে গিয়ে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে প্রস্তাবের একটি কপি দেন। ওই ঘরে তখন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসেন প্রস্তাবের কপিটি পাঠ করে শোনান।

প্রফুল্লবাবু মিছিলের সকলের উদ্দেশে বলেন, ঐক্য ত আমরাও চাই, কিন্তু কী করে ঐক্য হবে, সেটাই সমস্যা।

ডঃ চন্দ্র বলেন—ঐক্যের প্রস্তাব আমরা অনেক আগেই দিয়েছি। নির্বাচনে আসনের উপর কোন ঐক্য হতে পারে না ঐক্য হতে পারে নীতির উপর।

ডঃ চন্দ্র বলেন ঃ "আমরা ত বলেই দিয়েছি যদি নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস জোট প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাঁরা নির্বাচনের আগে কিংবা পরে কখনও এই রাজ্যে 'কমিউনিসটদের' সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে আঁতাত করবে না, তবে আমরা দেশের স্বার্থে নির্বাচনে কোন প্রার্থী দেব না।"

শান্তি, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু নির্বাচন দাবিতে হাওড়ায় মিছিল

শান্তি, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে রবিবার উত্তর হাওড়া কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল বার করা হয়।

মিছিলটি উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে।

গণতন্ত্রের পথেই জনগণ শক্তি পেতে পারে

—প্রধানমন্ত্রী

কোচিন, ১৮ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন যে, দেশের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং কংগ্রেস চায় জনগণের কাছে এই স্বাধীনতাকে আরও অর্থপূর্ণ করে তুলতে।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই পথে পৌঁছাতে পারে। কারণ একমাত্র এই পথেই জনগণ শক্তি পেতে পারে। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র যথার্থ হতে পারে না।

এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ওই মন্তব্য করেন। এই সভার মাধ্যমেই কেরলে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সূচনা হল। প্রধানমন্ত্রী আজই বোমবাই থেকে এখানে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেশে অসন্তোষ ও অশান্তি এনেছে, সেই বৈষম্য কমানোই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য যেমন চাই সমাজতন্ত্র তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দরকার ধর্মনিরপেক্ষতা। —পি টি আই

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ইউ এন আই জানাচ্ছেন ঃ একদল লোক আজ সকালে কোচিনের কলেজ গ্রাউনডের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। এদের অধিকাংশই 'ইন্দিরা ফিরে যান' বলে চীৎকার করে। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী তাদের দিকে চেয়ে হাসেন। চীৎকার চলতে থাকলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। তা দেখে শ্রীমতী গান্ধী চেয়ার থেকে উঠে পড়েন। মাইকের কাছে গিয়ে বলেন, 'পুলিশকে ওদের ধাওয়া করতে বারণ করুন।' অরপর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার থেমে যায়।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—পাক বেতারে আজ বলা হয়েছে যে, গতকাল প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান লারকানায় পাকিস্তানের পিপলস পারটির নেতা শ্রী জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা করেন। আজও তাঁরা আলোচনা করবেন বলে মনে হয়।

—ইউ এন আই

রিজারভ ব্যাংকের সামনে চাকরির মাত্র আবেদনপত্র নেওয়ার জন্যই প্রার্থীদের এই ভিড়। —নিজস্ব-চিত্র

মুখ্যসচিব প্রমুখকে দিল্লিতে তলব

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

বুথের কাছে যে চারজন করে পুলিশ থাকবে তাঁদের সকলের হাতেই যেন অস্ত্র থাকে।

ওই মুখপাত্র আরও বলেন, এই রাজ্যের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া উচিত। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে।

নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থাদির জন্য বিপুল পরিমাণ যানবাহনের প্রয়োজন হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে তাও ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রাজ্য থেকে বলা হয়েছে। কেন্দ্র থেকে এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি।

রাজ্যের আই-জি শ্রীপ্রসাদ বসু সংশিলষ্ট অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখছেন এই রাজ্যের এন-ভি-এফ ও হোম গারড কত আছে। এবং এদের আদৌ কাজে লাগানো সম্ভব হবে কিনা।

কুমারমঙ্গলম আই এ সির চেয়ারম্যান পদ ছাড়ছেন

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—শ্রী এস মোহন কুমারমঙ্গলম আগামী ২৬ জানুয়ারি ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করবেন বলে জানা গিয়েছে। জুলাই মাসে তাঁর কার্যকাল শেষ হবার কথা ছিল।

শ্রীকুমারমঙ্গলম নাকি তামিলনাড় থেকে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন।

নির্বাচনী ইস্তাহার

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—জনসংঘের সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী আজ দলের নির্বাচনী ইস্তাহার সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে, লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জনসংঘ যদি ক্ষমতা লাভ করে, তাহলে এই দল তিন বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত দক্ষ লোকের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান করবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে কাজের উপযুক্ত বাকি লোককে কাজ দেওয়া হবে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সংবিধান পর্যালোচনার জন্য কমিশন গঠন, স্বদেশী যোজনা, অনগ্রসরদের জন্য জরুরী কর্মসূচী, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও কমনওয়েলথ ত্যাগের সংকল্প এই ইসতাহারে আছে।

যে চারটি দল নব কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য জোট বেঁধেছে, জনসংঘ তাদের মধ্যে একটি। আর তিনটি দল হল আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও এস এস পি। আপাতত যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, জনসংঘ লোকসভার নির্বাচনযোগ্য ৫২০টি আসনের মধ্যে ১৭৫টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

শ্রীবাজপেয়ী বলেন, ফ্রনটের চার দলের কোন যৌথ ইস্তাহার বেরোবে না। তবে একথা স্পষ্ট যদি ফ্রনট ক্ষমতা লাভ করে তাহলে একটি যৌথ কর্মসূচী ঠিক করে নেওয়া হবে এবং তাতে প্রত্যেক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারেরই কিছু না কিছু উন্নতি হবে। এই জোট ক্ষমতায় এলে কল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনসংঘের ইস্তাহারের প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার অভিযোগ করা হয়।

ফরওয়ারড ব্লক

নাগপুর, ১৮ জানুয়ারি—আজ এখানে ফরওয়ারড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহালদুলকর দলের নির্বাচনী ইসতাহার প্রকাশ করেন। তাতে নতুন করে সংবিধান প্রণয়নের কথা আছে। তাঁরা চান, জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা সংবিধানে প্রতিফলিত হোক।

ফরওয়ারড ব্লক বাম ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্য ও সংহতি চেয়েছেন। তাঁরা মহাজোট, পুঁজিবাদী নব কংগ্রেস ও সি পি এমের সংকীর্ণতার বিরোধী।

লোকসভায় ৫২টি আসনে তাঁরা প্রার্থী দিচ্ছেন। শ্রীঅমিয়নাথ বসু ও শ্রী বি কে দাসচৌধুরীকে তাঁরা মনোনয়ন দেবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ থেকেই লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী সংখ্যা ১৮।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ৮ দলের জোট থেকে ৪২টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁরা আশা করেন, ৯০টি আসন দেওয়া হবে।

লোকসভা আসনে প্রার্থী ঃ শ্রীচিত্ত বসু (হুগলি), শম্ভু ঘোষ (আরামবাগ), অমর রায় প্রধান (কোচবিহার), নির্মল বসু (রায়গঞ্জ) প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আসনে দাঁড়াচ্ছেন ঃ সর্বশ্রী হেমন্ত বসু, ডঃ কানাই ভট্টাচার্য, শম্ভু ঘোষ, অপূর্বলাল মজুমদার, ভক্তিভূষণ মণ্ডল প্রমুখ। —ইউ এন আই

কে কী বলেন কে কোথায় দাঁড়াচ্ছেন

বাঙ্গালোর, ১৭ জানুয়ারি—মহীশূরে পি এস পি'র সঙ্গে আসনরফা নিয়ে নব কংগ্রেসের বনেনি। নব কংগ্রেস ৬টি আসনে পি এস পি'র সঙ্গে রফা করতে চেয়েছিল। এখনও যে ২৬টি আসন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি, তার মধ্যে ৬টিও আছে। পি এস পি বলেছে, আমরা দরজা খোলা রেখেছি।

গুজরাটে আদি কংগ্রেসের সঙ্গে জনসংঘের ঐক্য হয়নি। গুজরাট জনসংঘ আজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে একা চলবেন। কারণ আদি কংগ্রেস বলেছে, গুজরাটে জনসংঘ বলে কিছু নেই।

জয়পুরের খবর ঃ বি কে ডি সহ-সভাপতি শ্রীকুম্ভরাম আর্য বলেছেন, তাঁরা মহাজোটের বিরুদ্ধে নয়, সঙ্গেও নেই।

ত্রিবানদ্রমের খবর ঃ আদি কংগ্রেস কেরলে সরকারীভাবে লোকসভা নির্বাচনে ৬।৭ জন প্রার্থী দেবে। সি পি এম বলেছে, রাজ্য এস এস পি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও কেন্দ্রীয় এস এস পি সিনডিকেটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

যারা স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা মেনে নেবে তাদেরই তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনে সমর্থন করবে, বলেছেন ডঃ চেন্না রেড্ডি।

চণ্ডীগড়ের খবর ঃ অকালি দল নব কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় যাচ্ছে না।

প্রাক্তন এয়ার মারশাল অর্জন সিং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রার্থী হিসাবে মীরাট থেকে লোকসভায় দাঁড়াবেন।

আদি কংগ্রেস জোট তিনজন বি কে ডি নেতার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন না। এঁরা হলেন ঃ সর্বশ্রী চরণ সিং, প্রকাশবীর শাস্ত্রী ও রঘুবীর সিং শাস্ত্রী। আদি কংগ্রেসের মুখপাত্র শ্রী এস ডি বরমা ওই কথা জানিয়েছেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

দেবকান্ত বড়ুয়া বিহারের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—রাষ্ট্রপতি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়াকে বিহারের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছেন। বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো আগামী ২০ জানুয়ারি বুধবার অবসর গ্রহণ করছেন।

শ্রীবড়ুয়া কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পাটনা হাই কোরটের প্রধান বিচারপতি শ্রীউজ্জ্বলনারায়ণ সিং রাজ্যপালের কাজ চালাবেন।

শ্রীবড়ুয়া আসামের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা এবং বর্তমানে অয়েল ইনডিয়ার চেয়ারম্যান।

হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল

আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের মর্যাদা পাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আজ শ্রীসুব্রহ্মণ্যম চক্রবর্তীকে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব) হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছেন। তিনি ২৫ জানুয়ারিতেই কার্যভার গ্রহণ করবেন।

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ১০ ফেব্রুয়ারি

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

বেশি চাপ পড়লেও অতি দ্রুত নির্বাচন পর্ব সমাধা করার সুবিধা হবে। তাছাড়া মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ব্যাপারে বিভিন্ন দল ও প্রার্থীদের মধ্যে যে 'চাপ সৃষ্টির রাজনীতি' চলে তাও কম হবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাম গেজেট করা, সারটিফিকেট দেওয়া ইত্যাদি সমেত সমগ্র নির্বাচন পর্ব শেষ করার তারিখ ঠিক হয়েছে ২৮ মারচ।

তপশীলীদের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বদলায়নি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—আগামী নির্বাচনে লোকসভায় ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিসমূহের সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না।

নির্বাচন কমিশন আজ একটি প্রেসনোটে এই ঘোষণা করেছেন। সংবিধানের ৩৩৪ ধারা অনুযায়ী যে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা আছে তার অবসান হয়েছে বলে কোন কোন মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে বলেই এই ঘোষণা। —ইউ এন আই

আজ স্টেট বাস ও ট্রাম চলবে না

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

ধৃত কর্মীকে মুক্তি দেওয়া না হলে আজ মঙ্গলবারও স্টেট বাস চলবে না বলে স্টেট বাসকর্মী ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার ট্রাম না বের হবার কারণ, কর্মীরা গণ ডেপুটেশন নিয়ে রাজভবনের দিকে যাবেন।

সোমবার ট্রাম কর্মীদের কেন্দ্রীয় যুক্ত কমিটির আহ্বায়ক শ্রীসঞ্জীব চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে বলেন, প্রধানত বিনা খেসারতে ট্রাম কোমপানি জাতীয়করণ, গ্রেড এবং স্কেল ঠিক করা, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রভৃতি দাবিতেই তাঁদের মিছিল বেরোবে। বেলা ১২টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হওয়ার জন্য তিনি ট্রামকর্মীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

এবং বিবৃতিতে এ আশাও প্রকাশ করেছেন যে, ট্রামের অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ট্রাম কর্মীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানাবেন।

সোমবার সন্ধ্যায় স্টেট বাস বন্ধ করে দিয়ে কর্মীদের মুখপাত্র বলেন, তাঁদের ইউনিয়ন নেতা এবং গণসংগ্রামের সৈনিকদের উপর এ ধরনের 'পুলিশী আক্রমণ' হলে তাঁরা নিশ্চয়ই ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ দেখাবেন।

বারো জুলাই কমিটির পক্ষে শ্রী কে জি বসু রাতে অভিযোগ করেন, স্টেট বাসকর্মী ইউনিয়নের নেতা বেলঘরিয়া ডিপোর শ্রীদিলীপ দাসকে খড়দহ পুলিশ সোমবার গ্রেফতার করে। তাঁকে অন্তত জামিনে ছেড়ে দিয়ে যাতে আজ মঙ্গলবার স্টেট বাস চালানো যায় সেজন্য আই জি সমেত অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তাঁরা কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তাই আজ মঙ্গলবারও স্টেট বাস চলবে না।'

এখানে উল্লেখ্য বুধবারও যাদবপুরে একজন ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে লেক ডিপোর স্টেট বাসকর্মীরা ধর্মঘট করেন। ফলে সেদিন ওই ডিপো থেকে কোন স্টেট বাস বের হয়নি। যাদবপুর থানা এলাকায় স্টেট বাসও চলেনি।

সাদিককে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ। পাক চরচক্র চূর্ণ

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি—কাশ্মীর পুলিশ একটি পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র চূর্ণ করে দিয়েছে। এরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

চক্রের মোট ২২ জন বড় বড় পাণ্ডাকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট ৩০ জনের এই দলটির ৮ জনকে এখনও ধরা বাকি।

এই প্যাকিস্তানী সংগঠনটির নাম ঃ আলফাতা। জম্মু ও কাশ্মীর গণভোট ফ্রনটের নেতাদের সঙ্গে একটি ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে এদের যোগাযোগ ছিল।

পুলিশের আই জি শ্রীসুরিন্দর নাথ আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এসব কথা জানান। আজ খুব ভোরে যেসব খানাতল্লাসি চলেছে ও গ্রেফতারি ঘটেছে, সেসব কথাও তিনি জানান।

—পি টি আই

কেবল একটি ফরমের জন্য

স্টাফ রিপোরটার

শুধু একটি আবেদনের ফরম! তারই জন্য চাকুরীপ্রার্থীরা রাত থেকে 'লাইন' দিয়েছেন। রবিবার শেষ রাত থেকেই ফরম নেবার জন্য রিজারভ ব্যাঙ্কের সামনে এই লাইন পড়ে। সোমবার সকালেই দেখা যায়, লাইনটি এঁকে বেঁকে জি পি ও হয়ে কয়লাঘাট স্ট্রিট দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডে কাসটমস হাউস পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে এই লাইন নিয়ে কোন হুড়োহুড়ি বা মারামারি হয়নি। সুশৃঙ্খলভাবে প্রার্থীরা একের পর এক ফরম নিয়েছেন।

পদটি ছিল রিজারভ ব্যাঙ্কে ক্লারিক গ্রেড টু-এর। ওই পদের জন্য ওয়েটিং লিসট-এ নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য শুক্রবার ও রবিবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরোয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্রবার ভোরেই আবেদনপত্রের জন্য ব্যাঙ্কের সামনে কিছু কিছু ভিড় হয়। কিন্তু সোমবারের ভিড় ছিল অভূতপূর্ব।

সাম্প্রতিক হাঙ্গামাগুলি মূলতঃ নির্বাচন সংক্রান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

কর্মীদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনের সময় ওইসব এলাকায় সি পি এম আবার ঢুকতে চাইছেন। না হলে ওইসব এলাকার ভোটদাতাদের কাছে তাঁরা পৌঁছতেই পারবেন না। তাই, তাঁরা নানা এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং লোকজন এনে ওইসব হৃত এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছেন। এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের বক্তব্য, এই চেষ্টা তাঁরা এখন থেকে নির্বাচন পর্যন্ত করেও যাবেন।

সি পি এম নেতাদের আলোচনা সিদ্ধান্ত

সি পি এম মুখপাত্র জানান যে, সোমবার সকালে তাঁদের দলের নেতারা এইসব হাঙ্গামা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্থির করেছেন যে 'নব কংগ্রেসী, পুলিশী এবং নকশালী ষড়যন্ত্র' জনগণকে জানাবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে। এইদিনই দলের দৈনিক মুখপাত্র এসম্পর্কে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দফতরের রিপোরটে বলা হয়েছে যে, শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে তাতে কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এলাকায় নকশালপন্থীরা নিজে থেকে ৩৪টি অ্যাকসন করেছেন এবং খুন করেছেন ৪ জনকে। তার আগের সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫ ও ৫। ওই রিপোরট অনুসারে ওই সময় এলাকা দখল করতে গিয়ে সি পি এম অনেক বেশি লোক খুন করেছেন এবং অ্যাকসন করেছেন। এই সব তাঁরা আরও করবেন।

সি পি এম নেতারা বলছেন ঃ এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কমনওয়েলথ সম্মেলন

জামবীয় ঘোষণাপত্রের প্রতি ভারতের পূর্ণতম সমর্থন

সিঙ্গাপুর, ১৮ জানুয়ারি—কমনওয়েলথ সম্মেলনে পেশ ও অনুমোদনের জন্য জাম্বিয়া একটি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেছে। নথিটির শিরোনাম 'কমনওয়েলথ নীতি সমূহের ঘোষণাপত্র'। তার মূলকথা হল, যেসব রাষ্ট্র বর্ণবৈষম্য করে তাদের কোনভাবে সমর্থন করা বা সহায়তা দেওয়া চলবে না। ভারত ও উগানডা নথিটির প্রতি 'পূর্ণতম সমর্থন' জানিয়েছেন। ব্রিটেন ও অসট্রেলিয়া সেটি "নরম করবার জন্য খুব চেষ্টা করছে। আর সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী এবং এবারকার সম্মেলনের সভাপতি শ্রী লী কুয়ান ইউ চেষ্টা করছেন কীভাবে একটা সমঝোতায় পৌঁছে সম্মেলনকে ভাঙন থেকে রক্ষা করা যায়।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে উগানডার প্রেসিডেনট মিলটন ওবোটে বলেন যে, নথিটির মূল বক্তব্য সম্পর্কে কোন সমঝোতা চলতে পারে না। তিনি সাফ বলেন, 'ব্রিটেন ও অসট্রেলিয়া যাতে দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রি করতে পারে তার ছাড়পত্র লিখে দেওয়ার জন্য তো আর আমরা এখানে আসিনি বরং তা বন্ধ করতেই এসেছি। ব্রিটেন এবং অসট্রেলিয়া সংশোধনের নামে আমাদের মূল দাবির প্রত্যাহার দাবি করছে। এ দাবি আমরা কোনমতেই মানতে পারি না।'

তিনি আরও বলেন যে, তাঁর দেশে এবং আফরিকার সমস্ত দেশে এ ব্যাপারে উত্তেজনা আছে। এ ব্যাপারে এই সম্মেলনে উত্তেজনা আছে। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে শ্রীহীথের দারুন মনান্তর রয়েছে। ব্রিটেন সত্যি সত্যি যদি দঃ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত কার্যকর করে তাহলে পরিস্থিতি, অন্তত তাঁর দেশে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

এর পনেরো মিনিট পরে একই জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে আসেন ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বহির্বিষয়ক সচিব শ্রী টি এন কল। দুশ' সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন যে, জামবিয়ার ওই খসড়া নথিটির প্রতি ভারত তার 'পূর্ণতম সমর্থন' জানাচ্ছে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, ব্রিটেন এমন কিছু নিশ্চয়ই করবে না যাতে কমনওয়েলথ-এর মূল ঐক্য নষ্ট হয়।

ব্রিটেনের আমদানি বাণিজ্য ও ভারত ঃ ভারত এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশ থেকে সুতী বস্ত্র আমদানি সম্পর্কে এতাবৎকাল প্রচলিত নীতি বাতিলের জন্য ব্রিটেনের প্রয়াস প্রত্যাহারের জন্যও ভারত দাবি জানিয়েছে। তাছাড়া, ভারত দাবি করেছে যে, কমনওয়েলথ-এর একটি দেশ অন্য কোন দেশকে উন্নয়নের জন্য যে সাহায্য দেবে তা যেন সম্পূর্ণ নিঃশর্তে দেওয়া হয়। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি বহির্বাণিজ্যে অবাধ সুবিধা পাবে। পরে কমনওয়েলথ-এর বাইরেও এই নীতি অনুসৃত হতে পারবে।

শ্রীস্বর্ণ সিং আরও বলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক কোন আলোচনা তাঁরা এখানে করবেন না। তার সময় নেই। 'তাছাড়া ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার জন্য সিঙ্গাপুরে আসার কী দরকার?'

ব্রিটেন দঃ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রি করলে ভারত কি কমনওয়েলথ ছাড়বে?—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন যে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে।

তিনি আরও বলেন যে, ভারত মহাসাগরে কোন বহিঃশক্তি নৌঘাঁটি করে এটা ভারতের কাম্য নয়।

—পি টি আই ও এ পি

মেয়াদ শেষ হলে থানট নিজ পদে থাকবেন না

রাষ্ট্রপুঞ্জ, নিউইয়রক, ১৮ জানুয়ারি—উ থানট আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে বর্তমান মেয়াদ শেষ হবার পর আর তাঁর ঐ পদে কাজ করার ইচ্ছা নেই। এই বছরের শেষ নাগাদ তাঁর কার্যকাল শেষ হবার কথা। —রয়টার

তির্যক

এখন দিনরাত পাহারা দেবেন

গ্রামাঞ্চলের ঊর্ধ্বমুখী উন্নয়নের কাজে প্রয়োজন

কোনার্ক

আর

মার্কা ডালমিয়া সিমেন্ট

গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধনে কোনার্ক আর ওসি মার্কা ডালমিয়া সিমেন্ট এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বহু বাঁধ, সেতু ও কলকারখানা কোনার্ক ও ওসি মার্কা ডালমিয়া সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়েছে। এই সিমেন্ট এমন উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ কোরে তৈরি হয় যাতে এদিয়ে করা মিশ্রণ হয় সুদৃঢ়। ফলে তাদিয়ে তৈরি সব কিছুই দেখতে সুন্দর ও মজবুত হয়।

ওড়িষ্যা সিমেন্ট লিঃ
রাজগাংপুর, সুন্দরগড় জেলা (ওড়িষ্যা)
হেড অফিস ঃ ৪, সিন্ধিয়া হাউস, নিউ দিল্লী-১
একমাত্র সেলিং এজেন্টস্ ঃ
সিমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ
রাজগাংপুর (ওড়িষ্যা)

A DALMIA ENTERPRISE

ডুরানড সেমিফাইনালে ইসট বেঙ্গল

দিল্লি অফিস

১৮ জানুয়ারি— ডুরানড কাপের কোয়ারটার ফাইনাল খেলায় ইসটবেঙ্গল ৪—২ গোলে মীরাটের শিখ রেজিমেনটাল সেনটারকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। পরের খেলায় ইসটবেঙ্গলকে খেলতে হবে বোমবাইএর মফৎলাল গ্রুপের সঙ্গে। বিরতির সময়ে বিজয়ী দল ৩—১ গোলে এগিয়ে ছিল।

খেলার শুরু থেকেই ইসটবেঙ্গল দাপটের সঙ্গে খেলতে থাকে এবং ২২ মিনিটের মধ্যেই ৩—০ গোলে এগিয়ে যায়। ইচ্ছে করলে ইসটবেঙ্গল আরো অনেক বেশী গোলে জিততে পারত, কিন্তু প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ায় তারা একটু গা ছেড়ে দেয়। এই গাছাড়ার ফলে প্রথমার্ধেই এস আর সি একটি গোল শোধ করে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ইসটবেঙ্গল একটি এবং এস আর সি একটি গোল করে।

দু দলের মধ্যে ইসটবেঙ্গলই বেশী শক্তিশালী। ৬ মিনিটের সময় স্বপন সেনগুপ্ত ও অশোক চ্যাটারজির সম্মিলিত আক্রমণ থেকে বল পেয়ে হাবিব প্রথম গোলটি করেন। প্রথম গোলটি হয়ে যাওয়ার পর ইসটবেঙ্গল প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে। শ্যাম থাপা পর পর দুটি গোল করে ইসটবেঙ্গলকে ৩—০ গোলে এগিয়ে দেন। ৩৩ মিনিটের সময় মহীন্দার সিং (বড়) একটি গোল শোধ করে দেন ৩—১।

দ্বিতীয়ার্ধে স্বপন সেনগুপ্ত ইসট-বেঙ্গলের পক্ষে চতুর্থ গোলটি করেন। ৪—১ গোলে পেছিয়ে থেকে এস আর সি আরো একটি গোল শোধ করে। গোলটি করেন খুসিয়া ৪—২।

ইসটবেঙ্গল : কে সরকার; এস কর্মকার, নঈম (কে বি শর্মা), পি সিংহ ও এস মিত্র; কে গুহ ও কে মুখারজি; এস সেনগুপ্ত, এ চ্যাটারজি, হাবিব ও শ্যাম থাপা।

এস আর সি (মীরাট) : গুরুচরণ সিং; নির্মল সিং, যোগিন্দার সিং (করম সিং), গুরমেল সিং ও গুরমেজ সিং; সুচা সিং ও মহীন্দার সিং (বড়); মহীন্দার সিং (ছোট) (মনজিৎ সিং), অমরজিৎ সিং, তারসেম সিং ও খুসিয়া।

মঙ্গলবারের খেলা

মোহনবাগান : মরডানাইটস ক্লাব (দিল্লি)

নেতাজী জন্মোৎসব ১৯৭১

রবীন্দ্র সদন

২৩শে জানুয়ারী : সকাল ৯-৪৫
নেতাজী তথ্যচিত্র
এবং
সারা ভারতের লোকসঙ্গীত ও নৃত্য
ক্যালকাটা ইয়ুথ ক্বোয়ার

২৪শে জানুয়ারী : সকাল ৯-৪৫
নেতাজী তথ্যচিত্র
এবং
নৃত্যনাট্য : চণ্ডালিকা

২৬শে জানুয়ারী : সকাল ৯-৪৫
নেতাজী তথ্যচিত্র
এবং
নাটক : সিরাজদ্দৌলা

টিকিট : ২৫, ১০, ৫, ও ৩, টাকা
প্রাপ্তিস্থান : নেতাজী ভবন ও রবীন্দ্র সদন
৩, টাকার টিকিট শো-র একদিন পূর্বে

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
আজ : নতুন সূচী
হিন্দী : বেলা ১২-৩০টা ও ৩-৩০টা
বাংলা : বেলা ২টা ও বিকাল ৫টা
ইংরাজী : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

অনুগ্রহপূর্বক
মেট্রোয় প্রদর্শনীর সময় পরিবর্তন
লক্ষ্য করুন
রাজকাপুরের
মেরা নাম জোকার
(টেকনিকলর)
মেট্রো — লোটাস — মেনকা
১, ৬ ১, ৫॥ ১॥, ৬
দর্পণা — গণেশ — ওরিয়েন্ট
১॥, ৬ ২॥, ৫৳ ১, ৫৳

জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে !!
১৯, ২০, ২১শে জানুয়ারী '৭১
বেলা ১২টায় বিশেষ প্রদর্শনী
রঞ্জিতমল কাঁকারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের সৃষ্টি
শঙ্করস্কোপ
একাডেমী অব্‌ ফাইন আর্টস-এ
প্রত্যহ : ১২টা, ৩টা ও ৬টায়
বেলা ১২টার প্রদর্শনীর
টিকিট-মূল্য—২, ৩, ৫, ও ৭, টাকা
বেলা ১২টার প্রদর্শনীর অগ্রিম টিকিট
একদিন পূর্বে পাইবেন
(বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা)
২৪শে জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রদর্শনীর মেয়াদ বাড়ান হইল ২৪ এবং ২৫ তারিখের জন্য অগ্রিম টিকিট ২১ তারিখ বেলা ১০টা হইতে পাওয়া যাইবে।

পরমোপভোগ্য ৫ম সপ্তাহ !
রামানন্দ সাগরের
গীত
ইস্টম্যানকলার
সঙ্গীত: কল্যাণজী-আনন্দজী
প্রত্যহ : ২, ৫॥, ৮৳টা * খান্না ১॥, ৫, ৮॥টা
পার্বতী ১২, ৩, ৬টা
হিন্দ : খান্না : তসবীরমহল
খাতুনমহল (৮ম) শ্রীরামপুর টকীজ (৮ম) মোহন (বহরমপুর ৮ম) অশোক (পাটনা, ৭ম) শ্রীদুর্গা (৬ষ্ঠ) ইন্দ্রধনু (নক্সী, ৪র্থ) অভয় (মধুপুর, ৪র্থ) উদয়ন (কাঁথি, ৩য়) শুভ্রছায়া (চিরকুণ্ডা, ৩য়) সুরশ্রী (বাউড়িয়া, ৩য়) স্বপ্না (আদ্রা, ৩য়) রাধাশ্রী (দমদম, ২য়) রমা (বিরাটী, ২য়) অঞ্জলি (শিলং, ২য়) পার্বতী (হাওড়া) মুক্তি (কামারহাটি)

কৃষ্ণাতে প্রত্যহ চারটি শো
হরে কৃষ্ণ............হরে কৃষ্ণ
পরম সুখ এবং চিরন্তন আনন্দের প্রতীক
শ্রী কৃষ্ণ লীলা
হোমী ওয়াডিয়া এস.এন.ত্রিপাঠী · ভরত ব্যাস
মাস্টার শচীন - হেলা কুমারী
কৃষ্ণা - নিউ সিনেমা
১২, ৩, ৬, ৯টা ৩, ৬, ৯টা
প্রিয়া — মিত্রা — রূপালী
২॥, ৫॥, ৮॥টা ২, ৫, ৮টা ২॥, ৫॥, ৮॥টা
ছায়া — ইণ্টালী — দীপ্তি
২, ৫, ৮টা ২, ৫, ৮টা ২॥, ৫॥, ৮॥টা
এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

এ মরশুমের হকিতে বাইরের ১১ জন

স্টাফ রিপোরটার

বি এইচ এর সম্পাদক শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী জানান যে, এবছর বাংলায় হকি খেলার জন্য মোট ১১ জন আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্রে সই করেছেন। তাদের মধ্যে ৪ জন মহমেডানে, দুজন করে ইসটবেঙ্গল ও মোহনবাগানে এবং তিনজন বি এন আরে খেলবে বলে জানা গিয়েছে।

রামবাবু গুপ্ত ও নরসিংহ প্রসাদ সিং (উত্তর প্রদেশ) ইসটবেঙ্গল; বলবন্ত রাই নাইডু (বিদর্ভ) ও ভগবৎ সিং (মধ্য প্রদেশ) মোহনবাগানে; বশীর হাসান (হায়দরাবাদ), শ্রীকান্ত তেওয়ারী (উত্তর প্রদেশ), ইসান এলাহি (উত্তর প্রদেশ), আজ্জাদ হোসেন (উত্তর প্রদেশ); আবদুল হামিদ, মনোহর গোটাকের, ডি কে ভট্টাচার্য (সবাই বিদর্ভ) মহমেডান ও বি এন আরে খেলবেন।

বিশ্ব কাপ হকির স্থান পরিবর্তন ?

করাচী, ১৮ জানুয়ারি—পাকিস্থান হকি ফেডারেশনের সভাপতি জেনারেল কে এম আজ্জার খাঁ বলেছেন 'পাকিস্তান হকি ফেডারেশন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে আগামী মাসের বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের স্থান লাহোর থেকে ঢাকায় পরিবর্তনের জন্যে অনুরোধ করেনি।

বিশ্ব কাপে ভারতীয় হকি দলের যোগদান সম্পর্কে কয়েকজন পাকিস্তানী যে ভীতি প্রদর্শন করেছে সেই সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ঐ উত্তর দিয়েছেন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যপাল। তিনি বলেছেন, 'আমি এই বিষয় কোন নির্দেশ আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের কাছ থেকে পাইনি। তবে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন ইচ্ছা করলে অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করতে পারেন।' লাহোরে প্রতিযোগিতার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে ও যা কিছু বাকী আছে তাও শেষ করা হচ্ছে। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কাছ থেকেও তিনি সরকারীভাবে অনুষ্ঠানের স্থান অন্য কোথাও করার অনুরোধ পাননি।

তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তান যদি বিশ্ব কাপের খেলা লাহোরে না করে বা যোগদানকারী কোন দলকে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে না দেয় তা হলে ওর পরিণাম কি হবে তাও জেনে রাখা উচিত —পাকিস্তান দু বছরের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদান করতে পারবে না। এমন কি এর ফলে পাকিস্তান হকি দল ১৯৭২ সালে মিউনিকের বিশ্ব অলিমপিকেও যোগদান করতে পারবে না।'

—এ পি

নরদারন আন্তঃরেল হকি চ্যামপিয়ন

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—আজ আন্তঃরেল হকির ফাইনালে নরদারন রেল ২—১ গোলে সাউথ ইসটারন রেলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। প্রথমার্ধের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত ছিল।

মুখ্যতঃ রক্ষণাত্মক খেলায় কেন্দ্রীভূত দু দলের খেলার দ্বিতীয় মিনিটেই সাউথ ইসটারন রেল একটি গোল করে এগিয়ে যায়। হামিদের দর্শনীয় গোলমুখে সেনটারের গতি পরিবর্তন করে আকতার আলি এই গোলটি করেন ১—০। এক গোলে এগিয়ে যাওয়ায় সাউথ ইসটারনের আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ে। মুস্তাকের ক্রস সেনটার থেকে চাঁদ সিং গোলের একটি সহজ সুযোগ হারান। ২৩ মিনিটের সময় মুকবেন সিং পেনালটি করনার থেকে প্রয়োজনীয় গোল শোধ করে দেন ১—১।

বিরতির পর থেকেই নরদারন রেলের প্রাধান্য প্রকট হয়ে ওঠে। ৪৯ মিনিটের সময় লং করনার থেকে ইন্দার সিং হরবিন্দারকে বল দিলে হরবিন্দার পুনরায় বলটি ইন্দার সিংকে এগিয়ে দেন। ইন্দার সিং বল পাওয়ামাত্র তীব্র কোনাকুনি সটে জয়সূচক গোল করেন ২—১।

নরদারন রেল—করমজিৎ সিং; মুকবেন সিং ও রাখেশ; বারীন্দর সিং, রাজীন্দর সিং ও হরিশংকর; বলবন্ত সিং, বলবীর সিং, হরবিন্দার সিং, ইন্দার সিং ও জসমীন্দার সিং।

সাউথ ইসটারন রেল—রোজারিও; সেলিম বেগ ও কুশলকুমার; কুলদীপ সিং, কে সি রাও ও মহম্মদ সঈদ; মুস্তাক, আবদুল হামিদ, সুখদর্শন সিং, চাঁদ সিং ও আকতার আলি।

এর আগে সেমিফাইনালে পরাজিত দুই দলের খেলায় ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাকটরি ১—০ গোলে ওয়েসটারন রেলকে পরাজিত করে।

—পি টি আই

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

১৮-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট : E-269962 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং A-167631, B-410664, C-126411, D-305412 অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

হাতে ৮ উইকেট

মাদ্রাজের জয়লাভের জন্য ১৩৮ প্রয়োজন

বিশাখাপত্তনম, ১৭ জানুয়ারি—ভিজিয়ানাগ্রামে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে কলকাতার বিপক্ষে জয়লাভ করতে হলে মাদ্রাজকে ১৩৮ রান করতে হবে। প্রথম ইনিংসে মাদ্রাজ ১৩৮ রান করে। কিন্তু কলকাতা মাত্র ১০৬ রানে আউট হয়। ফারনানডেজ কলকাতার ৫ জন ব্যাটসম্যানকে মাত্র ৪১ রানে আউট করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে মাদ্রাজ ২ উইকেটে ৩৫ রান করে।

—পি টি আই

স্টেশনারি অফিসের স্পোরটস

স্টাফ রিক্রিয়েশান ও ওয়েলফেয়ার ক্লাবের স্পোরটস বুধবার ২০ জানুয়ারি আশুতোষ কলেজ মাঠে বেলা ১১টায় আরম্ভ হবে। এ্যাসিসট্যানট কনট্রোলার স্টেশনারি শ্রী আর এ গৌর পুরস্কার বিতরণ করবেন।

মঙ্গলবারের ক্রিকেট খেলা

সিনিয়র নক আউট—
টি অগ্রগামী : বি ইউ সি (রাজস্থান); মহঃ স্পোরটিং : স্পোরটিং ইউনিয়ন।
জুনিয়র নক আউট...বাটা : জোড়াবাগান; ভবানীপুর : আড়িয়াদহ (তালতলা)।
আন্তঃ কলেজ নক আউট—সিটি : ভবানীপুর (মারকাস স্কোয়ার)।

স্বাস্থ্যবান হউন এবং সুখী জীবন উপভোগ করুন

নবযৌবন প্রাপ্তি, স্বাস্থ্য, অকাল বার্ধক্য, শক্তিহীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রোগে রোগাক্রান্ত অভিজ্ঞ, জীবনীশক্তি বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ জেড. এম. সাহেব, জি সি এস এক্স এইচ এম এণ্ড আর বি আই এস এম বি-এর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বিশেষত্ব—আধুনিক সৌজা লক চিকিৎসা। বিশেষ ঔষধ এবং ইনজেকশন ছাড়া, আধুনিকতম যন্ত্রগুলি স্বায়ু দুর্বলতা ও স্নায়বিক বৈকল্যের চিকিৎসা করা হয়। **ওরিয়েন্টাল ডিসপেনসারী** রেজিঃ। ১০৩, হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার প্রায় অর্ধ ফার্লং পশ্চিমে)। ৩৪-১১৫৮, সময়—৯—১২টা, বৈকাল ৫—৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ।

স্কুল ক্রিকেট টেসট

ভারতীয় স্কুলের "রাবার" লাভ

মাদরাজ, ১৮ জানুয়ারি—ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল শেষ বা পঞ্চম ক্রিকেট টেসট ম্যাচে ইংলিশ স্কুল দলের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে 'রাবার' লাভ করেছে। আগের চারটি টেসট ম্যাচের মধ্যে ১টিতে ভারতীয় স্কুল বিজয়ী হয়। শেষ টেসট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় একটি খেলায় বিজয়ী থেকে 'রাবার' পেয়েছে। ভারতীয় স্কুল দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৩ রানে শেষ করে। এইচ শা ১০০ রান করে। পরে ইংলিশ স্কুল দল খেলে দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১১০ রান করে।

ভারতীয় স্কুল—১ম ইনিংস—২২৩ রান, ২য় ইনিংস—২১৩ রান। (এইচ শা ১০০)।

ইংলিশ স্কুল—১ম ইনিংস—৪ উইঃ ১৯০ রান, ২য় ইনিংস ৫ উইঃ ১১০ রান।

—পি টি আই

ভিজি ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় দল

স্টাফ রিপোরটার

ভি জি ট্রফিতে খেলার জন্য পূর্বাঞ্চলের দল (অধিনায়ক, কলকাতা), এস নির্বাচিত হয়েছেন কলকাতার প্রলয় চেল। নীচে টীম দেওয়া হল:—

প্রলয় চেল (অধিনায়ক-কলকাতা), এস দাস (সহ অধিনায়ক-রাঁচী), দিলীপ দোশী, আর মুখারজি, এস মিত্র, এস দাস, ও পি নিয়োগী (সবাই কলকাতা); সন্দীপ রায় (রাঁচী), এ গুহঠাকুরতা, এস ভদ্র (যাদবপুর), বিমল ভারালী (গৌহাটি), এ গোস্বামী (সম্বলপুর), এ রহমন (রবিশঙ্কর) ও কে দাস (বিহার)।

সি এ বি-র সম্পাদক জে পি হলেন

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রীশম্ভু পান জাসটিস অব পিস হয়েছেন। শ্রীপান একজন টেসট আমপায়ার, বিশিষ্ট ক্রীড়া-সংগঠক এবং সমাজসেবী। তালতলা সেবা সমিতি এবং বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতির সভ্য। তিনি তালতলা ইনসটিটিউটেরও সাধারণ সম্পাদক।

আন্তঃ কলেজ নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

সোমবার আন্তঃ কলেজ নক আউট ক্রিকেটের প্রথম রাউনডে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবাসী সান্ধ্য বিভাগ ২ উইকেটে গোয়েঙ্কা কমারসকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউনডে উঠেছে এবং বেলুড়ের আর কে মিশন কলেজ ১ উইকেটে গুরুদাস কলেজকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউনডে উঠেছে।

গোয়েঙ্কা কমারস : ১৫৫ (এ চ্যাটারজি ৩৪, ও ভাদুড়ি ৩৭; পি সেন ২১ রানে ৪ উইঃ)

বঙ্গবাসী সান্ধ্য : ৮ উইঃ ১৫৬ (এস সিংহ ৪০ নট আউট, ডি ঘোষ ৪০ রানে ৪ উইঃ)। বঙ্গবাসী সান্ধ্য ২ উইঃ জয়ী।

গুরুদাস : ১২৪ (কে সেন ভারত ২৪, ডি সেনগুপ্ত ১৮ রানে ৪ উইঃ, এম রায় ৫৬ রানে ৩ উইঃ)

আর কে মিশন বেলুড় : ৯ উইঃ ১২৬ (এ পাল ৩৭, এ হোড় ৩০, জি ঘোষ ৪৮ রানে ৫ উইঃ) (আর কে মিশন ১ উইঃ জয়ী)।

বিশ্ব টেবল টেনিসে ভারত খেলবে

দিল্লি, ১৮ জানুয়ারি—ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশন ঘোষণা করেছেন যে, ভারতীয় টেবল টেনিস দল জাপানের বিশ্ব টেবল টেনিসে ও সিঙ্গাপুরের কমনওয়েলথ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। এর জন্যে চারজন খেলোয়াড়কে মনোনীত করা হয়েছে—

জি জগন্নাথ (রেলওয়ে অধিনায়ক); ভি এম মারচেন্দ (মহারাষ্ট্র), মীর কাশিম আলি (অন্ধ্র প্রদেশ) ও দীপক ওয়াধেরা (দিল্লি)। এই চারজন খেলোয়াড় ১ ফেবরুয়ারি থেকে পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ স্পোরটসে শিক্ষাধীনে থাকবে।

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা সিঙ্গাপুরে ২০ মারচ থেকে ২৫ মারচ হবে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা জাপানের নাগোয়া শহরে ২৮ মারচ থেকে ১ এপরিল হবে। ভারতীয় দল সিঙ্গাপুরের খেলা শেষ করে জাপান যাবে।

ভারতীয় মহিলা টেবল টেনিস দলের ঐ দুই প্রতিযোগিতায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু টেবল টেনিস ফেডারেশনের পরিচালকমণ্ডলী তা অনুমোদন করেননি।

—ইউ এন আই

জে হ্যামশায়ারের ১২২ রান

নিউক্যাসল, ১৮ জানুয়ারি— এম সি সি ও নরদারন নিউ সাউথওয়েলস কাউনটি দলের তিনদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এম সি সি শেষ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৩২২ রান করে। হ্যামসায়ার ১২২ রান ও কাউড্রে ৭০ রান করে ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েসট ইনডিজে ভালই খেলবে'

—বিজয় মারচেনট

বোমবাই, ১৮ জানুয়ারি—ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয় মারচেনট ওয়েসট ইনডিজ ভ্রমণকারী নির্বাচিত ভারতীয় ক্রিকেট দল সম্পর্কে বলেছেন "১৯৬২ সালের যে দল পাঁচটি টেসটে পরাজিত হয়েছিল তার চেয়ে এবারের দল যে ভাল খেলবে এতে সন্দেহ করার কারণ নেই।" তিনি বলেন "অজিত ওয়াড়েকরের পরিচালনায় যে দল যাচ্ছে তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলারের সমন্বয় গঠিত বলা চলে। দলে আছেন প্রসন্ন ও বি এস বেদী। তা ছাড়া আছেন কৃতী তরুণ ব্যাটসম্যান বিশ্বনাথ।"

"দল যেভাবে গঠন করা হয়েছে তাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। ভাল ফলাফলও আশা করা অন্যায় হবে না। এটা ঠিক এই দলে ফাসট বোলার নেই আবার বিজয় হাজারে (১৯৫৩ সালের ভারতীয় ভ্রমণকারী দলের অধিনায়ক ছিলেন) বা পলি উমরিগরের (যিনি ১৯৫৩ ও ১৯৬২ সালে ওয়েসট ইনডিজ ভ্রমণ করেছিলেন) তাঁদের মতন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যাটসম্যান নেই তবুও আমি বলতে পারি—সাধারণে যা ধারণা করতে পারেন না তা থেকেও ভাল ফলাফল প্রদর্শন করবে। ওয়েসট ইনডিজের পিচ ঠিক ভারতীয় স্পিন বোলারদের সাহায্য করবে কিনা অথবা ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ওখানকার ফাসট বোলারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন কিনা আমি বলতে পারি না।"

"এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, পতৌদির নবাব রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দলের সঙ্গে যেতে পারছেন না। আরও একজন মিডিয়াম পেস বোলার বা স্পিন বোলার দলে থাকলে ভাল হত কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে মারচেনট বলেন আরও বোলার দলে প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে চন্দ্রশেখর ঠিক যদি আগের মতন বল করতে পারতেন তা হলে দলে থাকলে ভালই হত। তা ছাড়া মিডিয়াম পেস বোলাররা ওদেশে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না।"

—পি টি আই

কৃষি সংবাদ

পাট চাষের বিশেষ প্রকল্প

চলতি বৎসরে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় ১ লক্ষ একর জমিতে নিবিড় পাট চাষ প্রকল্পের এক বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলায় ৪২ হাজার একর জমিতে এবং দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ৫৮ হাজার একর জমিতে এই কর্মসূচী কার্যকর হবে।

এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত পাট চাষীদের উন্নত প্রথায় পাট চাষের জন্য অল্প মূল্যে বীজ, বিনামূল্যে সার এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে একর প্রতি ১০ কেজি হারে ইউরিয়া সার বিনামূল্যে চাষীভাইদের দেওয়া হবে। এই সার অবশ্যই জলে গুলে ছিটান যন্ত্রের সাহায্যে গাছের পাতায় ছিটাতে হবে। প্রয়োজনীয় বীজ সরকারী খামার এবং ন্যাশনাল সীড করপোরেশনের অনুমোদিত ডীলারের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তর বাংলায় জানুয়ারী মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে তিতাপাট বীজ পাওয়া যাবে। এ বছর প্রতি কেজি তিতাপাটবীজের (জে আর সি-২১২ ও ৩২১ এবং ডি-১৫৪) দাম ২.২০ পয়সা এবং মিঠাপাটবীজের (জে আর ও-৬৩২ ও৮৭৮) দাম ৩.২০ পয়সা ধার্য করা হয়েছে। বিক্রয়কর শতকরা ৬ টাকা স্বতন্ত্র)

কোন রকম অসুবিধা হলে স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার কিংবা জেলা কৃষি আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করুন।

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ২৪৮(২)/৭১

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

১৮-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা টিকিট নং B-244264
প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1. C-377838	2. C-278307	3. B-299469	4. A-188553
5. D-159720	6. D-366564	7. B-306016	8. C-236469
9. A-261625	10. D-106340	11. A-008479	12. A-237684
13. C-235953	14. C-179760	15. A-315607	16. B-354125
17. B-173583	18. D-025118	19. A-141325	20. D-322539

দ্রষ্টব্য : নম্বরের মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
চণ্ডীগড়

স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট সমূহের ডাইরেক্টরি

(২য় খণ্ড)

এপ্রিল ১৯৬৬ হইতে মার্চ ১৯৬৯ তারিখের মধ্যে যে সকল স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট রেজেস্টারিভুক্ত হইয়াছে তাহাদের ডাইরেক্টরির ২য় খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এমনকি বিদেশেও ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প মহলে এই খণ্ডটি ব্যাপক প্রচার লাভ করিবে।

শিল্পপতি, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইত্যাদির পক্ষে তাঁহাদের ব্যবসা এবং উৎপাদিত দ্রব্যাবলীর বিজ্ঞাপনের জন্য এই খণ্ডটি একটি লাভজনক ও উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

বিজ্ঞাপনের হার

ভিতরের কভার (প্রতি পৃষ্ঠা) ৪০০, টাকা		অর্ধ পৃষ্ঠা	১৫০, টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা ২৫০, টাকা		সিকি পৃষ্ঠা	৭৫, টাকা
		১/৮ পৃষ্ঠা	৩০, টাকা

পৃষ্ঠার মুদ্রিত অংশ : ২৫·৫ সি এম × ১৯·৫ সি এম

যোগাযোগ করুন :
ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ (স্ট্যাটিস্টিকস)
সার্ভে উইং
ডাইরেক্টরেট অফ কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬৭ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল) কলিকাতা-১

ডব্লু বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাডভাঃ নং ২৪২(৪)আই পি আর/এ/৭১

অন্যান্য চিত্রগৃহে

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭ ২১২৫ — ১॥, ৪, ৬॥ — চাওয়া পাওয়া
জয়া — ৫৭-৩১৩৬ বাতানুকূল — ১ ও ৫-৩০ — মেরা নাম জোকার (৩য় সপ্তাহ)
রূপম — ফোন : ৩৪-৪৩১৭ — ১, ৪ ও ৭টায় — ওয়ারিশ
বিনোদিনী — বাগুইআটি — ১, ৪, ৭টা — দুটি মন
পূর্বাশা — ৪৬-২৩৩২ — ১, ৪॥, ৭॥ — জনী মেরা নাম
রাধাশ্রী — (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০০ — ১, ৪, ৭ — গীত
জেম — প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা চিত্র — UPPER SEVEN THE MAN TO KILL (A)
অশোকা — বেহালা ৪৫-৪০১২ — ১২, ৩, ৬টা — অগ্নিপরীক্ষা
অলকা — ৬৭-২০২৭ — ১, ৪॥ ও ৭॥টায় — জনী মেরা নাম (২য় সপ্তাহ)
নারায়ণী — তাপনিয়ঃ ৫৬-৩৩০৮ — ১টা, ৫॥টা — মেরা নাম জোকার (৩য় সপ্তাহ)
পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৮১৯ — ১২, ৩, ৬॥ — গীত (রঙীন)
সুরশ্রী — ৩৫-৩৪৩৬ — ১২, ৩॥, ৬॥ — সবার উপরে
শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫০ — ১২, ৩, ৬ — শূন বরনারী
রূপায়ন — সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ — ১ ৪৳ ৮ — পহেচান
শ্যামলী — ৬৭-২৩৫৮ — ১ ৪ ৭টায় — কলঙ্কিত নায়ক
রমা — বিরাটি — ১৳, ৩৳, ৬৳ — গীত (২য় সপ্তাহ)

৮ম বিজয়দৃপ্ত সপ্তাহ !
ধর্মেন্দ্র·হেমা মালিনী
তুম হাসীন ম্যয় জোয়ান
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা : ভাপ্পী সোনী
সঙ্গীত : শঙ্কর জয়কিষণ
সোসাইটি ২॥, ৫৳, ৮৳ — অনুরাধা (গৌহাটি)
প্রভাত (কটক) — চিত্রা (কটক)
অন্নপূর্ণা : বারুইপুর শো হাউস
(সোনারপুর) (বারুইপুর)

আর ডি বনশল প্রযোঃ সত্যজিৎ রায়ের
চারুলতা
প্রত্যহ : ২, ৫, ৮
রূপবাণী · অরুণা · ভারতী

আগামীকাল অগ্রিম বুকিং শুরু
উত্তম অপর্ণা অভিনীত
কল্যাণমন্দিরের
পরিচালনা মাত্রিক
সঙ্গীত ভূপেন হাজারিকা
এখানে পিঞ্জর
শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী থেকে
রূপবাণী·ভারতী·অরুণায়
পদ্মশ্রী ॥ সুচিত্রা ॥ যোগমায়া
নিউ তরুণ ॥ নেত্র ॥ মায়া ॥ কৈরী
নৈহাটী সিনেমা ॥ শ্রীরামপুর টকীজ

বৃহস্পতিবার ৬টা — শনিবার বেলা ৪টা — রবিবার ও ছুটির দিন ২॥ ও ৬টা
থীয়েটার ... শর্মিলা

বিশ্বরূপা — ফোন — ৫৫-৩২৬২
বৃহঃ ৬টা, শনি, রবি ও ২৬শে ২॥ ও ৬
বেগম মেরী বিশ্বাস
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সবিতাব্রত, সত্য, কণিকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

রঙমহল — ফোন — ৫৫-১৬১৯
বৃহঃ ৬টা * শনি ও রবি : ২॥ ও ৬টায়
মনোজমিত্রের
বাবাবদল

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায়, সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
পরশু ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে
শনিবার ও রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরে এখন এই ছবিটিই চলছে
সর্বত্রই বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করছে
২য় চাঞ্চল্যকর সপ্তাহ
দেব আনন্দ · হেমামালিনী · প্রান অভিনীত
জনী মেরা নাম
ইস্টম্যানকলার
লাইটহাউস — জ্যোতি — জেম
২, ৫॥, ৫ ৮॥ — ২, ৫॥ ও ৮৳
মুনলাইট — বসুশ্রী
২, ৫॥, ৮৳
বীণা — পূর্ণশ্রী
১॥, ৫, ৮ — ২, ৫॥ ও ৮॥
পার্কশো · প্যারামাউন্ট · ভবানী
২॥, ৫৳ ও ৯ — ২, ৫॥, ৮-৪৫ — ২, ৫॥ ও ৮॥
পুষ্পশ্রী — মৃণালিনী — রিজেন্ট
১২, ৩, ৬॥ — ১, ৪, ৭॥ — ২, ৫॥, ৮॥
অলকা ১, ৪॥, ৭॥ — শ্রীকৃষ্ণ (বালি) ১, ৪, ৭
পি. সন পূর্বাশা শান্তি · নিশাত বিভা · সন্ধ্যা রজনী রামকৃষ্ণ স্বপ্না বর্ধমান সিনেমা চিত্রালয় রূপকথা (মালদহ) রূপালী নিউ সিনেমা (আসানসোল) · গ্র্যান্ড (কটক) · উর্বশী (গৌহাটি) বিজলী (গৌহাটি) ঝংকার (শিলিগুড়ি)

৩৯শ সপ্তাহ !
উত্তম সাবিত্রী অভিনীত
নিশিপদ্ম
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
শ্রী ● প্রাচী ● ইন্দিরা
১২ ৩ ৬ — ২॥ ৭॥ ৭ — ৩ ৬ ৯
কল্পনা (৪র্থ) ও অন্যত্র

৩৬ সপ্তাহ !
সত্যজিৎ রায়ের
প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৪৫
মিনার-বিজলী-ছবিঘর
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

* ৬ষ্ঠ সপ্তাহ *
অরুণ রায়চৌধুরী নিবেদিত
রূপসী
রাধা · পূর্ণ · পূরবী
(২॥ ৫৳ ৮॥) (২॥, ৫৳, ৮৳)
পদ্মশ্রী (৩য়) ॥ কৈরী (৪র্থ) ॥ শ্রীমা (২য়) মিলনশ্রী (২য়) ॥ গৌরী ॥ জ্যোতি ॥ কাঞ্চনী ॥ ভারতী (চাকদহ) ॥ মহুয়া ॥
শুক্রবার থেকে : রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি) পরী (মেটিয়াব্রুজ) ॥ বারুইপুর শো হাউস
রবি থেকে : গ্রান্ড (কটক)

লোকায়নের নাট্যোৎসব
কলা মন্দিরে (C. L. T.)
আজ—গন্ধরাজের হাততালি
কাল—শ্যামা নৃত্যনাট্য
নৃত্য—শক্তি নাগ, সঙ্গীত—শৈলেন মুখার্জী
—হলে টিকিট—
১৬ই ফেব্রুঃ মুক্তাঙ্গনে—গন্ধরাজের হাততালি

আজ ৬১ তম দিবস
দক্ষযজ্ঞ
আলেয়া — নৈহাটি সিনেমা (২য়) — অরোরা (২য়) ॥
(২, ৫, ৮)
রূপশ্রী ॥ বিচিত্রা ॥ গোধূলী ॥ অনুরাধা

গুরু দত্ত ফিল্মের
উমঙ্গ
প্রত্যহ : ৩, ৬ এবং ৯টা
৪র্থ সপ্তাহ
— রক্সি —

রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ !
মঞ্জরী অপেরা (A)
উত্তরা (১২, ৩, ৬॥টা) উজ্জলা (২॥, ৫৳, ৯টা)
চিত্রমন্দির (কৃষ্ণনগর, ২য়) চিত্রবাণী (ভাণ্ডারহাটি) অরোরা (খড়্গপুর) বলাকা (দেবগ্রাম) কল্যাণী (বালুরঘাট)

* রাজেশ খান্নার স্মরণীয় দ্বৈত ভূমিকা— ও মুমতাজ !
সাচ্চা ঝুটা
(ইস্টম্যান কলার)
নাজ (৩, ৬, ৯) ও ২য় সপ্তাহে—
কালিকা (২॥, ৫॥, ৮॥)

আজ
টিকিট বিক্রয় শুরু
চিত্রজগতের এক নতুন ধারা আপনার চোখের সামনে নতুন জগতের দরজা খুলে দেবে...আজকের সমাজের এক বিস্ময়কর এবং গতিময় কাহিনী

মহারাজা
শুক্রবার ২২ জানুয়ারী থেকে
অপেরা:জেম:প্রিয়া (প্রিয়াতে প্রত্যহ চারটি শো)
প্রভাত : খান্না
ন্যাশনাল · কল্পনা · অশোক · খাতুনমহল জয়শ্রী · চলচ্চিত্রম · নীলা · লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা · শ্রীকৃষ্ণ · শ্রীলক্ষ্মী · শ্রীদুর্গা রূপমহল (বর্ধমান) · অনুরাধা (দুর্গাপুর) রূপকথা (আসানসোল) বিহার টকীজ (ঝরিয়া)
২১শে জানুয়ারী থেকে রক্সাক (রৌরকেল্লা)
রবিবার পর্যন্ত জেম-তেও চারটি শো
—অজন্তা পিকচার্স রিলিজ—

অভিনেতৃসংঘ প্রযোজিত নতুন নাটক ধরমবীর ভারতী রচিত **অন্ধযুগ**
হিন্দি থেকে অনুবাদ : প্রণতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘটনাকাল : কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শেষ দিনের সন্ধ্যা থেকে প্রভাস তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত।
প্রবেশক্রম অনুসারে অংশগ্রহণকারী :
রুদ্রসুন্দর দাস, অশোক মিত্র, লোকনাথ চন্দ্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, রমেশ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, জগৎ মিত্র, শিরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার দাস, শোভন লাহিড়ী, অসীম চক্রবর্তী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গনায় ২০শে জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যা ৬টায়
প্রবেশপত্র :—১০.০০ ৭.০০, ৫.০০, ৩.০০
॥ হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

৬ সাতের নামতা ৬ গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

রবিবারের বিশেষ পুরস্কার ১০,০০০, টাকা
A-115122

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা
A-169195

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি পুরস্কার

1. C-410261	2. C-355242	3. B-088150	4. A-488465
5. A-138977	6. A-423654	7. D-464911	8. D-009627
9. B-416704	10. D-356183	11. C-452103	12. B-191174
13. A-294411	14. D-492499	15. B-259342	16. A-023030
17. A-461441	18. A-010010	19. A-120133	20. D-287854

দ্রষ্টব্য : নম্বরের মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ, চণ্ডীগড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ৱ নোটিস

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, আর্বান ড্রেনেজ ডিভি, ৩৫, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, "টালির নালার উন্নয়ন সম্পর্কে টালির নালার উপর কালীঘাটে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট রোড ব্রিজ পুনর্নির্মাণের" জন্য টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজটির অনুমিত বরাদ্দ : ১৩,৩৭,৬২১, টাকা (১১,১০,৭৪৯, টাকার পরিবর্তে)। অন্যান্য সকল শর্তাদি পূর্বে প্রকাশিত মত অপরিবর্তিত থাকিবে।

আই অ্যাণ্ড পি আর অ্যাড/এ ২৭১(৩)/৭১

হরিয়ানা স্টেট লটারিজ

অর্ধসাপ্তাহিক খেলা

(নিয়মিত ২৫তম খেলার সময়কালে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)

নোটিফিকেশন নং ডি ও এল/এইচ আর/৭১/৪১২

তারিখ ১৮-১-৭১

১৮-১-১৯৭১ তারিখ, সোমবার অনুষ্ঠিত অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল নিম্নরূপ :—

৫০০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার টিকিট নং I-0010214 — ৫০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার টিকিট নং I-0008695

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার চল্লিশটি পুরস্কার

1. A-0023275	2. A-0096175	3. A-0001478	4. A-0040159
5. A-0074976	6. B-0021828	7. B-0030607	8. B-0071873
9. B-0096915	10. B-0054704	11. B-0092821	12. B-0040688
13. B-0079849	14. B-0077520	15. C-0046788	16. C-0031894
17. C-0025503	18. C-0003154	19. D-0047671	20. D-0049081
21. D-0080699	22. D-0088084	23. D-0022625	24. D-0023088
25. E-0069671	26. E-0068433	27. E-0084037	28. E-0089206
29. E-0040036	30. F-0042821	31. F-0056621	32. F-0007508
33. G-0077777	34. G-0075303	35. G-0086374	36. H-0001293
37. I-0054298	38. I-0091681	39. I-0051783	40. I-0043839

বিঃ দ্রঃ কোনরূপ মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

এজেণ্ট/বিক্রেতা প্রথম/দ্বিতীয় পুরস্কারের ৭½% এবং ২½% পাওয়ার অধিকারী। এজেণ্ট (নিজেরাই বিক্রেতা হইলে) এবং বিক্রেতা পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের কাউণ্টারফয়েল পেশ করিলে প্রত্যেকটি ৫০, টাকা পুরস্কারের জন্য ১০, টাকার বিশেষ বোনাস পাওয়ার অধিকারী।

ডিরেক্টর অব লটারীজ কাম ডেপুটি সেক্রেটারী
গভর্নমেণ্ট হরিয়ানা ফিনান্স
লটারীজ ডিপার্ট
চণ্ডীগড়

বেশী কাপড় ধোয়, আরো ধবধবে করে, শ্রেষ্ঠ সাবানের চেয়েও

বোনাস অপূর্ব ধোলাইয়ের শক্তিতে ভরপূর। কাপড়চোপড় অনেক বেশী ধবধবে, অনেক বেশী উজ্জ্বল ক'রে তুলবে— এ একেবারে গ্যারাণ্টি। আর, যে কোনো সাবানের চেয়ে খরচও যে কম তাও, প্রমাণিত!

বোনাস দিয়ে সব চেয়ে ভাল ধোলাইয়ের উপায়

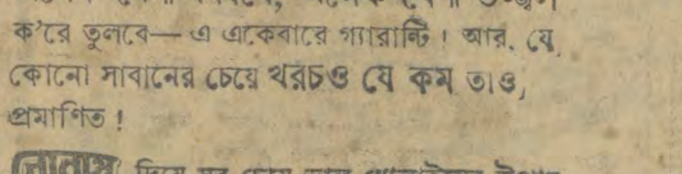

কাপড় ভাল ক'রে জলে ভিজিয়ে দিন।

প্রচুর ফেনার জন্যে সারা কাপড়ে একটুখানি বোনাস লাগান। সামান্য জল ছিটিয়ে বেশ ক'রে রগড়ে নিন।

ভাল ক'রে ধুয়ে ফেনা বার ক'রে দিন। ব্যবহারের পর, বোনাস শুকনো জায়গায় রাখবেন।

কম ঘষে বেশী ফেনা পাওয়া যায় বোনাসে। সব রকম কাপড়চোপড় ধোয়া যায় অনায়াসে।

এখন থেকে....অপরূপ ধোলাইয়ের জন্যে বোনাস ব্যবহার করুন

দাম মাত্র ৫৫ পয়সা

বোনাস টাটার তৈরী

CMTB-7-R-202 BEN

আন্তর্জাতিক পাদুকা রফতানি সম্মেলন শুরু

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ সোমবার কলকাতায় আন্তর্জাতিক পাদুকা রফতানি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এ দেশে পাদুকা শিল্পে 'বাটা'র বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করে শ্রী ঘোষ বলেন, ভারতের অধিকাংশ লোকই গরীব। অনেকের জুতা পরার সামর্থ্য নেই। কাজেই মুনাফা কিছু কম হলেও দেশের সাধারণ মানুষের জন্য জুতা তৈরি করা দরকার। গরীবদের কথা চিন্তা করে বাটা কোমপানিকে তিনি সস্তা দামের জুতা তৈরি করতে অনুরোধ জানান।

'বাটা-ইনডিয়া' আয়োজিত এই সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন। বিদেশের ২৫টি ক্রেতা সংস্থার প্রতিনিধি, অন্তর্জাতিক বাটা সংস্থার ৬০ জন বিক্রয় প্রতিনিধি, চর্ম রফতানি বৃদ্ধি পরিষদ, বিভিন্ন ছোট পাদুকা শিল্প সংস্থা ও বাটা, ইনডিয়ার প্রায় দু'শ' জন প্রতিনিধি মিলিত হয়েছেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য, পাদুকা রফতানির ক্ষেত্রে বিশ্বের বাজারে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা চল্লিশ বছর আগে এদেশে বাটা-ইনডিয়া স্থাপিত হয়। এখন এই সংস্থা সারা বিশ্বে পাদুকা ব্যবসায়ে অগ্রণী। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রেও এই সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

শ্রী টমাস জে বাটা সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সংস্থার সর্বস্তরের কর্মীদের, সরকারের ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় বাটার আন্তর্জাতিক সুনাম বেড়ে চলবে।

শ্রী জি এইচ থ্রিং এই সংস্থার দ্রুত অগ্রগতির বর্ণনা দিয়ে বলেন, এখন বাটায় কর্মী সংখ্যা ২২ হাজার। বছরে সরকারকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কর দেওয়া হয়, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পরিমাণ বছরে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে এই সংস্থা দেশকে গড়ে তোলার কাজে আরও বেশি সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী বি বি ঘোষ দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে বাটা সংস্থার অনুরূপ বড় বড় শিল্প-সংস্থাগুলিকে ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগকে কারিগরি সাহায্য দিতে অনুরোধ জানান।

শ্রী ভাইওরেল, শ্রী পি শেঠ ও শ্রী এ এম ব্যানার্জি প্রমুখ বাটার বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা তাঁদের বিভাগীয় কার্যকলাপ ও অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই উপলক্ষে গ্র্যানড হোটেলে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দবাজার পত্রিকা

[শুক্রবার ৫ই মাঘ ১৩৪০
ইং ১৯-১-৩৪]

আনন্দবাজার কার্যালয়ে পণ্ডিত জওহরলাল

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের আমন্ত্রণ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" শুভাগমন করেন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্র আনন্দবাজারের কর্ম্মীরা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন পণ্ডিতজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া, রোটারী প্রেস ও মুদ্রণ কার্য্য পরিদর্শন করান। অতঃপর সম্পাদকীয় বিভাগে উপস্থিত হইলে বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক শ্রীমান অরুণকুমার মিত্র তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। আনন্দবাজারের সংবাদ প্রচার ও কার্য্য পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়া পণ্ডিতজী বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।...

ব্রিটিশ হাইকোরটে ধর্মতেজার আপিল

লনডন, ১৮ জানুয়ারি—ডঃ জয়ন্তী ধর্মতেজা আজ এক ব্রিটিশ হাইকোরটে এই মর্মে আপিল দায়ের করেছেন যে ১৮ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন হবার জন্য তাঁকে যেন ভারতে পাঠানো না হয়। তিনি বলেন, আমি নির্যাতিত হচ্ছি। রাজনৈতিক কারণে ভারত সরকার আমাকে শাস্তি দিতে চান। ভারতে আমার প্রতি সুবিচার হবে না।

—এ পি

বেতারবার্তা

মঙ্গলবার—১৯ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বলাই ঘোষ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ ৬-৪৫ দেশ-বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত : সেতার ও খেয়াল—রাজা রায় ও পণ্ডিত মণিরাম; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ রানী গৈরালা—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা গোবিন্দদাস ও সহশিল্পিবৃন্দ— লোকগীতি; ৮-১৫ অমিতা মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ সন্ধ্যা মুখোঃ—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বিচিত্রা : বাংলা রূপক; ৯-৪৫ হীরক চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা দুলাল রায়—জলতরঙ্গ; ১০-৩০ কালীপদ দাস—খেয়াল। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১টা রামনারায়ণ—সারেঙ্গী; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বলাই ঘোষ—গীটার; ২টা গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (সপ্তম শ্রেণী), বীথিকা পাল—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ২-৪৫ হীরক চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত (শরট ওয়েভে); ২-৫০ বলাই ঘোষ—গীটার; ৩টা রম্যগীতি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সঙ্কেত, কল্যাণচন্দ্র লাহিড়ী—সেতার; ৫-৩০ বীথিকা পাল—আধুনিক, ৫-৪৫ জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল—পুরাতনী; ৬টা বলাই ঘোষ—গীটার; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ ছোটদের আসর; ৭টা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত; ৮-১৫ চলচ্চিত্র পর্যালোচনা—রবি বসু, নিশীথ সাধু—অতুলপ্রসাদের গান (শরট ওয়েভে); ৮-৩০ অমিতা মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৪৫ জ্যোৎস্না দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৯টা সন্ধ্যা মুখোঃ—খেয়াল; ৯-৩০ রানী গৈরালা—গজল; ৯-৪৫ নিশীথ সাধু—রজনীকান্তের গান; ১০টা আমার মতে : বাংলা কথিকা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা— রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৩০ গোবিন্দদাস ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ১০-৪৫ সন্ধ্যা মুখোঃ—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ, সং; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা। ২য় অধিঃ—১টা সময় সঙ্কেত, বারগ ভায়োলিন কনসারটো : আনদ্রে গারটলের (বেহালা); ১-৪০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ কালীপদ দাস—খেয়াল; ৬-৩০ দুলাল রায়—জলতরঙ্গ; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা জ্যোৎস্না দাস—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং), সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল— শ্যামাসংগীত; ৮টা হিন্দী কার্যক্রম; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং, দিল্লি থেকে); ৮-২৫ আহ্‌মেদজান থিরাকাওয়া—তবলা; ৮-৩০ সন্ধ্যা মুখোঃ—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ, সং; ৯-১৫ উল্লখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পপ সংগীত; ১০টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ কালীপদ দাস—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

দিনপঞ্জিকা

আজ সপ্তমী : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

মঙ্গলবার, ৫ মাঘ, ১৩৭৭ (২৯ পৌষ, ১৮৯২ শক), ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭১, ২১ জেলকদ। সপ্তমী দিবা ঘঃ ১০।৪০ মিঃ পর্যন্ত। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১।৪৮ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৫৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১১।২৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—মধ্যম তিথ্যম্‌তযোগ উত্তরে নাস্তি। শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা। মুখ্যচান্দ্র পৌষ গৌণ মাঘ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

মঙ্গলবার, ৫ মাঘ, ১৩৭৭ (২৯ পৌষ, ১৮৯২ শক), ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭১, ২১ জেলকদ। সপ্তমী দিবা ঘঃ ৭।৫।১৬ সেঃ পর্যন্ত। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১০।৩৪।১৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২৫ মিঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৯।১০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি। মুখ্যচান্দ্র পৌষ গৌণ মাঘ (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্র জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্র ভাঁটা আরম্ভ
মঙ্গলবার—	৪-১৫	৪-৩৩	৮-৪১	৮-৩৬

পুরুলিয়ায় কেঁদুলি মেলা

পুরুলিয়া জেলার মোহনপুরে প্রতি বছর 'কেঁদুলি মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে বৈষ্ণবরা পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব কেঁদুলি মেলায় যোগদানের পর পুরুলিয়ার এখানে এসে বিশ্রাম করতেন। এ বছর ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি এই উপলক্ষে নদীয়ার কীর্তন, বীরভূমের বাউল ও পুরুলিয়ার লোকসংগীত ও নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বারু গ্রামের সুখী কৃষক বলেনঃ-

"আরামে বাস করতে হলে ও ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেতে গেলে আপনার বাড়ীর ছাদে "এভারেস্ট" এসবেসটাস্ শীট লাগান।"

এছাড়াঃ ছাদের জন্য বাঁকা শীট (কাঠামোর জন্য পাইপ, শস্য মজুদ রাখার বিন্, দরকার (সেপটিক্ ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। হয় না) সেচের জলের ট্যাঙ্ক

এভারেস্ট

অ্যাসবেসটস সিমেণ্ট লিমিটেড
(টার্নার ও নেয়াল গ্রুপের একজন সভ্য)

ব্লক ডি, শিবসাগর এস্টেট, ডাঃ অ্যানি বেসান্ত রোড, ওয়ারলি বম্বে ১৮ ডবলিউ বি ● এভারেস্ট হাউস, গার্ডেন রীচ আরাডলা রোড, কলিকাতা—২৪ ● ২০২, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ—২ ● মার্শাল হাউস, হনুমান রোড, নিউ দিল্লী—১ ● এভারেস্ট হাউস, ১৪৮, নেপিয়ার টাউন, জবলপুর—১ ● পোদানুর (জেলা কোয়েম্বাটুর)

Focus/C/23 BEN

Understand the fascinating contradictions of the Russian soul

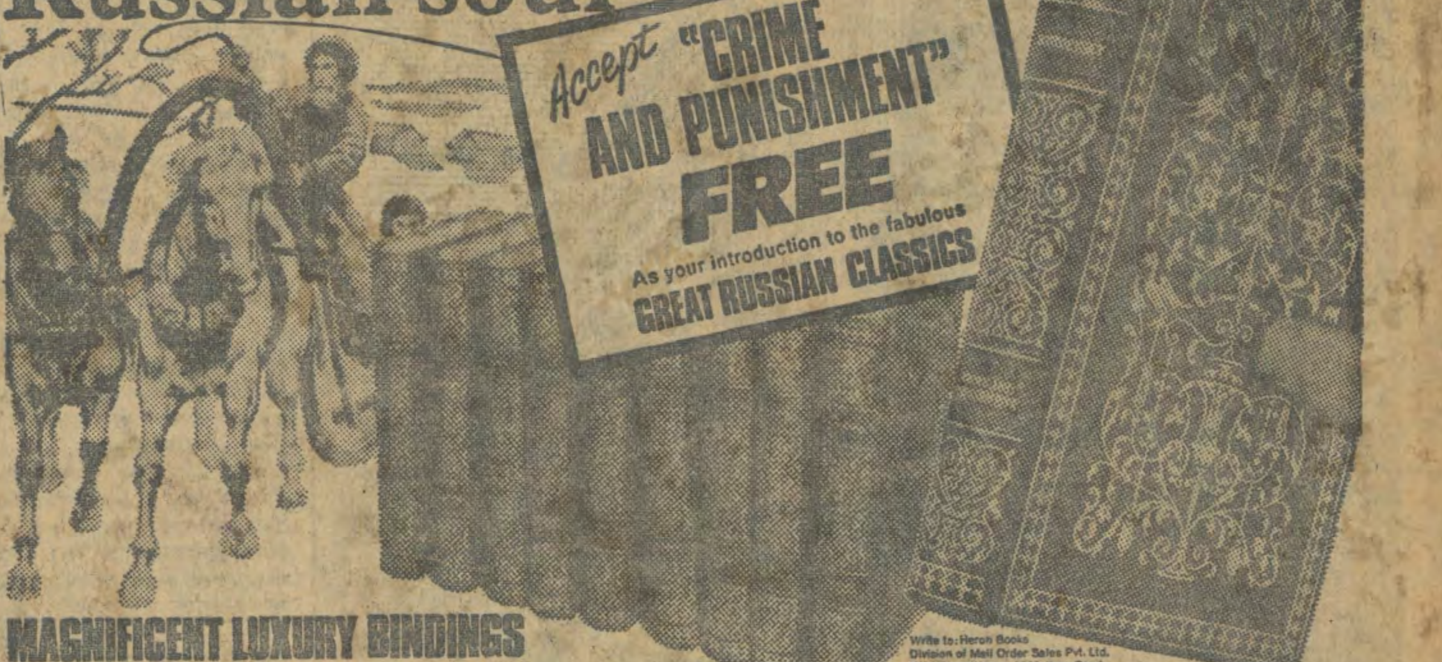

MAGNIFICENT LUXURY BINDINGS
for less than the cost of an ordinary edition

Feodor Dostoevsky's *Crime and Punishment*, the unforgettable story of a murderer who is his own judge, is one of the world's greatest novels. We would like you to accept it as a gift to introduce you to GREAT RUSSIAN CLASSICS, a new edition of the all-time greats of Russian literature presented in supremely beautiful bindings—exquisite examples of the bookbinding art of Europe—for *less* than the cost of many ordinary commercial novels.

A Boundless Panorama of the Russian Soul
Here, to entertain and thrill you are the best works of Tolstoy, Dostoevsky, Chekov, Gogol, Gorky, Turgenev and Pushkin. Through their genius you will penetrate to the heart of the intriguing, baffling and fascinating mystery of the Russian soul. You will meet such extraordinary characters as Prince Myshkin the saintly epileptic, madly voluptuous Dmitry Karamazov, tragic Anna Karenina who kills herself when love ends...and a host of other tempestuous Russian souls! But there's joy, too, in this passionate Slavic world. Gogol's rollicking story "The Nose", for instance, is one of the comic classics whose laughter echoes down through the years.

Your Own Exquisite Library at Low Cost
When you receive your free book, *Crime and Punishment*, you will see for yourself just how breathtaking the rich red "Czar Nicholas" style binding is...how lavish the gleaming golden embossing on cover and spine...how wonderful the specially commissioned illustrations—not to mention the quality of the fine woodfree paper or the elegant typography. And you will also surely approve of such valuable "extras" as the rounded corners, the decorative endpapers and the silken bookmark! You may have seen such luxury in museums or the homes of the very wealthy. But now, thanks to our economical direct subscription plan you, too, can build up such a splendid library of lasting value—*but at a fraction of the cost!*

Accept the first volume FREE
We invite you to judge the quality of these books for yourself, and to enjoy the brilliantly translated stories they contain, by returning the coupon below to us without delay. You will then receive on 10 days *free* approval, without any obligation whatsoever, Dostoevsky's *Crime and Punishment*. In addition we will also send you at the same time the second matchlessly bound volume in the series, containing Pushkin's masterpiece *The Captain's Daughter*, for which you need pay the postman only the low subscriber's price of Rs.23.50 (plus Rs.1.50 postage and packing charge). You must be absolutely delighted with these books or simply return them both within 10 days, without prejudice, for a full and immediate refund. Otherwise you may keep *Crime and Punishment* as our free gift to you, and keep *The Captain's Daughter* as the start of your very beautiful and permanent home library.

Then, each month for as long as you wish, you will receive other marvellous volumes from *Great Russian Classics* in the same luxurious matching binding and for the same low subscriber's price. And all you need do now is to send in your coupon without delay. *Yes, please act now.* There are only a limited number of free volumes available; we have already had very many enquiries. To avoid disappointment, send in the coupon below (without any money) now.

Plus Extra Bonus:

Plus FREE ICON for prompt ACTION

This beautiful colour reproduction of a genuine Russian Icon is a splendid piece of Medieval art, depicting St. George slaying the dragon. Post coupon within 5 days and we shall send it to you ready to mount or frame—yours to keep even if you return the books.

NEWS FLASH

Two Great Novels of Our Time
NOBEL PRIZE WINNER ALEXANDER SOLZHENITSYN'S *The First Circle* and BULGAKOV'S *The Master and Margarita* now added to the Great Russian Classics Collection

FREE RESERVATION COUPON

To: Great Russian Classics,
Heron Books, 15 Mathew Road,
Near Opera House, Bombay 4. AP

Please send me in luxurious golden-stamped Czar Nicholas Skivertex binding the first two volumes of Great Russian Classics by v.p.p. for only Rs.23.50 (plus Rs.1.50 postage and packing charge) for *THE CAPTAIN'S DAUGHTER*. There will be absolutely no charge for *CRIME AND PUNISHMENT*.

Tick box ☑ for extra BONUS (available for subscribers)

☐ As a member of the Great Russian Classics book club along with the above please send me the first volume of the three-volume set of *War and Peace* at the privilege price of Rs.8 per volume—one volume with each of my first three Great Russian Classics selections.

I must be delighted or I will simply return all the books within 10 days for immediate refund, under your Free Trial Money-back guarantee.

Otherwise, I will keep these sumptuous volumes for my library along with my free copy of *Crime and Punishment* and you will send me further volumes at approximately monthly intervals at the same special low subscriber's price until I have collected as many (or as few) as I want.

☐ REPLYING IN 5 DAYS? Tick box to receive colourful Icon as a gift which you can keep in any case.

Signature ....

Name ....

Address ....

বেনারসী শাড়ী ও জোড়
সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র ও পোষাকের জন্য
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাইভেট লিমিটেড
বড়বাজার • কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-২৩০৩

ভারতীয় ক্রিকেটের 'কালো ঘোড়া'

রুশি আরদেশি জিজিবয়

জিজিবয়! সে আবার কে? ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইনডিজযাত্রী ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে মেনে নিয়েও কলকাতা তথা পূর্বাঞ্চলের একমাত্র প্রতিনিধি আটাশ বছরের পারশী যুবক উইকেট-কীপার রুশি আরদেশি জিজিবয়ের নির্বাচনকে কলকাতার কেউই যেন মেনে নিতে পারছেন না। সকলের একই ধরনের বিস্ময়; জিজিবয় যেন কালো ঘোড়া, আচমকা বাজি মাৎ করেছে! ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলে উইকেট-কীপার প্রবীর (খোকন) সেনের নাম ওঠায় এই একই স্বরে প্রশ্ন উঠেছিল,—আরে, প্রবীর সেন আবার কে?

জিজিবয়ের তালতলার ফ্ল্যাটে বার-

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

দুয়েক মুখোমুখি হয়েছি। যা জেনেছি তাতে জিজিবয়ের মনোনয়ন নিরর্থক নয় —এটাই দৃঢ় বিশ্বাস।

১৯৬৯ ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টের অবসরে পারশী ক্লাবের সংবর্ধনা সভায় ফারুক এনজিনীয়ার বলেছিলেন—"যদি এখনি আমার উইকেট-কীপিং দস্তানাটি খুলে রাখি তবে সেটি হাতে গলানোর পরবর্তী একমাত্র সুযোগ্য লোক রুশি জিজিবয়।" সন্দিগ্ধরা বলতে পারেন, জাত-ভাই বলেই ফারুক এমন কথা বলেছিলেন।

এর বাইরে। বোমবাইয়ে এবারের দলীপ ট্রফি ফাইনালে পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় জিজিবয়ের টিমে ঢোকার বৃত্তান্তটিও নিতান্ত সৌভাগ্যসূচক। শ্যামসুন্দর মিত্রের পায়ে চোট লাগায় দলের উইকেট-কীপার-ব্যাটসম্যান দলজিত সিংকে উইকেট কীপিংয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে শুধু ব্যাটসম্যান হিসাবে রাখা হয়, আর উইকেট প্রহরায় দায়িত্ব বর্তায় জিজিবয়ের কাঁধে।

৯ ঘণ্টা ধরে ব্যাট করে দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসে রান তোলে ৪৫১। ৬৮-

ট্রফি ফাইনালের ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামের দর্শকদের মনে পড়া স্বাভাবিক। এই সূত্রেই নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় দল তৈরী করতে জিজিবয়ের ডাক পড়েছিল নির্বাচনী ট্রায়ালে। ফারুকের মত উইকেট-কীপার থাকায় জিজিবয়ের খেলার সুযোগ হয়নি। সেটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু তিনদিনব্যাপী অস্ট্রেলিয়া-পূর্বাঞ্চল খেলায় জিজিবয়কে দলে নেওয়া হয়নি। যিনি উইকেট-কীপার ছিলেন তিনি দলে ব্যাটসম্যান হিসাবে দু' ইনিংসে রান জুগিয়েছিলেন —৩৪ (১৫ ও ১৯)

উনিই নো-বল ছাড়া অস্ট্রেলিয়া দলকে বাই-ও লেগ বাই সহযোগে দু' ইনিংসে রান উপহার দিয়েছেন—২৯। বিয়োগ করলে দলের প্রতি তাঁর কৃতাঞ্জলির রান অঙ্কটি দাঁড়ায়—৫!

আরও বক্তব্য, জিজিবয় ভারতের ক্রিকেট আকাশে ধূমকেতু নয়, কারণ ৬৯-র অকটোবরে নিউজিল্যানডের বিরুদ্ধে বোরড সভাপতি একাদশে দলভুক্তির জন্য জিজিবয়কে ডাকা হয়েছিল এবং এবারে ইরাণী ট্রফিতে বোমবাইয়ের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশে জিজিবয়ের নাম ছিল রিজারভের তালিকায়। মাত্র পাঁচ বছরে জিজিবয়ের রণজি ট্রফির মূলধন—৭৩টি শিকার (৫৭ কট, ১৬ স্টামপড্)।

কলকাতা ক্রিকেটের কয়েকজন জিজিবয়ের নির্বাচন বিস্ময় দেখালেও যাঁরা সত্যিকারের ময়দান-মুখো তাঁদের কাছে ক্রিজিবয় আজ দশ বছরের চেনা মুখ। এতদিন অনালোকিত থাকলেও সকলেই জিজিবয়ের কীপিংয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ওর সঙ্গে রায় দিয়েছেন। পঞ্চম ব্যক্তি কলকাতা তথা জিজিবয়ের ক্লাবের (স্পোরটিং ইউনিয়নের) মণীন্দ্র দত্তরায় ওই টিম বাছাইয়ের সময় বোমবাইয়ে অনুপস্থিত ছিলেন! নির্বাচনী বৈঠকে কলকাতার এই যুবকটির হয়ে ওকালতি করার কেউ ছিল না। শুধুই নিজের দক্ষতার জোরে রুশি জিজিবয় দলে স্থান করে নিয়েছেন।

জিজিবয়ের দলভুক্ত যে হঠাৎ-চমক নয় তা ৬৮-৬৯-এ বাংলা-বোমবাই রণজি

জিজিবয় পরিবার : রোশন ও রুশির মাঝে ফিরোজা।

জেভিয়ারস কলেজের চৌকাঠ পেরিয়েছেন, পড়াশুনোর ভাল ছেলের সুনামে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপলব্লু (ক্রিকেট-হকি-টেবল টেনিস) তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম পাঁচ বছর হরেক খেলায় ব্যস্ত থাকার ফাঁকে এনজিনীয়ারের মত উইকেট-কীপারকে হঠাৎ আদর্শ ও লক্ষ্য ভেবে নিয়ে সার-

যে-কোন বিপদের সামনে ঝুঁকিয়ে দিতে জিজিবয় পটু। এজন্যে অনেকে ও'কে বলে 'দড়াবাজিকর'। ভারতীয় ফাসট বোলারদের বলে 'কীপ' করায় ও'র স্বচ্ছন্দ আচরণের সঙ্গে স্পিন বোলারদের অনুকূলে মনের মিল ঘটিয়ে উইকেট রক্ষাও ও'র প্রধান গুণ। এইসব গুণাবলী জিজিবয় আয়ত্ব করেছেন দৈহিক নমনীয়-

মাঠ-ময়দান

এসেছেন অন্য খেলা থেকে, শুধু একজন ভাল উইকেট-কীপার হওয়ার চেষ্টায়।

ফারুকও শিষ্যকে চিনতে ভুল করেননি। শুভেচ্ছা ও উপদেশাবলী সহ নিজের ব্যাট, প্যাড ও উইকেট কীপিং গ্লাভস উপহার দিয়েছেন। এগুলি জিজিবয়ের নিত্য উপকরণ। জিজিবয় খোলাখুলি বলেছেন—"ফারুক আমার ওস্তাদ।"

উইকেট-কীপারের দায়িত্বে শরীরকে

তায় ও ঋটিতি বুদ্ধির দাপটে।

জিজিবয়, তাঁর ছিপছিপে বেত-সদৃশ দেহকে (উচ্চতা ১·৮১ সেঃ মিঃ। ওজন ৭২ কেজি)। নিত্যব্যায়াম করান ছাড়াও বছরে দশ মাস ভোর পাঁচটায় পাঁচ মাইল রোড-রেসেও অভ্যস্ত।

বিবাহিত জীবন, অফিসের দায়িত্ব ও খেলার মাঠ কি ভাবে বজায় রাখেন? এর উত্তরে জিজিবয়ের সাতাশ বছর বয়সী সাথক সহধর্মিণী রোশন জিজিবয় জানালেন—"আমিও তো এক সুইডিশ ফারমের ম্যানেজিং ডিরেকটরের পি-এ। অফিস সেরে বিকালে পারশী ক্লাবের হয়েও বাসকেট-বল কোরটে নামি।"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, রুশি ও তার বিধবা মা রতি জিজিবয়, পুত্রবধূর জবাবে বেশ প্রীত।

পুনরায় রোশন জিজিবয়কে স্বামীর ১১ সপ্তাহের সফরে নিঃসঙ্গতাজনিত প্রশ্নটি করতেই অক্লেশে উনি জবাব দিলেন, "আমি চাই রুশি আরও দীর্ঘ

একমাত্র এভারেসট ডাবল

(সোমনাথ)

হয়েছিল।

যে ক্যামপ থেকে গোমবু ও ভোরা শিখরে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন সেই ক্যামপে মাল পৌঁছাবার সময় অসাবধান হওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন শেরপা স্নো-ব্লাইন্ডনেসে আক্রান্ত হল। গোমবুও তখন অন্যান্যদের সঙ্গে শেষ

শিশির ঘোষ

উৎসবে সিল্ক হোম
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

এখন ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা অল-রাউনডার

একনাথ ঢোনড়ু সোলকার

হাটেলে বোমবাই অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকরের ঘরে একনাথ সোলকার ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলাম 'এই কি ভারতের সেরা ফিলডার?' অধিনায়ক ওর সামনে জবাব দেননি। সে চলে যেতেই বললেন, 'সম্ভবত সোলকার এখন ভারতের সেরা অল-রাউনডার।' ইরানী ট্রফির ম্যাচ চলাকালে কয়েকজন সাংবাদিকও একই কথা বলেন সোলকার সম্পর্কে। খেলার শেষদিনে চা-এর সময় ওদের ড্রেসিং রুমের দিকে যেতে যেতে ক্রি-কনট্রোল বোরডের দুই কর্মকর্তার আলোচনায় আড়ি পেতে শুনলাম, 'সোলকারই এখন ভারতের বেসট অল-রাউনডার।'

শ্যামলা, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, বাইশ বছরের এই একনাথ ঢোনড়ু সোলকার সম্পর্কে তখন চার বছর আগের ঘটনা মনে পড়ল। ছেষট্টির নবেমবরে ইডেনে ইরানী ট্রফির ম্যাচে অবশিষ্ট ভারত-বোমবাইয়ের

চিরঞ্জীব

খেলায় শেফোর্ড দলের সঙ্গে সেও এসেছিল। তবে সোলকার খেলেনি। সে তখন দ্বাদশ ব্যক্তি। বোমবাইয়ের অধিনায়ক হারদিকার বলেছিলেন, 'বেসট টুয়েলফথ ম্যান।' বলা বাহুল্য সোলকার তখন সর্বকনিষ্ঠ দুই দলেই। দেখেছিলাম জয়সীমা, পতাউদি, বোড়ে, হারদিকর, আব্বাস আলি নিজেদের নানা আলোচনার সময়

এখনও নিয়মিত নিচ্ছে। বোমবাইয়ে থাকলে সপ্তাহে পাঁচদিন তাকে ওখানেই দেখা যায়। রোজই শরীর ফিট রাখার জন্য ব্যায়াম করে, বাসকেট বল খেলে।

গত সপ্তাহের 'মাঠ-ময়দান'-এ প্রকাশিত অজিত ওয়াড়েকরের রচনাটি উল্লেখ করলাম প্যাভিলিয়নে বসে কথা বলার সময়। সোলকার বিনীতভাবে জানাল, সংবাদপত্রে প্রকাশের মত তার তেমন কোনও রেকরড নেই। মাত্র পাঁচটি

একনাথ সোলকার

ক্রিকেট দলে নির্বাচিত হয়। চৌষট্টিতে ভারতীয় স্কুল দলের সঙ্গে সিংহল সফর করে। পঁয়ষট্টিতে বোমবাই স্কুল দল ছাড়াও সফরকারী লনডন স্কুল দলের বিরুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক ছিল। পাঁচটি টেসটে সে উইকেট পেয়েছিল ১৪টি। তারই নেতৃত্বে পশ্চিমাঞ্চল স্কুল ওই বছর কোচবিহার ট্রফি জেতে।

সোলকার বোমবাইয়ের পক্ষে রনজি ট্রফিতে খেলছে ১৯৬৬ থেকে। পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফি ১৯৬৮ থেকে। রনজি ট্রফিতে প্রথম ম্যাচেই এই 'স্লো লেফট আরম' বোলার সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১১ রানে ৮টি উইকেট সংগ্রহ করে। ১৯৬৯-৭০-এ রনজি ট্রফিতে ১৪টি উইকেট পায়। সর্বাধিক রান মহীশূরের বিরুদ্ধে—১০৫। আগের সিজনে (৬৮-৬৯) দলীপ ট্রফির ম্যাচে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে করে ১৪৫ (নট আউট)। ১৯৬৮ সালে ইরানী ট্রফির ম্যাচে ১৩৪ রানে ৯টি উইকেট সংগ্রহ করে।

নতুন
পামওলিভ
শেভ ব্রাশ
আপনার
দাড়ি কামানোর
আরাম
বাড়ায়

PSR-G.3 BN

Big Bold Sound ! Small Sensible Price !
HMV
ট্রপিকানা

ন্যাশনাল টকিং মেসিন কোং

বাড়ির তল
থেকে ছাদ
পর্য্যন্ত
ক'রে রাখুন
জলরোধক
ব্যবহার করুন

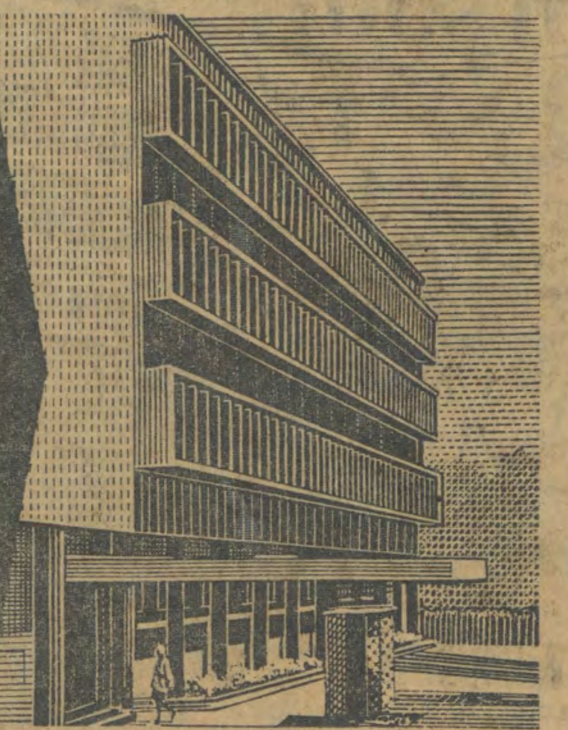

অ্যাকোপ্রুফ

আজ সেই সঙ্গে ব্যবহার করুন কংক্রীট ও সিমেন্ট। অ্যাকোপ্রুফ বাড়ির সবরকম কাজে...

এসিসি
আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ
জিনিষের গ্যারান্টী দেয়

দি অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীজ লিমিটেড ■ দি সিমেন্ট মার্কেটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ।

SISTAS CML-175 BN

দুটি-ই পছন্দসই —
এ দামে এমন চমৎকার রেডিও
আর হয় না

এইচ এম ভি
অ্যারিস্টোক্র্যাট

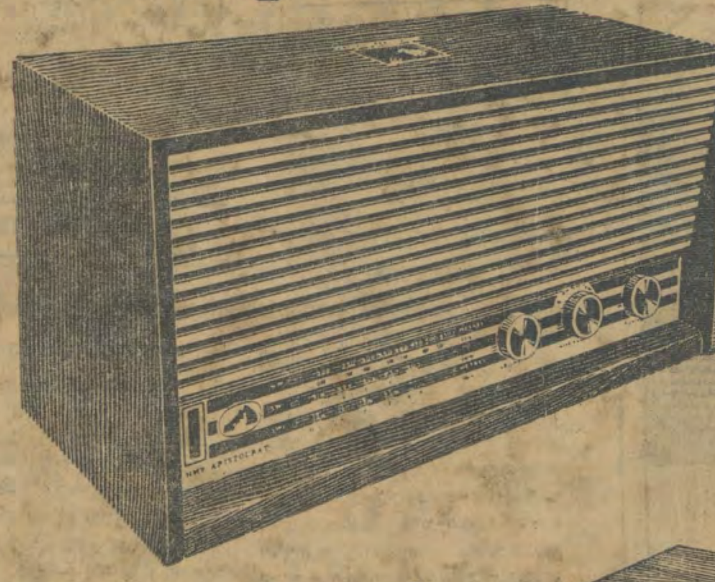

দুনিয়ার যে কোন
স্টেশন ধরুন, একেবারে
হুবহু আওয়াজ!

দাম ৩০৩ টাকা

এইচ এম ভি
টেনর

দেখতে-শুনতে
অদ্বিতীয়!

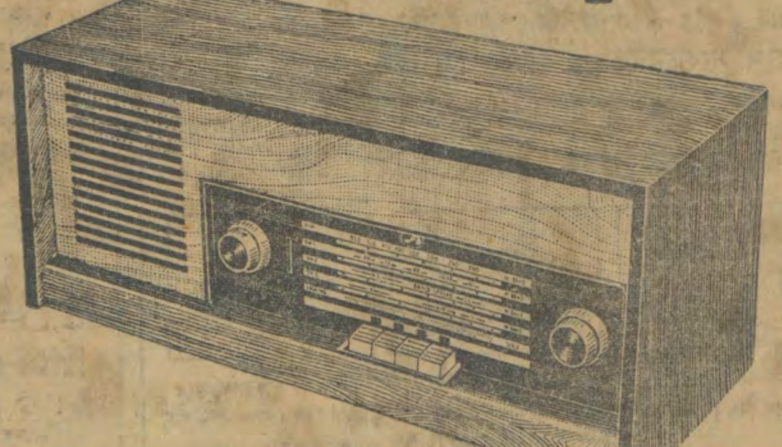

দাম ৩৯০ টাকা

দিয়ে আনন্দ—পেয়ে আনন্দ
—শুনেও আনন্দ
হিজ মাস্টার্স ভয়েস

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার